প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—ইন্দ্রনীল ঘোষ

মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

অলঙ্করণ—ইন্দ্রনীল ঘোষ

GOENDA AMBAR

A Collection of detective short stories by Sasthipada Chatterjee.

Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

ISBN-81-7293-284-7

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও লেজার ইম্প্রেসানস, সর্বজিৎ কুমার কর্তৃক ২, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪ হইতে কম্পোজ করিয়া অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড কলিকাতা ৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

চিরস্মরণীয়

রমাপদ চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয় সূচী

অম্বর চ্যাটার্জীব গোয়েন্দাগিরি ৩
গোয়েন্দা তদন্ত ২২
সুন্দর তদন্ত ৪০
রহস্য তদন্ত ৬৪
অম্বব তদন্ত ৮০
জোড়াখুনেব তদন্ত ৯১
জুহুবিচে তদন্ত ১০২

গোয়েন্দা অম্বর

অম্বর চ্যাটার্জীর গোয়েন্দাগিরি



আমার বন্ধু ওমপ্রকাশ মাফিন পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও আমরা দুজনে একই স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি, সিনেমা দেখেছি, বড় হয়েছি। কিন্তু কেন কে জানে, আজ এতদিনেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের চিড় খায়নি। আসলে ওমপ্রকাশ খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। বেশ হাসিখুশি এবং প্রাণোচ্ছল। স্কুলের ছেলেরা

ওকে পেঁইয়া বলে রাগালে ও রাগত না। ওর ভাষার বিকৃত অনুকরণ করে কেউ ওকে ভ্যাংচালে ও কিছু মনে করত না। কিন্তু ওর পাগড়িতে ঠাট্টার ছলেও কেউ সামান্য একটু হাত দিলে ওর চোখ দুটো অসম্ভব রকমের লাল হয়ে উঠত। আমি বুঝতে পারতাম ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে এবার। তাই সেসময় আমিই ওকে সামলাতাম। ওকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে শান্ত করে অন্যদের ভর্ৎসনা করতাম এবং বাধা দিতাম। ওমপ্রকাশ বুঝত। শান্ত হোত। একটি ভালো জাতের হিংস্র কুকুর যেমন তার মনিবের কথা শুনে বিরক্তিকর দেশি কুকুরগুলোর ওপর প্রতিশোধ না নিয়েই ফিরে আসে, ঠিক সেইভাবেই চলে আসত সে আমার কাছে। ও জানত আমি অন্য ছেলেদের মতো নই। নম্র, ভদ্র একটু অন্যরকম। আমি কখনো ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের এবং ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ওর মর্যাদায় লাগে এমন কোন রসিকতা করিনি। তাই ও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল।

ওমপ্রকাশের বাবা কুন্দনপ্রকাশ একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। অত্যন্ত রাশভারি এবং ব্যস্ত লোক। বছরের অধিকাংশ সময়ই উনি বাইরে বাইরে কাটান। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য এমনই যে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের তুলনা করা চলে। সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়, কথা বলতে রোমাঞ্চ।

ওমপ্রকাশের মা নেই। তবে একটি বোন আছে। নাম নীতা। খুব ভালো বাংলা বলতে পারে। বাংলা স্কুলে লেখাপড়া করে। ভালো মেয়ে। আমাকে ঠিক ওর নিজের দাদার মতোই ভালবাসে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ওর ব্যবহার। প্রতিবছর ভাইফোঁটার দিন ও আমাকে আমাদের প্রথামতো ফোঁটা দেয়। আর আমি ওকে প্রতিবছর একটি করে বাজারের সেরা ডায়েরি উপহার দিই। সেই ডায়েরিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে ও ওর দিনলিপি লিখে রাখে। ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি শিক্ষাদীক্ষায় রূপেগুণে সবার সেরা।

সেদিন দুপুরে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় অফিসারের ঘরে হঠাৎ একটি ফোন এল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই পিনপিনে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি ওমপ্রকাশ বলছি।"

"অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং।"

"অম্বর। তুই ভাই এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলে যা। নীতা তোকে একটা জিনিস দেবে। সেটা নিয়ে তুই একটুও দেরি না করে সোজা ধানবাদে চলে যাবি। সেখানে গোলাব মোড়ে আমার নাম করে যে তোর কাছে আসবে তুই ওটা দিয়ে দিবি তাকে।"

আমি দারুণ বিস্মিত হয়ে বললাম, "তুই কোথা থেকে ফোন করছিস ওম? হ্যাল্লো...।"

আর কোন উত্তর এল না। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে কেমন একটা খটকা ধরে গেল। এইরকম ফোন এর আগে আর কখনো আসেনি আমার কাছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখুনি না হয় ওর বাড়িতে আমি চলে

যাচ্ছি, কিন্তু নীতা কী দেবে আমায়? কী দিতে পারে? সেটা এমনই কী এমন মহামূল্য বস্তু যা নিয়ে এখুনি আমাকে ধানবাদে যেতে হবে? ভেবে কোন কূল পেলাম না। ধানবাদের ওপর দিয়ে এর আগে অনেকবার গেছি, তবে নামিনি কখনো। গোলাব মোড় কতদূরে তা জানি না। নামটা যদিও শোনা, তবু ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম।

অফিসে আমার সঙ্গে পদস্থ অফিসার ও সহকর্মীদের কেন জানি না এক মধুর সম্পর্ক আমার অজান্তেই গড়ে উঠেছে। ওরা আমাকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছে যে আমার একটা মৌখিক আবদারের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। তাই আসা-যাওয়ার ব্যাপারে অবাধ একটা স্বাধীনতা আমি অর্জন করে ফেলেছি। যাই হোক, সহকর্মীদের বলে আমি প্রথমেই চলে এলাম মৌড়িগ্রামে আমার নিজের বাসায়।

সম্প্রতি আমি নিজের জন্য একটি স্থায়ী আস্তানা তৈরী করেছি এখানে। চার কাঠা জমির চারদিকে গাছপালা লাগিয়ে মধ্যিখানে নিজের জন্য একটি মাঝারি ধরণের ঘর তৈরী করেছি। অ্যাটাচড বাথ। সুগৃহ। এখানে আমার ঠাণ্ডা মাথার কাজগুলো বেশ নির্বিঘ্নেই হয়। ঘরে এসে জামাকাপড় বদলে গুপ্তস্থানে রাখা অটোম্যাটিকটাও সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলাম নীতাদের বাড়ি—শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে ওদের মার্বেল প্যালেসে।

দরজায় ডোর-বেল টিপতেই নীতা এসে দরজা খুলে দিল। ওর মুখ কেমন যেন থমথমে। আচমকা দেখলে মনে হবে, কোন ভারি অসুখ থেকে উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনটি।

"ওম কোথায়?" আমি যেন কিছুই জানি না এমনভাবে প্রশ্ন করলাম ওকে।

নীতা আমার সে কথার উত্তর না দিয়ে ম্লানমুখে আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা অ্যাটাচি বার করে আনল। তারপর সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "দাদার ফোন পেয়েছেন নিশ্চয়ই। না পেলে এই ভরদুপুরে অসময়ে আসতেন না।"

"হ্যাঁ পেয়েছি।"

"তাহলে এটা যাকে দেবার দিয়ে দেবেন। আর...।"

"আর? এ কি। তোর মুখ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন? তোর চোখে জল, কী হল তোর?"

নীতা অবরুদ্ধ কান্নাকে চেপে রাখবার বৃথা চেষ্টা করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "পারেন তো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।"

"তার মানে?"

নীতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দাদার খুব বিপদ।"

"বুঝেছি। তোর বাবার খবর কী?"

"বাবা এখনো ফেরেননি গোয়া থেকে।"

"কিন্তু ব্যাপাব কী নীতা? আমি তো কিছুই বুঝতে পাবছি না।"

নীতা অপলকে আমাব মুখেব দিকে চেয়ে বইল কিছুক্ষণ। তারপব আবাব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেইবকম কান্নাধবা গলায় বলল, "বেলচেম্বাব।"

নামটা শুনেই আঁতকে উঠলাম আমি, "স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু তাব সঙ্গে ওমেব সম্পর্ক কী?"

"আছে আছে। বেলচেম্বাব আমাদেব দীর্ঘদিনেব শত্রু। আমাব দাদাকে ও কিডন্যাপ কবেছে। এই অ্যাটাচিটা হল দাদাব মুক্তিপণ। এব ভেতবে যা আছে তা পেলেই ছেড়ে দেবে ও।"

"তা কী কবে সম্ভব? আজ থেকে দশ বছব আগে যে লোক জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে জেলবক্ষীদেব গুলিতে মাবা গেছে সে কী কবে তোব দাদাকে গুম কববে নীতা? আমাব মনে হয়, কোথাও তোদেব মস্ত একটা ভুল হচ্ছে। নিশ্চযই তোবা অন্য কোন চিটাবের হাতে পড়েছিস।"

মবা চাঁদেব মতো ম্লানমুখে একটু হাসল নীতা। তাবপব বলল, "বেলচেম্বাব মাবা যাযনি অম্বুবদা।"

"ইমপসিবল। পুলিশ বিপোর্ট বলছে সে মাবা গেছে।"

"সবাই তা জানে, আমরাও জানতাম। কিন্তু পুলিশ বিপোর্টে বেলচেম্বাব মৃত বলে ঘোষিত হলেও সে মবেনি। ওব মৃত্যু নেই। ও কখনো বাংলাদেশে, কখনো পাকিস্তানে, কখনো নেপালে, কখনো অন্যদেশে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। আব মাঝে মধ্যে এখানে এসে আমাদের মতো কিছু লোককে জ্বালাতন কবে।"

বেলচেম্বাবেব নামে আমাব কপালে ঘাম দেখা দিল। বাগে ফুলে উঠল বগেব শিরাগুলো।

কলকাতার বিপন স্ট্রীটেব একটি আংলো ইণ্ডিযান পবিবাবেব এক বিপথগামী যুবক বেলচেম্বাব। চুবি ডাকাতি স্মাগলিং খুন কিছুই ওব কাছে কঠিন নয়। একসময কলকাতাব বাঘা বাঘা পুলিশকেও ঘামিযে তুলেছিল সে। একবাব মেট্রোব সামনে এক সিন্ধি দম্পতিকে খুন কবাব অভিযোগে বহু চেষ্টাব পব পুলিশ তাকে গ্রেফতার কবে। বিচাবে তার যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড হয। এসব বছব দশেক আগেকাব কথা। সেই সময কিছু দুষ্কৃতি জেল ভেঙে পালাতে গেলে জেলবক্ষীবা গুলি চালায। বেলচেম্বাব তখনই জেলরক্ষীদেব গুলিতে মাবা গেছে বলে জানত সবাই। কিন্তু এতদিন পবে হঠাৎ তাব এই আবির্ভাব অপবাধ জগতে এক অশনিসংকেত ছাড়া কিছুই নয। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে নীতাব কাছ থেকে অ্যাটাচিটা নিযে জিজ্ঞেস কবলাম, "এতে কী আছে বে?"

নীতা চুপ কবে বইল।

"বল আমাকে?"

"দাদার মুক্তিপণ।"

"সে তো জানি। কিন্তু এর ভেতবে কী আছে বলবি না? আমার কাছে কিছু লুকোস

না নীতা। তোদের ভালোর জনাই বলছি।"

নীতা তবুও নীরব। ভয়ে বিব্রত বোধ করতে থাকে। কী যেন বলি-বলি করে, কিন্তু বলতে পারে না।

আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, "কোন ভয় নেই তোর। এই গোপনীয়তা আমি রক্ষা করব। তোর এই দাদাটার ওপর সেটুকু ভরসা অন্তত রাখতে পারিস।"

জলমগ্ন ব্যক্তি যেভাবে অন্যের সাহায্য চায় নীতা ঠিক সেইভাবেই বলল, "অম্বরদা, আমার দাদাকে বাঁচন।"

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম, "বোকা মেয়ে। বাঁচাবো বলেই তো এসেছি আমি। নাহলে কে আসত এই ভবদ্‌পুরে?"

"আপনি পুলিশে খবর দেবেন না তো?"

"না। পুলিশের সঙ্গে আমার কাজকর্ম হয় ঠিকই, তবে সব ব্যাপার আগেভাগে আমি পুলিশকে জানাই না। তাতে অনেক সময় পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যায়।"

"এই অ্যাটাচিতে আমার মায়ের অনেক দামী দামী গয়না আছে। আর আছে দশ হাজার টাকা।"

"হুম। এইটা তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে হবে, এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"তোর দাদাকে বেলচেম্পার কোথায় কিভাবে ধরল কিছু অনুমান করতে পারিস?"

"পারি। দাদা একটা দরকারী কাজে বরাকর গিয়েছিল। মনে হয় সেখানেই ওর খপ্পরে পড়ে যায়।"

"বেল কি ওই অঞ্চলে ঘাটি গেড়েছে?"

"তা ঠিক জানি না, তবে ওই অঞ্চলে এবং রাজারাপ্পার আশপাশেই মাঝে-মধ্যে দেখা যায় ওকে।"

আমি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে একমনে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলাম।

নীতা বলল, "আপনার ট্রেনের সময় হয়ে আসছে অম্বরদা। আপনি কোলফিল্ডে যাবেন তো?"

"না। আর একটু দেরি করে কালকায় যাবো। কিন্তু নীতা, আমার যে আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

নীতা ঘামছে। ঘামবে নাই বা কেন? কতই বা বয়স ওর? তেরো কি চোদ্দ। এখনো ফ্রক চুড়িদার পরে। ভয়ে ফ্যাকাসে মুখে আঠা-জড়ানো গলায় বলল, "বলুন কী জানতে চান?"

"তোর বাবা তো দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে আছেন। এই সময় ওদের এমন কী কাজ পড়ল বরাকর যাবার? বিশেষ করে তোকে এই বাড়িতে একলা রেখে? ওদের মুক্তিপণ চেয়ে বেলচেম্পারই যে এইসব দাবী করছে তারই বা প্রমাণ কী? আর...।"

"আর কী জানতে চান বলুন?"

"অত টাকা ওম চাওয়া মাত্র তুই-ই বা পেলি কোথায়?"

নীতা এবার ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল, "বলব বলব। সব কথা খুলে বলব আপনাকে। আর না বলে উপায় নেই। আপনাকে না জানালে ওদের এই জাল থেকে আমরা কিছুতেই কেটে বেরোতে পারব না।"

আমি সস্নেহে নীতাকে বললাম, "দেখ নীতা, আমার বোন নেই। তুই আমার বোনের মতো। শুধু বোনের মতো কেন, একমাত্র বোন। তোদের পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। কাজেই তোদের কোন বিপদ হলে আমি জীবন দিয়ে লড়ব। পেশাদার না হলেও গোয়েন্দাগিরিতে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। থানা-পুলিশও সেই সূত্রে হাতের মুঠোয়। এখনো চেষ্টা করলে হয়ত কিছু করা যাবে। খুলে বল তো ব্যাপারটা কী?"

দেওয়ালে একটা টিকটিকি তখন একটা আরশোলাকে ধরবার জন্য এগোচ্ছে।

নীতা বলল, "অম্বরদা, আপনি তো জানেন আমার বাবা একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। এবং বাবা বছরের প্রায় বেশির ভাগ সময়ই এখানে ওখানে ঘোরেন। আসলে বাবার এই ব্যবসাটা ছাড়াও অন্য একটা ব্যবসা আছে।"

"কী সেই ব্যবসা?"

একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল, "আমার বাবা একজন জুয়েল থিপ। পাকা স্মাগলার। কেউ তা জানে না। হীরের চোরাচালানে আমার বাবার...।" বলেই আমার দিকে আরো এগিয়ে আসতে গেল যেই অমনি অস্ফুট একটু আর্তনাদ করে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়ল নীতা। চোখের পলকে দালানের জানলার দিক থেকে বুলেট এসে মাথাটাকে চুরমার করে দিয়েছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওধারে।

গিয়ে দেখলাম ভেতরের দরজায় শিকল দেওয়া। অতএব পাশের ঘরে ঢুকে অপর একটি দরজা খুলে যখন ওধারে পৌঁছলাম পাখি তখন ফুড়ুৎ।

শুধু কয়েকটি ভারি বুটের ছাপ, একটি মরা বোলতা, একটি রুমাল আর একটি ডট পেন ছাড়া কিছুই সেখানে নেই।

জুতোর ছাপ পুলিশে নেবে। কিন্তু এই রুমাল আর ডট পেনটা? হ্যাঁ, এ দুটোই খুব বেশি কাজে লাগবে আমার। সম্ভবত উত্তেজনায় ঘাম মুছতেই রুমালটা বের করেছিল আততায়ী। আর রুমাল বার করতে গিয়েই অসতর্কতায় পড়ে যায় পেনটা।

আমি নীতার কাছে এলাম।

ওর দেহটা তখন একেবারেই নিথর হয়ে গেছে।

ওর এই শোচনীয় মৃত্যুতে চোখে জল এল আমার। ও যে আমার বোন, আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে একটিমাত্র বোন পেয়েছিলাম—তাকেও হারালাম। এ দুঃখ কী কম! আর কোন ভাইফোঁটায় ওর ওই শুভ্রসুন্দর মুখে নির্মল জ্যোছনার হাসি দেখতে পাবো

না। ওর হাতের ওই চম্পাকলির মতো আঙুলের ফোঁটা আমার কপালে আর কখনো চাঁদ আঁকবে না। আমার বুকটাকে খালি করে চলে গেল ও।

ওর সারামুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বললাম, এই হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবোই নীতা। যদি এই হত্যাকারীকে আমি ধরতে না পারি, তাহলে জেনে রাখিস, এই আমার শেষ গোয়েন্দাগিরি।

নীতাদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল।

আমি রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং..."

ওয়ান আপ দিল্লি কালকার ফার্স্ট ক্লাসের এম. জি. এস কোচে রান করছি। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেনটা যেন উল্কার বেগে ছুটছে। ছোটার গতিতে অসম্ভব দুলছে ট্রেন। এক এক সময় মনে হচ্ছে ট্রেনটা দুলুনির চোটে এখুনি বুঝি ছিটকে পড়বে লাইন থেকে।

আমার হাতে নীতার দেওয়া অ্যাটাচিটা আছে। ওটা বেশ শক্ত করেই ধরে রেখেছি আমি। কেননা আমার এই যাত্রার কারণে এইটাই সবচেয়ে মূল্যবান।

ট্রেনের দুলুনিতে দুলে দুলে বার বার নীতার কথাই মনে পড়ছিল আমার। কী সুন্দর ফুলের মতো মুখ। অমন পবিত্র নিষ্পাপ ঢলঢল কচি মুখ খুব কমই দেখেছি আমি। ওর ভদ্র সভ্য মার্জিত ব্যবহার আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু নিঠুর নিয়তি অকালেই ঝরিয়ে দিল তাকে। একটু আগেও জানতে পারিনি বিধাতাপুরুষ অমন নির্মম পরিহাস করবেন বলে। মৃত্যুরূপী মহাকাল যে অতি সন্তর্পণে এসে এক লহমায় ছিনিয়ে নেবে ওকে তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। নীতার সেই অস্ফুট আর্তনাদ, ওর সেই লুটিয়ে পড়া, রক্তে ভাসা মুখ বার বার মনে পড়ল আমার। একটা প্রতিশোধের স্পৃহা আমার মনের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় করতে লাগল যে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম আমি।

ট্রেন ছুটছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। মনকে শক্ত করে ধৈর্য ধরে তবুও বসে রইলাম। কেননা এখুনি আমার ভেঙে পড়লে চলবে না, ওমকে রেলের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তারপর টুঁটি ধরে টেনে আনব নীতার হত্যাকারীকে। ট্রেনে ওঠবার আগে একবার ভেবেছিলাম ওমের ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে আসি। কিন্তু ভেবেও তা করলাম না, কারণ রঙ্গমঞ্চ স্টেটের বাইরে। ওখানকার পুলিশকে জানালেও বিশেষ কোন সুবিধা হোত না। তাছাড়া ওই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ হয়তো কাজ দেখাবার জন্য চারদিক তোলপাড় করে অযথা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসত যা ওমের মুক্তির ব্যাপারে খুবই ক্ষতিকর হোত। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই শুধুমাত্র সাহসে ভর করে এগিয়ে চললাম এই কাজে।

মধ্যরাতে ধানবাদে নেমে গোলাব মোড়ে যাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলাম

না। গোলা যে কোথায় কতদূরে তা জানা ছিল না। অনুসন্ধানে জানলাম গোলা এখান থেকে নব্বুই কিলোমিটারেরও বেশি পথ। এই রাতে ওই পথে যাবার কোন পরিবহনই নেই।

হতাশ হয়ে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ফিরে আসতে যাচ্ছি যখন তখন হঠাৎ একটি ট্রাকের সন্ধান মিলল। সেটা যাচ্ছিল রামগড়ের দিকে। হাজারিবাগ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান রামগড়। কয়লাখনি অঞ্চলের জন্যও গোলা বিখ্যাত। যাই হোক, ড্রাইভারকে কিছু টাকা 'বসগুল্লা খানেকে লিয়ে' দিতেই ড্রাইভার আমাকে তার পাশে বসিয়ে নিতে রাজি হল।

আমি উঠে বসতেই ট্রাক ছাড়ল।

ঝড়ের গতিতে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলল ট্রাক।

এই অঞ্চলে চারদিকে বন পাহাড় আর পথের ধারে অগণন কয়লাখনি। বিহারের এই অঞ্চলের তাই এত নামডাক। চারদিকে আগুন আর কালো কয়লার ধোঁয়া।

কাঁচা কয়লা পুড়ছে কত। এক জায়গায় দেখলাম আলোয় আলো চারদিক।

ড্রাইভার বলল, "বাস্যো ইন্দো ভেঞ্চার।"

"তার মানে?"

"বোখারো ইস্পাত কারখানা। দেখছেন না কী দারুণ শিল্পযজ্ঞ চারদিকে। যেন অলকাপুরী।"

ট্রাক বোখারোর সীমানা ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর গিয়ে এক জায়গায় থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল? থামলে যে?"

"গোলার মোড়ে নামবেন যে আপনি। এই তো এসে গেছেন।"

জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

ড্রাইভার বলল, "এত রাতে কোথায় যাবেন?"

"কোথাও না। এইখানেই আমার দরকার।"

"বেশ নামুন তবে। এই দেখুন, ডানদিকের পথটা চলে গেছে রাজারাপ্পায়, আর বাঁদিকের পথ রামগড় হয়ে রাঁচিতে। এখন আপনার যেখানে মন চায় যান।"

আমি ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ঘন অন্ধকারে অ্যাটাচি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম সাহসে ভর করে।

জায়গাটা ঠিক কিরকম তা বুঝতে পারলাম না। তবে চারদিকে বেশ বড় বড় গাছপালা আছে বুঝতে পারলাম। স্থান নির্জন হলেও মাঝে-মধ্যে দু'চার মিনিট অন্তরই প্রায় দ্রুতগতি ট্রাকের আনাগোনাও আছে। তাড়াতাড়িতে টর্চটা আনতে ভুলে গেছি, তাই কোনদিকে যে কী আছে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ভটভট শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলল যেন। গা-টা শিরশির করতে লাগল।

একটু সন্ধানী দৃষ্টি, তারপর একটা মোটর বাইকের হেডলাইটের আলো রোডের

ওপর দেখতে পেলাম। সেই ভট ভট ভট ভট।

মোটর বাইকটা ঠিক আমার সামনেই এসে থামল। বাইকের আরোহী একজন বলিষ্ঠ চেহারার কালো পোষাক পরা লোক। কোনরকমেই তার মুখ দেখে বোঝবার উপায় ছিল না সে কে।

আগন্তুক আমাকে বলল, "আর ইউ রিপ্রেজেন্টেটিভ অব মিঃ মাকিন?"

"ইয়েস মিঃ বেলচেম্বার।"

"ননসেন্স। বেলচেম্বার হ্যাজ বিন ডেড টেন ইয়ার্স এগো। আয়্যাম জন হেণ্ডরিক। লিডার অব মাই পার্টি।"

আমার হাতটা তখন ধীরে ধীরে পকেটের ভেতর ঢুকছিল।

আগন্তুক বলল, "ডোন্ট টাচ এনিথিং ইন ইয়োর পকেট জেণ্টলম্যান। আপনার পকেটে যে জিনিস রাখিয়াছেন ও জিনিস হামার পকেটেও আছে। তাছাড়াও এই অন্ধকারে হামার আরো দুইজন লোক পিস্তল রেডি করিয়া তাকাইয়া আছে আপনার দিকে। ইফ ইউ ডিস্টার্ব মি, ও লোক গোলি করিয়া ডিবে। প্লিজ গিভ মি দ্য অ্যাটাচি অ্যাণ্ড গো ব্যাক সুন।"

আমি অ্যাটাচিটা এগিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম, "বাট হোয়্যার ইজ মাই ফ্রেণ্ড?"

উত্তর এল, "আই ডোন্ট নো।"

আগন্তুক হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়েই বাইকে স্টার্ট দিল।

আমিও অমনি হিতাহিত ভুলে পেছনদিক থেকে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে। সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম আমার পেছনদিকে পিস্তল উঁচিয়ে থাকা আরো দুজন লোকের কথা। তবে এটুকু বুঝলাম এই অবস্থায় গুলি চালাতে কিছুতেই সাহস করবে না ওরা।

শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

কী অমানুষিক শক্তি ওর গায়ে।

আমাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে বাইক নিয়ে পালাল সে। আমি পথের ওপর মুখথুবড়ে পড়ে গেলাম।

তবুও হাল না ছেড়ে শুয়ে দু'হাতে অটোমেটিকটা শক্ত করে ধরে পলাতকের উদ্দেশে গুলি ছোটাতে লাগলাম।

প্রথম দুটো ফসকে গেলেও তৃতীয়টা ফসকালো না। দূর থেকে 'আঃ' করে একটা আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম।

এমন সময় আমার মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে একটা বুলেট ছুটে গেল।

এতক্ষণ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওই দুজন লোকের কথা। যারা নাকি আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।

আমি চোখের পলকে শোলমাছের মতো পিছলে অন্ধকার খাদে নেমে গেলাম।

তারপর পিছু হটে নিজেকে নিরাপদ করলাম একটা গাছের আড়ালে গিয়ে। তবে যাবার আগে 'আঃ' করে মিথ্যে একটা আর্তনাদ করে যেতেও ভুললাম না। যাতে ওরা মনে করতে পারে ওদের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক অন্ধকার বিদীর্ণ করে হারিয়ে গেল।

তারপরই দেখলাম দুজন লোক রাস্তায় নেমে এসে টর্চের আলোয় কী যেন খুঁজছে।

বুঝলাম আমাকেই ওরা।

আমার আর্তনাদ ওদের কানে গেছে। তাই ওরা আমার হত বা আহত শরীরটাকে একবার দেখতে চায়।

এমন সময় অপরদিক থেকে আসা আরো একটি দ্রুতগামী ট্রাকের হেডলাইট ওদের গায়ে পড়তেই সুবিধে হল আমার। আমি সেই গাছের আড়াল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ওদের জন্য দুটি গুলি খরচ করলাম। দুটি গুলিই ওদের অসতর্কভাবে চোখের মাঝখানে গিয়ে লাগল ওদের।

দুজনেই লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর।

এদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রাক ও গতিক সুবিধের নয় বুঝে গতিবেগ একটুও না কমিয়ে ডেড বডির ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল।

সে এক বীভৎস দৃশ্য।

অমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। দেখে গা শিউরে উঠল আমার। নরকেও এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায় না বুঝি। রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরগুলো চাপা পড়লে যেমন পিচের ওপর থেঁৎলে যায়, ঠিক সেইভাবেই ওদের মুখ দুটো থেঁতো হয়ে পিচে কামড়ে একাকার হয়ে গেছে।

আমি কোনরকমে ওদের দেহ দুটো টেনে রাস্তার পাশে খাদে নামালাম। তারপর ওদের দুজনের দুটো রিভলবার আর টর্চ সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার শিকারের দিকে। নিশ্চয়ই পথের ধারে কোথাও বাইক নিয়ে মুখথুবড়ে পড়ে আছে সে।

আমি টর্চ না জ্বেলে অন্ধকারেই গাছপালার ছায়ার আড়ালে এগোতে লাগলাম।

এখানে পথের দু'পাশে বনজঙ্গল পাহাড় বা ফাঁকা মাঠ কী যে আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। চারদিকেই অন্ধকার আর অন্ধকার। এই অন্ধকারে অভিযান করতে গিয়ে বার বার বেচারী নীতার কথা মনে পড়তে লাগল আমার।

রেলের দুজন লোক নিহত হলেও আসল লোককে তো ধরতে পারলাম না।

আর ওমঃ? যাকে উদ্ধার করতে এখানে আসা সেই বা কোথায়?

পাছে ওমের কোন ক্ষতি হয় সেই ভয়ে আমি পুলিশকে পর্যন্ত কিছু না জানিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু যে ভয় করলাম তাই হল। অর্থাৎ আমি অনেক বুদ্ধি ধরেও বেলচেস্টারের বুদ্ধির প্যাঁচে চমৎকারভাবে প্রতারিত হলাম। মন মেজাজ দারুণ খিঁচড়ে গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে নিজের মাথার চুল নিজেরই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল।

কেন যে অমন বোকামি করলাম। অথচ এছাড়া উপায়ই বা কী ছিল?

আমি বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পরও সেই মোটর বাইক কিংবা আহত কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবে এখানে এক জায়গায় বড় বড় কয়েকটি পাথরের আড়াল রয়েছে দেখলাম। যেখানে স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করা যায়। আমি এইরকম একটি পাথরের আড়াল বেছে নিয়ে টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগলাম।

না, কোথাও কিছু নেই।

তবু প্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে এক হাতে অটোমেটিকটা শক্ত করেই ধরে রইলাম। বলা যায় না, আমার গুলিতে বেল যদি সত্যিই না মরে থাকে তাহলে আহত সিংহ সে. আমার জন্য সে অপেক্ষা করবেই। এবং অলক্ষ্য হতে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না সে.

যা ভাবলাম তা অবশ্য ঘটল না, যদিও তবুও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি সেই বড় বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে টর্চের আলোয় চারদিক লক্ষ্য করতে করতে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ টর্চের আলোয় এক জায়গায় কিছু রক্তের দাগ আমার চোখে পড়ল। সেই দাগ লক্ষ্য করে একটু এগোতেই দেখলাম আমার আনা সেই অ্যাটাচিটা একপাশে পড়ে আছে। আর তার পাশেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ওমপ্রকাশ। রক্তে ওর সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে।

আমি ছুটে গিয়ে ওর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম, "ওম!"

কোন সাড়া পেলাম না।

গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা না হলেও প্রাণহীন নিস্পন্দ নিথর দেহ।

আমার সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে গেল।

অ্যাটাচিটা চাবিসমেত পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে যা দেখলাম তা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখলাম হীরের নেকলেসসহ বেশ কিছু সোনার গহনা ও কয়েক বাণ্ডিল টাকা রয়েছে তাতে। যা আমি ওমের মুক্তিপণ হিসেবে অতদূর থেকে বয়ে এনেছিলাম।

এখন রহস্য এই, ওমের হত্যাকারী কে?

মোটর বাইকে চেপে আমার কাছ থেকে অ্যাটাচিটা আনতে কি ওমই গিয়েছিল ছদ্মবেশে? ওম কি তাহলে আমারই গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে? নাকি স্বয়ং বেলচেম্বারই ওমের হত্যাকারী? তা যদি হয়, ওমের হাত থেকে ওই অ্যাটাচিটা নিয়ে যেতেই বা সে ভুলল কেন?

আমার প্রথম চিন্তাটা অবান্তর। কেননা ওম ছদ্মবেশে আমার কাছে কিসের স্বার্থে আসবে এবং কেনই বা আসবে? আমি গুলি করেছিলাম পেছনদিক থেকে, কিন্তু ওমের আঘাত বুকে। তাছাড়া আমার গুলিতে ওমের মৃত্যু হলে বাইকটাও কাছাকাছি পড়ে থাকত।

এখন ভাবা যেতে পারে ওম কোনরকমে বেলের খপ্পর থেকে নিজেকে উদ্ধার করে এখানে এসে লুকিয়ে থাকে এবং আমার গুলিতে আহত বেল এইপথে আসার সময় ওম তাকে আক্রমণ করে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নেয়। এইসময়ই বেলের গুলিতে ওম নিহত হয়। কিন্তু ওমের আঘাতে বেল এমনই আহত হয় যে এখান থেকে পালাবার সময় এই অ্যাটাচিটা নিয়ে যাবার মতো মনোবলও সে হারিয়ে ফেলে। অথবা এর ভেতরে যা কিছু আছে তার সবই নকল। আবার এও হতে পারে, হয়তো অদূরেই কোথাও বেলের মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে আছে।

যাই হোক, আমি নিজেকে বিপন্ন করবার জন্য আর এই অচেনা জায়গায় অযথা অনুসন্ধান করতে না গিয়ে নিকটবর্তী থানায় আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করলাম। তারপর অ্যাটাচিটাও জমা দিয়ে ভোরবেলা বাঁচী হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাড়ি ফিরেই আমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম নীতাদের মার্বেল প্যালেসে গেলাম। রাতারাতি একটি পরিবার যে কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম আমি। এই সাদা বাড়ি যে একদিন কালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে তা কে জানত।

নীতাদের বাড়ি এখন পুলিশের হেফাজতে।

পুলিশ তালা খুললে বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

এরপর অনুসন্ধিৎসু চোখে তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজতেই একসময় পেয়ে গেলাম আমার ঈপ্সিত বস্তুটি। অর্থাৎ নীতার ডায়েরিটা। যেটা এইবছরই আমি আমার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিয়েছিলাম নীতাকে।

সোফায় বসে ডায়েরির পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। প্রবল উত্তেজনায় কপালে ঘাম দেখা দিল আমার।

নীতা লিখেছে...'বাবা তো চিরকালই ওইরকম। অত ভালোমানুষ, তবু কেন ওইসব করে বেড়ান তা জানি না। আমাদের কী টাকার অভাব?

'এতদিন জানতাম বেলচেম্বার মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন শুনছি সে জীবিত। তাহলে উপায়? ওর মৃত্যুসংবাদ কি তাহলে ভুল প্রচারিত হয়েছিল? দাদার মুখে শুনলাম, বেল নাকি আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখন জন হেনডরিক নাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। বাজাবাপ্পার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে সে।'

এরপর আবার কয়েকটি পাতা উল্টে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম—

'বেল আমাদের চিরশত্রু। শয়তানটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একবার ও আমাকে দুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। ওঃ, সে কী কষ্ট। তারপর প্রচুর অর্থ এবং বাবার স্মাগলিং বিজনেসের পার্টনারশিপের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দেয়। বেলের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার পর ভেবেছিলাম বাবা হয়তো একটু শোধরাবেন, কিন্তু না, দিনের পর দিন বাবা আরো বেশি অর্থ-লোলুপ এবং আরো অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে লাগলেন। অথচ দাদা কত ভালো। কিন্তু ইদানীং দাদাকেও

আমার সন্দেহ হচ্ছে। দাদা কেন যে জেনেশুনে বেলের এলাকায় যায়? তবে কী...?'

অপর একটি পাতায় লেখা আছে—

'ইদানীং অম্বরদার এই বাড়িতে আসা-যাওয়াটা বাবা খুব একটা ভালোর চোখে দেখছেন না। যেদিন থেকে অম্বরদা গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন সেদিন থেকেই বাবা অম্বরদাকে এড়াতে চাইছেন। অম্বরদার সঙ্গে বেশি কথা বললে বাবা আমাকেও বকেন। বাবার ধারণা, আমি হয়তো কথায় কথায় আমাদের গুপ্তকথা অম্বরদাকে বলে ফেলব। অথবা অম্বরদা কথার প্যাঁচে আমার পেট থেকে কথা বের করে নেবেন। এত সোজা? উনি যতই কেন আপনজন হোন না, তবুও আমি কি এমন কাজ কখনো করতে পারি যার সুযোগ নিয়ে অম্বরদা বাবার হাতে হাতকড়া পরাবেন।'

ডায়েরির পাতায় আর এক জায়গায় লেখা আছে—

'দাদা আজ নিজের থেকেই বলল, আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছি বেলের দলে ভেড়বার। কেননা ওকে সরাতে না পারলে বাবাকে কনট্রোল করা যাবে না। বেলচেম্বার জেলরক্ষীদের গুলিতে মরেনি বাবা এ কথা জানতেন। কিন্তু আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি কখনো। যাই হোক, বেলকে আমি নিজের হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

ডায়েরির যে অংশটার ওপর এবার আমার নজর পড়ল তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। নীতা লিখেছে—

'ইদানীং দাদা খুব বিমর্ষ। প্রায়ই বলে, আমরা একটা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ছি নীতা। ভাবছি একবার অম্বরকে সব কথা খুলে বলি। আমাদের এই দারুণ বিপদে একমাত্র ওই হয়তো সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বাবার মুখ চেয়ে পারছি না। কেননা এই পাপচক্রে বাবা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে বাবাকে বাঁচানোর কোন রাস্তাই আর নেই। অথচ বাবার কিছু হওয়া মানেই আমাদের এই প্রতিপত্তি সব কিছুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এক এক সময় ভয় হয়, বেল বাবাকেই না খুন করে। তবে ও যে আমাদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তাই একটা অ্যাটাচিতে কয়েকটি নকল গয়না ও কিছু জাল নোট রেখে দিলাম। বেল হয়তো কোন না কোন সময়ে হয় তোকে, নয়তো আমাকে গুম করে কিছু মুক্তিপণ চেয়ে বসবে। আমি মনেপ্রাণে চাইছি ওই ভুলই ও করুক। যদি তোকে সরায়, তাহলে ওর মোকাবিলা আমিই করব। আর যদি আমাকে সরায়, তাহলে সোজা অম্বরের হাতে এই অ্যাটাচিটা তুলে দিয়ে সব কথা খুলে বলবি ওকে। ও নিশ্চয়ই তার পরের কাজটা খুব সুসংহত ভাবেই করবে এবং এবং আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে আমাদের।'

এরপর ডায়েরিতে অনেক কিছুই লেখা ছিল। সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক। আমার কোন কাজে লাগবে না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলাম, ওমপ্রকাশ দুঃসাহসিকতার জন্যই বেলচেম্বারের ফাঁদে পা দিয়ে ওর খপ্পরে পড়ে। তারপর ওদেরই সাহায্য নিয়ে পূর্বপরিকল্পনামতো নীতাকে এবং আমাকে ফোন করে। আমি মুক্তিপণ নিয়ে যাই।

সম্ভবতঃ এই মুক্তিপণ নিতে আসবার সময়ই সংঘর্ষ বাধে। এবং তখনই বেল হত্যা করে ওমকে। নাহলে ওমকে আমার হাতে তুলে দিয়েই বেল তার মুক্তিপণ আদায় করত। পরে আমার কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ফেরবার সময় আমার আক্রমণের আঘাতে সে বুঝতে পারে আমরা ওর মোকাবিলার জন্য তৈরী। অতএব অ্যাটাচির মধ্যে যা কিছু আছে তা আসল নাও হতে পারে। এবার সে ওই পাথরের আড়ালে এসে ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং ভুয়া মাল বুঝতে পেরেই ফেলে দিয়ে চলে যায়। —এসবই আমার অনুমান। কেননা এছাড়া অপর কোন সিদ্ধান্তেই বা আসতে পারি আমি?

এ তো গেল একদিক।

কিন্তু বেল? বেলের কী হবে?

জেল-পলাতক এই নৃশংস কয়েদী একবার পালিয়ে বাঁচলেও বার বার কি সে অপরাধ করে পার পাবে? না, তা হয় না। হতে পারে না। এবং আমার মনে হয়, এবারে সে বেশিদূরে পালাতেও পারবে না। তার কারণ আমার গুলির জবাবে যে করুণ আর্তনাদ তার শুনেছি তা অভিনয় নয়। প্রাণে না মরলেও বেশ ভালোরকমই জখম হয়েছে সে। এতএব গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ডাক্তার বা হাসপাতালের শরণ তাকে নিতেই হবে।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নীতার হত্যাকারী তাহলে কে? নীতার মৃত্যুর সঙ্গে বেলের কি সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে? আমার তো মনে হয় না।

তবে কে? কে তাহলে নীতার হত্যাকারী?

পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে হত্যাকারীকে ধরবার জন্য। আমিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যে ভাবেই হোক, নীতার হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বার করবই।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরের কথা।

পুলিশের ফোন পেয়ে সোজা চলে এলাম মার্বেল প্যালেসে। কুন্দনপ্রকাশ মার্কিন ফিরে এসেছেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত কর্মঠ বলিষ্ঠ মানুষটির আজ এ কী দশা। দেখে চেনবারও উপায় নেই। হতাশ হয়ে সোফায় গা এলিয়ে পড়ে আছেন।

স্ত্রী গত হয়েছেন বহুদিন।

দুটিমাত্র সন্তান। দুর্ভাগ্য তাদের দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে অকালে। নিয়তির পরিহাসে আজ তিনি সর্বহারা।

আমি আগের মতোই কাছে এসে বললাম, "কাকাবাবু, সব শুনেছেন তো? এত দেরি করে এলেন কেন আপনি?"

একটা অবরুদ্ধ কান্না যেন বুকে ফেটে বেরিয়ে এল কুন্দনপ্রকাশের। ওইরকম একজন মানুষ যে কাঁদতে পারেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বললেন, "কী থেকে কী হয়ে গেল আমার। ওমকে হারালাম, নীতাকে হারালাম। কিন্তু এভাবে যে হারাবো তা আমি ভাবতেও পারিনি। শয়তান বেল আমার সর্বনাশ করে চলে গেল!" বলে একটু থেমে, হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্দনপ্রকাশ। আমার চোখের দিকে চোখ রেখে

বললেন, "পারবে? পাববে তুমি ওই শয়তানটাকে ধরতে? শুধু তুমি নও, যে পারবে আমাব ছেলেমেয়ের হত্যাকারীকে ধবে দিতে, তাকেই আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেবো।"

আমি আমার সঙ্গে আসা পুলিশেব লোকেদের বললাম, "আপনারা যান। মিঃ মাকিনের সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তা হবে।"

ওরা চলে গেলে কুন্দনপ্রকাশকে বললাম, "যদি আমিই ধরে দিই সেই হত্যাকারীকে, তাহলে?"

"তাহলে তোমাকেই দেবো। তাছাড়া তুমি তো আমার ছেলের বন্ধু। নীতার দাদা। এখন তুমি ছাড়া আমাব কে আছে বলো। হত্যাকাবী ধরা পড়লেই আমি সব তোমার নামে লিখে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব।"

"সে কি।"

"হ্যাঁ। এই বাড়িতে আব আমাব মন টিকছে না। ওদের হাবিয়ে আর আমি কিছুতেই থাকতে পাবছি না এ বাড়িতে। এখানকাব সর্বত্রই যে ওদেব স্মৃতিতে মাখা।"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "তা অবশ্য ঠিক, এখানে আর থাকা যায না।"

"এখানে থাকলে আমি পাগল হযে যাব অম্বর।"

"এ বাড়িতে আজকাল আপনি এমনিতেই তো খুব কম থাকতেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ব্যবসার কাজে আমাকে সবসময় বাইবে বাইবে থাকতে হোত।"

"কিসেব ব্যবসা আপনাব?"

"পেট্রলেব। কেন আমাব পেট্রল পাম্প তুমি দেখোনি?"

"শুধুই কি পেট্রলেব? তাব সঙ্গে আব কিছুব নয়?"

"আর কিছুর। আব কিসেব হবে?" বলে কুন্দনপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, "নীতা কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"না। কাবণ সে চাযনি আমাব হাত দিযে তাব বাবাব হাতে হাতকড়া পড়ুক।"

কুন্দনপ্রকাশ সন্দিগ্ধ চোখে আমাব দিকে তাকালেন।

আমি সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললাম, "তবে অন্যসূত্রে আমি সবকিছু জেনেছি।"

ভযে কুন্দনপ্রকাশেব মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "ভয নেই কাকাবাবু, নীতার ইচ্ছা আমি পূবণ কবব। তার বাবার হাতে হাতকড়া পবাবো না। তবে তাব হত্যাকাবীকে আমি ধরবই।"

কুন্দনপ্রকাশ বললেন, "হ্যাঁ, ধরো। আর যা কিছু সব আমি তোমাকে দিযে দেবো। এই মার্বেল প্যালেসটাই তোমাব নামে লিখে দেবো আমি।"

আমি হেসে বললাম, "এত বড় প্যালেস নিয়ে আমি কী করব? নিজেকে বিক্রি কবেও যে এর ট্যাক্স দিতে পারব না!"

"তবু দেবো।"

"তাব প্রয়োজন হবে না। কারণ কোন প্রাপ্তির বিনিময়ে আমি আমাব বোনের হত্যাকাবীকে ধবতে চাই না। শুধু কর্তব্য এবং মনুষ্যত্বেব খাতিরে তাকে ধরব। তবে কিনা ধবেও সেই হত্যাকাবীকে ছেড়ে দেবো আমি।"

"তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পাবছি না। তোমার কথার ঘেবও পাচ্ছি না আমি। তুমি কী বলতে চাও ঠিক করে বলো তো?"

"আমি বলতে চাই তাকে ধবেও আমি পুলিশেব হাতে তুলে দেবো না। ফাঁসিব মঞ্চে ওঠাবো না। শুধু তাব শাস্তি তাকে নিজেকে দিয়েই দেওয়াবো।"

"আমাব সব কিছু কিবকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"ও কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকাবাবু, নীতাব মুখ চেয়ে আপনি আমাব একটা অনুবোধ বাখবেন?"

"বলো কী অনুবোধ? নিশ্চয়ই বাখব আমি।"

"ঠিক তো?"

"তোমাকে কথা দিলাম।"

"তাহলে যে পিস্তল দিয়ে আপনি নীতাকে খুন কবেছেন, সেই পিস্তল দিয়ে আগে নিজেকে শেষ করুন আপনি।"

"তাব মানে? কী বলতে চাও তুমি?"

"আমি বলতে চাই আপনি এই মুহূর্তে স্যুইসাইড করুন। অবশ্য তার আগে আপনাব অপবাধেব কথাটা স্বীকাব করে একটা কাগজে কিছু লিখে বাখুন আপনি।"

"এ তুমি কী বলছ?"

"হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনাব ভালোব জন্যই বলছি। বিবেকেব দংশনে তিল তিল করে জ্বলে মবাব চেয়ে, ফাঁসি দড়িতে দীর্ঘ প্রতীক্ষাব পব লম্বা হয়ে ঝোলাব চেয়ে এটা অনেক বেশি আবামেব হবে। কপালেব মাঝখানে নলটা একবাব ঠেকিয়ে দিলে ট্রিগাবটা একটু টিপে দেবেন শুধু। দেখবেন এত উৎকণ্ঠা, এত জ্বালা সব কেমন নিমেষে জল হয়ে যাবে। একটু কিছু লিখে বেখেই এ কাজ করুন। এতে পুলিশেবও হয়বানি বন্ধ হবে, আপনিও বেহাই পাবেন। অযথা জেলেব ঘানি তো টানতে হবেই না, ববং আপনাব আদরেব মেয়ে নীতাবও আত্মাব শান্তি হবে।"

ঘবেব মধ্যে সূচ পড়লেও তখন বুঝি শব্দ শোনা যেত। সে কী দারুণ নিস্তব্ধতা। দেওয়ালেব ঘড়িটা শুধু টিক টিক করে বেজেই চলেছে।

কুন্দনপ্রকাশ মড়াব মতো মুখ করে বললেন, "এ তুমি কী বলছ অম্বব। আমি আমাব আদবেব নীতাকে খুন কবেছি।"

"হ্যাঁ।"

"কোন বাবা কখনো পাবে তাব সন্তানকে এইভাবে হত্যা কবতে?"

"না।"

"তাহলে? এই সত্য তুমি কখনো প্রমাণ কবতে পারবে?"

"না। তবুও আমি আপনাকে এই কাজই করতে বলব। আমি জানি, সবাই জানে, কোন বাপ কখনোই তার সন্তানকে সুস্থমস্তিষ্কে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু মিঃ মাকিন, ভুলে যাবেন না, আমি আপনার ছেলের বন্ধু হলেও একজন গোয়েন্দা। নীতা যখন আপনার গুণের কথা আমাকে বলতে যাচ্ছিল, আপনি তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি গুলি চালানোর ফলে অথবা নীতা ঝুঁকে পড়ায় দৈবাক্রমে গুলিটা আমাকে না লেগে নীতাকে, অথবা একটি বোলতার হুল ফোটায় আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেটা নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা। দিস ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।"

"তুমি ভুল করছ অম্বর, নীতার যেদিন মৃত্যু হয় আমি সেদিন পানজিমে, অর্থাৎ গোয়ায়।"

"না, আপনি সেদিন হঠাৎই এখানে এসে পড়েছিলেন। আপনি খুন করতে আসেননি, কিন্তু আপনি না এলে নীতা মরত না। আপনি ওর নিয়তি।"

"অসম্ভব।"

"সেদিন আপনি বাড়িতেই ছিলেন এবং লুকিয়ে ছিলেন। ওমের খবর শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন আপনি। তবে নীতার মুখ থেকে যখন শুনলেন আমি যাচ্ছি মুক্তিপণ নিয়ে, তখন অবশ্য আপনি একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমি মুক্তিপণ নিয়ে চলে গেলেই আপনি অনুসরণ করবেন আমাকে। তারপর গোলার মোড়ে লেনদেন হবার পর আমার জন্য একটি বুলেট খরচ করে আপনার পথের কাঁটাকে আপনি সাফ করবেন। কিন্তু আপনি আমাকে কেন আপনার পথের কাঁটা ভাবতেন? আমি কিন্তু ভুলেও কখনো সন্দেহ করিনি আপনাকে। তাছাড়া রোজ নয়, আমি তো সপ্তাহে মাত্র একটি দিন আসতাম আপনার বাড়িতে।"

"কী যা-তা বলছ তুমি?"

"আমি বলছি না, নীতার ডায়েরি বলছে। মৃত্যুর দিন দুপুরেও ডায়েরি লিখেছে নীতা।"

"কী লিখেছে?"

"ও যা লিখেছে তা আপনাকে অবশ্যই পড়ে শোনাব।" বলে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে নীতার ডায়েরিটা বার করলাম। নীতা লিখেছে, "রোজ রাত্রে শোবার সময় আমি ডায়েরি লিখি। আজ দুপুরেই লিখছি। আমার মনে হচ্ছে, বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের দু' ভাইবোনকেই হয়তো আত্মাহুতি দিতে হবে একদিন। আজ হঠাৎ বাবা ফিরে এসেছেন। দাদার খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে।'

'কেন বাবা?'

'ওম যে বেলকে শেষ করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, বেল সেটা টের পেয়েছে।'

'সে কী! তাহলে উপায়?'

'একে আমি নেই, তাব ওপরে শিকার তার হাতেব মুঠোয়। অতএব কী হবে ভাবতে পারিস? যাক, ঠিক আছে, আমি যখন এসে পডেছি তখন আমি নিজেই যাবো ছদ্মবেশে। যে মুহূর্তে বেলের হাতে অ্যাটাচিটা তুলে দেবো, ঠিক তার পবমুহূর্তেই শেষ করব তাকে। তাতে অবশ্য আমি নিজেও পাব পাবো না, তবু ছেলেটা তো বক্ষা পাবে।'

'কিন্তু বাবা, বেল যদি নিজে না এসে অন্য কাউকে পাঠায?'

বাবা একটু চিন্তা কবে বললেন, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পাবে। তাছাড়া—'

'তার চেযে তুমি এখানেই আমার কাছে থাকো। আমি ববং অম্বরদাকে পাঠাই, অম্বরদা নিশ্চযই অবস্থাটার মোকাবিলা কবতে পাববে।'

বাবা একটু যেন ভবসা পেযে বললেন, 'অম্বরকে পাঠাবি? পাঠা। তবে ভুলেও যেন আমাদের ভেতবেব কথা কিছু ফাঁস কবিস না ওব কাছে। আমি জডিযে পডব তাহলে।'

'বেশ তাই হবে। তবে আমাব মনে হয, এখনো সময আছে। অম্বরদাকে সব কথা খুলে বলা উচিত। অম্বরদা নিশ্চযই এই চক্রান্তেব জাল থেকে আমাদেব উদ্ধার কবতে পারবে।'

'খবরদাব! তুই কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাস?'

অগত্যা আমি বাবাব কথাতেই বাজি হলাম। কিন্তু আমাব মন বলছে, মুক্তি পেলেও আমাব দাদা ফিরতে পাববে না। বাবাও পাব পাবেন না বেলেব হাত থেকে। আব আমি? বাবা-দাদাব অবর্তমানে আমাকেই কি ছেডে দেবে সে? তাই ভাবছি সব কথা অম্বরদাকে আমি খুলে বলবই। অবশ্য বলবাব সুযোগ যদি না পাই, তাই সব কথা এই ডাযেবিতেই লিখে বাখলাম।"

এই পর্যন্ত বলে আমি বললাম, "আপনি কি আরো প্রমাণ চান?" পকেট থেকে ডট পেনটা বাব কবে বললাম, "এই নিন আপনাব রুমাল। এই আপনাব ডট পেন। তাডাতাডিতে আপনি ফেলে গিযেছিলেন সেদিন। আব আপনাব জুতোব ছাপ, সেটা আছে পুলিশেব কাছে। আমাব কাছে আছে একটা মবা বোলতা। যেটাকে আপনি পা দিয়ে টিপে মেবেছিলেন। এব পরও কি বলবেন, আপনি নীতাব হত্যাকাবী নন? আমাব দিকে তাক কবে গুলিটা ছুঁডেই, ধরা পডবাব ভযে কোনদিকে না তাকিযে আপনি পেছনেব দবজা দিয়ে পালিয়ে গিযেছিলেন। তাবপব আমাব আগেই গোলাব মোডে পৌঁছে আমাব জন্য অপেক্ষা কবছিলেন, আমার সঙ্গে চবম মোকাবিলা কববাব জন্য। কিন্তু যখন দেখলেন বেল মুক্তিপণ নিতে এল, কিন্তু সঙ্গে আপনাব ছেলেকে নিযে এল না, তখন আপনাব মধ্যেই আব আপনি ছিলেন না। আতঙ্কে ভয়ে অন্যবকম হযে গিয়েছিলেন। একে তো মেয়েকে নিজেব হাতে খুন কবেছেন, তার ওপব ছেলেবও হদিশ নেই। কাজেই আপনি তখন আঁর কাউকে হত্যা না কবে নিজেব ছেলেকে উদ্ধাব করবার জন্যই পাগল হযে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে বেলকে আমি আক্রমণ কবি। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। আমাব গুলি শুধু কাঁধে লাগে। বেল সেই অবস্থাতেই পালাতে

গেলে আড়াল থেকে আপনিও গুলি ছোঁড়েন। সে গুলি লাগে ওর পায়ে।"

মিঃ মাফিন একটিও কথা না বলে, কোনরকম প্রতিবাদ না করে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, "এই ঘটনার দশদিন পরে বেলকে ইউ. পি. পুলিশ গোরক্ষপুরের কাছে গ্রেফতার করে। বেল এখন পুলিশ হাসপাতালে খুব সঙ্গীন অবস্থায় আছে। কলকাতা পুলিশও এই ফেরারী আসামীর এতদিন বাদে একটা সঠিক সংবাদ পেয়ে খুব উল্লসিত। আপনার ছেলের হত্যাকারী তো ধরা পড়েছে, আশা করি আপনিও খুব খুশি হবেন এতে। এ কি, আপনি এরকম করছেন কেন? কী হল আপনার?"

কুন্দনপ্রকাশ মাফিন আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ধীরে ধীরে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়লেন। না, স্যুইসাইড নয়। ডাক্তার না হলেও যে কেউ বুঝতে পারে, এটা সেরিব্রাল থ্রম্বসিস। কী সাংঘাতিক পরিণাম।

এখন তো আমার হাসপাতালেই ফোন করা উচিত।

গোয়েন্দা তদন্ত



সে এক প্রচণ্ড দুর্যোগের বাত।

মৌড়িগ্রামে আমাব চার কাঠাব চৌহদ্দির মধ্যে নিজেব ঘরে বসে তন্ময় হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছি। অবশ্যই ভূতেব গল্প। কেননা রসিক লোকেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভূতের গল্প উদ্ভট হলেও বর্ষার বাতে এ ধরনের গল্প মনের মধ্যে বিশেষ

একটা ইমেজ সৃষ্টি করবে।

পাশেই কেরোসিন স্টোভে ছোট্ট একটা হাঁড়িতে খিচুড়ি বসিয়েছি। রাত এখন নটা পঁয়তাল্লিশ।

বাইরে প্রবল বর্ষণ।

এমন সময় ঘরের কোণ থেকে টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। বই মুড়ে রেখে উঠে গেলাম টেলিফোনের কাছে।

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, "হ্যালো। অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং...।"

"আমি ভোলা ট্যাণ্ডন কথা বলছি।"

"ভোলা। ও মাই গুড লাক...হাউ আর য়ু?"

"আমি খুব বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি ভাই।"

"কী হয়েছে?"

"আমার ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে।"

"সে কি।"

"হ্যাঁ। আমার নিচের তলার ফ্ল্যাটে রঘুবীর প্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন। আমি একটু দরকারী কাজে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে পুলিশে ফোন করেই তোমার শরণ নিচ্ছি। প্লিজ হেল্প মি!"

"পুলিশে ফোন করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমি গিয়ে কী করব? তুমি কি হত্যাকারীকে ধরতে চাও?"

"অফ কোর্স।"

"বেশ বসে বসে গল্পের বই পড়ছিলাম, দিলে তুমি মুডটাকে নষ্ট করে।"

"কী বই পড়ছিলে? হেডলি চেজ?"

"না, একটা ভূতুড় বই।"

"তা হোক ভাই, আমার জন্যে একটু কিছু করো তুমি। একটু কষ্ট করো। এ আমার ফ্ল্যাটের বদনাম।"

"কিন্তু...।"

"কোন কিন্তু নয়, প্লিজ। খুনী আমাদের হাতের মুঠোয়। যদিও সে এখন পলাতক, তবুও আমি আশা করি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে তোমার খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

"তার মানে খুনী তোমার পরিচিত?"

"হ্যাঁ। জয় বিশোয়াল নামে একটি ছেলে রঘুবীর প্রসাদের গৃহভৃত্য ছিল। সেই ছেলেটি এই খুনের পর রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। অতএব বুঝতেই পারছ, খুনী নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছে সে খুনী বলে।"

"স্ট্রেঞ্জ।"

"তোমাকে যেভাবেই হোক ছেলেটাকে খুঁজে বাব করতে হবে। ব্যাটা শয়তান, আমাব ফ্ল্যাটেব দুর্নাম করিয়ে দিল! এই ফ্ল্যাটে আর কেউ ভাড়া আসতে চাইবে? তাছাড়া রঘুবীব প্রাসাদেব মতো একজন ভালো লোককে...ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

"বেশ বহস্যময় খুন তাহলে?"

"তুমি বেডি থেকো। আমি গাড়ি নিয়ে তোমাকে আনবাব জন্য এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।"

আমি আব কিছু বলাব আগেই বিসিভাব নামিয়ে বাখাব শব্দ শুনতে পেলাম।

এই প্রচণ্ড দুর্যোগের বাতে ঘব থেকে বেবো.ত হবে শুনেই গায়ে জ্বব এলো। বই পড়তে পডতে এমনিতেই ঘুম নেমে আসছিল চোখে, ভাবছিলাম পেট ভবে গবম খিচুড়ি আব ডিমভাজা খেয়ে বেশ জমপেশ কবে তেড়ে একটা ঘুম দেবো, তাব জায়গায় এ কি উৎপাত। তাছাড়া ভোলাব ওখানে যাওয়া মানেই কথায় কথায় রাত কাবাব। অথচ ভোলাব আমন্ত্রণ এডানো যাবে না। ও আমাব দীর্ঘদিনেব বন্ধু। তার ওপর এই মৃত্যুটাও যখন স্বাভাবিক নয, তখন স্বভাবতই একজন গোয়েন্দা হিসাবে আমার একটা কর্তব্য আছে। একজন মানুষেব পৃথিবীবাস চিবদিনের জন্য মুছিয়ে দেওয়াব মতো সামাজিক অপরাধ আব কীই বা হতে পাবে। তাই আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তৈবী হয়ে ভোলার গাড়ি এসে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে লাগলাম।

প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করাব পব ভোলাব গাড়ি এল।

সেই গাড়িতে চেপে মধ্য কলকাতায় ওদেব ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম তখন অনেক রাত।

চারতলার এই ফ্ল্যাটেব সব ঘরেই ভাড়া আছে।

ভোলা নিজেও থাকে এই ফ্ল্যাটেরই দোতলায়।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থাকতেন রঘুবীর প্রসাদ।

সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে রুম নম্বব ওয়ানে আমি আসাব আগেই পুলিশ এসে তাদের কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে রঘুবীব প্রসাদের ঘবে ঢুকেই দেখলাম একটি সোফায আধশোয়া হয়ে রঘুবীর প্রসাদ শুয়ে আছেন। তাঁব মাথায় কোন একটি ধারালো অস্ত্রের ঘা দেওযা। প্রচুর রক্তক্ষরণের মধ্যে সে এক ভযাবহ দৃশ্যেব সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

রাত অধিক হওযাব জন্য এবং বৃষ্টিপাতের দরুনই সম্ভবত বাইবের লোকেব কোন ভিড় নেই সেখানে। শুধু ফ্ল্যাটের বাসিন্দাবাই পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করছেন। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ও ভয়-ভীতির ছাপ।

আমি তাঁদের উদ্দেশ করেই বললাম, "আপনারা যে যার ঘরে চলে যান। এখানে দাঁড়িয়ে কোন আলোচনা করবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমবাই আপনাদের ডাকব। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়ে এবং মহিলাদের এখানে একদম আসতে দেবেন না। কেননা এই সব দৃশ্য দেখলে তাদের মনে হয়তো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হবে।

বুঝেছেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জটলা থেমে গেল।

সবাই যে যার ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

এদিকে পুলিশ তার কাজ করতে থাকলে আমিও আমার কাজ শুরু করলাম। গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে যা কিছু দেখবার দেখে ভোলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "রঘুবীর প্রসাদ কি এখানে একা থাকতেন?"

ভোলা বলল, "হ্যাঁ, না, মানে জয় বিশোয়াল নামে ওনার এক চাকর এখানে থাকত।"

"প্রসাদজী কতদিন আছেন এ ফ্ল্যাটে?"

"তা ধরো বছর দশেক।"

"এই দশ বছর ধরে একা? ফ্যামিলি নেই ওনার?"

"হ্যাঁ, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই আছে। তারা মাঝে-মধ্যে আসে, থাকে। এই তো রঘুবীর প্রসাদের স্ত্রী এবং দুই ছেলে প্রায় মাসখানেক এখানে থাকার পর গত সপ্তাহে দেশে গেল।"

"কোথায় দেশ ওনার?"

"বিকানীরে।"

আমি আরো ভালো করে চারদিক দেখে এক জায়গায় একটি ছোট্ট জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।

সবার অলক্ষ্যে টুপ করে সেটি পকেটে পুরেই আবার প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, রঘুবীর প্রসাদ বিজনেসম্যান ছিলেন নিশ্চয়ই? কিসের ব্যবসা ছিল বলো তো?"

"হার্ডওয়ারের। ক্যানিং স্ট্রীটে দোকান আছে।"

'হুঁ' বলে আর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কাদায় রক্তের দাগে চারদিক প্যাচপ্যাচ করছে।

উত্তরের জানালাটা খোলা থাকায় জলের ঝাপটা ঢুকে ঘরের একদিক ভেসে যাচ্ছে।

আমি জানালাটা বন্ধ করতে করতে বললাম, "যে ছেলেটা এখানে কাজ করত তার নাম কি যেন বললে?"

"জয় বিশোয়াল।"

"ছেলেটা তাহলে পলাতক?"

"হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজ তারই।"

"কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, খুনী কোন্ জিনিসের সাহায্যে হত্যা করল প্রসাদজীকে? এই ধরনের খুন করে অস্ত্র লুকনোর বুদ্ধি রাখে না!"

ভোলা বলল, "তা ঠিক, তবে কী জান চ্যাটার্জী, খুনের পর ভয়ে খুনীর মনের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে প্রমাণ লোপের নানারকম ফন্দী তার মনের মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়। বিশেষ করে চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে। এনতার হিন্দী সিনেমা

দেখে! এসব কাজে পাকা তো সে হবেই।"

পুলিশ তখন বডি সবাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আর কিছু দেখতে চান?"

"না।"

"ডেড বডি নিয়ে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যান।" বলে ভোলাকে বললাম, "চলো, ওপরে চলো। তোমার ঘরে যাই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা গিয়ে একটু চা-টা খাই। খুনের কিনারা করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। পুলিশই ধরবে ব্যাটাকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঐ ব্যাটারই কাজ এটা।"

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে ভোলার ফ্ল্যাটে যখন প্রবেশ করলাম তখন মনে হল যেন স্বর্গে প্রবেশ করেছি।

কী চমৎকার সাজানো ঘর।

ভোলা ঘরে ঢুকেই ডাকল, "তপতী।"

পাশের ঘর থেকে ওর বউ হাসিখুশি মুখে বেরিয়ে এল। এসেই দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানাল আমাকে, "ভালো আছেন চ্যাটার্জীদা?"

"হ্যাঁ। তোমার বাচ্চারা ভালো আছে তো?"

"দু'টোকেই বোর্ডিং-এ দিয়েছি।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, বড় দুরন্ত হয়েছে। একদম বাগ মানাতে পারছি না।"

ভোলার বউ তপতী বাঙালী মেয়ে। আমারই আর এক বন্ধুর বোন। ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখছি। খুব ভালো মেয়ে। আগে দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না, এত গরীব ছিল। এখন ভাগ্যের জোরে মধ্য কলকাতার এই চমৎকার ফ্ল্যাটের মালিকানী। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। যাক, ঘরে ঢুকে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম, "আমাকে এই বাদলার বাজারে আর কিছু নয়, স্রেফ একটু চা অথবা কফি খাইয়ে দাও।"

তপতী সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা করতে রান্নাঘরে চলে গেল।

আমি আয়েস করে পায়ের ওপর পা তুলে বললাম, "আচ্ছা ভোলা, এইবার দু' একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। দাঁড়াও, তার আগে একবার বাথরুমের কাজটা সেরে আসি।"

"এক মিনিট। আলোটা জ্বেলে দিই।"

ভোলা সুইচ টিপলে আমি বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিতে গিয়েই কেমন যেন শিউরে উঠলাম। হঠাৎ রঘুবীর প্রসাদের সেই রক্তে ভাসা মুখখানা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে না থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার হাত পা যেন কাঁপছে।

ভোলা বলল, "কী হল চ্যাটার্জীদা?"

"কিছু না। হঠাৎ মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল!" বলে আবার সোফায় বসে বললাম, "আসলে ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে রাত্রিজাগরণ তো। তা যাক, আসল কথায় আসি।"

"বলো।"

"জয় বিশোয়াল প্রসাদজীর কাছে কতদিন ছিল?"

"অনেক দিন।"

"তবু?"

"আগের কথা বলতে পারব না, তবে প্রসাদজী ওকে সঙ্গে নিয়েই আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।"

"অ। তাহলে একেবারে নতুন নয়, পুরাতন ভৃত্য।" বলে কিছুক্ষণ পায়ের ওপর পা রেখে পা নাড়তে লাগলাম। তারপর বললাম, "পুরাতন ভৃত্যরা কিন্তু শুনেছি খুবই বিশ্বাসী হয়। সচরাচর তারা এরকম করে না।"

"এ ক্ষেত্রে তো করেছে।"

"এটা ব্যতিক্রম। অবশ্য কার মনে যে কখন কী মতলব আসে তা কেউ বলতে পারে না।"

"ব্যাপার কি জানো, যখন ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। কিছু বুঝত না। এখন বুঝতে শিখেছে। টাকাপয়সার মূল্য, জিনিসপত্তরের দাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছে। বিশেষ করে ওকে সন্ধেবেলা আমি ঘর গুছাতে দেখেছি।"

"আচ্ছা।"

"তবে বলছি কি? তার পরই খুন। এবং খুনের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি উধাও!"
"শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সিন্দুকটাও খালি।"

"সে কি।"

"তাহলেই বোঝো, আর কী সন্দেহের অবকাশ থাকে? খুন-টুন করে পাখি হয়তো এখন দিল্লি কি বম্বের দিকে উড়ছে।"

"কিন্তু ও ঘরে কোন সিন্দুক দেখলাম না তো আমি।"

"দেখনি?"

"না।"

"ওঃ হো, ওটা তো কভার দিয়ে ঢাকা ছিল। দেখবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"চলো তবে।"

আমরা নেমে এলাম। সব কাজ শেষ করে পুলিশ তখন যাবার উদ্যোগ করছে। আমি বললাম, "এক মিনিট।" বলে ভোলার সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম।

ভোলা ঘরের এক কোণে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখলাম সব ফর্সা। শূন্য সিন্দুক খাঁ খাঁ করছে।

"স্ট্রেঞ্জ!"

"এব ভেতবে টাকাপযসা সোনা-দানা সব কিছুই ছিল। কিছু না হলেও দশ বিশ হাজাব টাকা তো সব সময়ই থাকত প্রসাদজীব কাছে। তাছাড়া সামনেই প্রসাদজীব মেয়েব বিয়ে। প্রচুব গয়নাগাটিও সেই উপলক্ষে কিনেছিলেন তিনি। কিছু স্ত্রী এসে নিয়ে গেছে? কিছু ছিল। প্রসাদজীব স্ত্রী একটি বহুমূল্য নেকলেস পালিশেব জন্য এবং হীবে সেটিংয়েব জন্য বেখে গিয়েছিলেন। সেটিও নেই। জয় বিশোয়াল ছাড়া এই ঘবেব গোপন সামগ্রীব কথা কেউ জানত না। আমাদেব ঘবে জয় মাঝে মাঝে আসত এবং তপতীব কাছে বলত, তাই আমবা এসব জানি। অতএব বুঝতে পাবছ তো খুনী কে।"

"পাবছি। কিন্তু কিভাবে খুন হল সেটাই আমাকে দেখতে হবে।"

পুলিশেব লোকেবা বাইবে তখন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। তাই বললাম, "আপনাবা এবাব যেতে পাবেন। আমি বাকিটা তদন্ত কবছি।"

ওবা চলে গেলে আমি ভোলাকে বললাম, "আচ্ছা ট্যাণ্ডন, এবাব বল তো ভাই, তোমাব ফ্ল্যাটে মোট কতজন ভাড়াটে আছে?"

"তা ধরো টু-রুম ফ্ল্যাট তো, নিচে প্রসাদজী এবং সুকুলজী।"

"সুকুলজী!"

"হ্যাঁ, সামনের দিকে থাকে।"

"কি কবেন ভদ্রলোক?"

"ট্যাক্সি ড্রাইভাব। নিজেরই ট্যাক্সি অবশ্য। ইউ.পি.ব লোক। ওর পরিবারবর্গকে নিয়েই থাকে।"

"হুম। তোমবা থাকো দোতলায। তোমাব সামনেব ঘবে তো ডঃ ভট্টাচার্য থাকেন। খুবই ভদ্র। আলাপ হয়েছিল একবার।"

"শুধু ডঃ ভট্টাচার্য কেন? সত্যি কথা বলতে কি ভাই, আমাব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাবা প্রত্যেকেই খুব ভদ্র। তারা কেউই সন্দেহজনক নয। সুকুলজীই যা একটু নেশা-ভাঙ করে। তাছাড়া লোকটাব আর কোন দোষ নেই। এইসব খুনটুন—। ওবে বাবা, এ ওর পক্ষে একেবাবেই অসম্ভব।"

আমি হেসে বললাম, "ক্রিমিন্যাল কেসে—আমার অভিজ্ঞতায অসম্ভব বলে কিছু নেই।"

এমন সময় সিঁড়ির কাছ থেকে তপতীর কণ্ঠস্বব শোনা গেল, "মিঃ চ্যাটার্জী, আপনাব কফি রেডি।"

তপতী আমাকে কখনো মিঃ চ্যাটার্জী কখনো চ্যাটার্জীদা বলে। তপতীব ডাক শুনে ট্যাণ্ডনকে বললাম, "চলো। আবাব ওপবে যাওযা যাক।"

আমবা দু'জনে ঘবেব দরজায শিকল দিযে ওপবে উঠলাম।

ট্যাণ্ডন বলল, "তুমি ইচ্ছে কবলে আজ বাতে অথবা কাল সকালে এসে আমাব ভাড়াটিয়াদের জবানবন্দী নিতে পাবো।"

আমি হেসে বললাম, "তাব কোন প্রযোজন দেখছি না। দুই আব দুইয়ে চারের

মতোই হিসাব এখানে পাকা। এখন যে ভাবেই হোক জয় বিশোয়ালকে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

আবার ঘরে এসে সোফায় গা এলিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলাম। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি।

কফি খেতে খেতেই তপতীর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, "মেনি থ্যাঙ্কস। এই রকম একটি দারুণ মুহূর্তে কফি খাওয়ানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

তপতীও হেসে বলল, "ঠিক এই রকম অনুরোধ আমিও আপনাকে দিতে পারি, যদি অনুগ্রহ করে আপনি আজ রাতে আর বাড়ি ফিরে না যান।"

আমি হেসে বললাম, "আসলে ব্যাপার কি জান তপতী, আমি একটু বেলা অব্দি ঘুমোই। আর একা থেকে থেকে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার যে অন্য কোথাও রাত্রিবাস করাটা ঠিক পোষায় না। আমি শুধু তোমাদের আর দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই পালাব এখান থেকে। মনে হচ্ছে দুর্যোগও একটু একটু করে কেটে আসছে।"

ট্যাগুন বলল, "থাকতে পারতে আজকের রাতটা।"

"তুমি তো আমাকে জান ভাই। তবে কেন অনুরোধ করছ? তা যাক, তুমি তাহলে বলছ তোমার ভাড়াটিয়ারা মোটেই সন্দেহজনক নয়?"

"আমি এর আগেও বলেছি। এখনো বলছি। একেবারেই না।"

"তাহলে ঘুরেফিরে সন্দেহটা জয় বিশোয়ালের ওপরই পড়ছে। ওর দেশ নিশ্চয়ই ওড়িশা?"

"তুমি কী করে জানলে?"

"সারনেমই বলে দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ, ওড়িশায়।"

"ঠিকানা জান?"

"না ভাই। অন্যের বাড়ির চাকরের ঠিকানা কে করে জেনে রেখেছে বলো? তবে এটুকু জানি বালাশোর ডিস্ট্রিক্ট-এ ওর বাড়ি।"

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে এক সময় আমিই বললাম, "প্রসাদজীর বাড়িতে খবর পাঠানোর কি হবে?"

"আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটা টেলিগ্রাম করব। তাছাড়া পুলিশকে তো সব বলেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই খবর দেবে। সত্যি, কী দুর্ভাগ্য বলো তো? এই গত সপ্তাহে ওর বউ ছেলে দেশে গেল। সামনেই মেয়ের বিয়ে। আর এদিকে কী সর্বনাশ। এই জন্যই কোন স্থায়ী ঝি-চাকর বাড়িতে রাখতে নেই।"

"ঠিক আছে, কালপ্রিটটাকে খুঁজে বার করছি। কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় একটা মার্ডার হয়ে গেল অথচ তোমরা কেউ একটা আর্তনাদও শুনতে পেলে না?"

"কী করে শুনব? যা দুর্যোগ। সবারই ঘরের জানালা দরজা তো বন্ধ।"

"তবু রক্ষে যে তুমি টের পেয়েছ। নাহলে সারারাতেও কেউ জানতে পারতে না।"

"আমিও টের পেতাম না। দিব্যি ঘরে বসে রেডিওতে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান শুনছি। তপতী উল বুনছিল, হঠাৎ-ওই বলল, আচ্ছা নিচের ঘর থেকে যেন প্রসাদজীর চিৎকার শুনতে পেলাম।"

"সে কি! বলে রেডিও বন্ধ করে আর কিছু শোনা যায় কিনা তা শোনবার জন্য কান খাড়া করে রইলাম। তবুও তপতীর জেদাজিদিতেই নিচে নেমে গিয়ে দেখি সর্বনাশ কাণ্ড। সকলকেই তখন ডেকে দেখাই। থানায় ফোন করি। তোমাকেও জানাই।"

"ব্যস ঠিক আছে। এখন চলো তো, আর একবার ঘরটা দেখি।"

"এই নিয়ে তিনবার হবে।"

"একটা কথা আছে জানো তো, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই—।"

"সত্যি, তোমরা গোয়েন্দারা পারোও বটে! ধৈর্য বটে তোমাদের।"

"তুমি বিরক্ত হোচ্ছ না তো?"

"আরে না না। কী যে বলো। চলো।"

আমি তপতীকে বললাম, "আজ যাচ্ছি। কাল দুপুর অথবা সন্ধ্যায় আবার আসব। আমাকে আর একবার কফি খাওয়াতে রাগ করবে না নিশ্চয়ই।"

"তা করব না। তবে আপনার এই চলে যাওয়ার জন্য ভীষণ রাগ করব।"

আমি ট্যাগুনকে নিয়ে আবার প্রসাদজীর ঘরে ঢুকলাম।

এটা শোবার ঘর। ও পাশে কিচেন। তারপর বাথরুম।

আর সেদিকে যেতে গিয়েই দেখি হঠাৎ এক জায়গায় চাপ চাপ রক্ত।

এ ঘরে একটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হলেও এখানে এত রক্ত কী করে এল? তাই অবাক বিস্ময়ে ডাকলাম, "ভোলা! কুইক!"

ট্যাগুন ছুটে এলো আমার কাছে, "কী হয়েছে?"

"লুক দ্যাট।"

"এ তো রক্ত!"

"রক্ত, কিন্তু এত রক্ত এখানে কী করে এলো?"

"তাই তো!"

রক্তটা কিচেনের মধ্যেই চাপ চাপ বেশি। তারপর বিন্দু বিন্দু ধারায় বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছে।

বাথরুমের ভেতরেও রক্ত।

অথচ আর কোথাও নেই।

ট্যাগুন বলল, "আমার মনে হয় প্রথমে প্রসাদজীকে খুন করে বাথরুমে লুকিয়ে

রাখা হয়েছিল। তারপরে আবার যে কোন কারণেই হোক প্রসাদজীকে টেনে এনে সোফার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।"

"ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে সোফা পর্যন্ত একটু রক্তের ধারা তো মেঝেতে আশা করতে পারি।"

"পারো। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে জলের ঝাপটা এবং অত পুলিশের বুটের কাদায় সব তো মাখামাখি হয়ে গেছে ভাই।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "ঠিক।"

ভোলা বলল, "আর কিছু দেখবে?"

"নাঃ। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ঠিক আছে চলো। এখন তো বাড়ি ফেরা যাক। কাল সকালে ভেবেচিন্তে দেখব কতদূর কি সিদ্ধান্তে আসা যায়।"

ট্যাণ্ডনের গাড়ি আবার আমাকে যখন আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল তখন ভোর হতে আর দেরি নেই।

যদিও রাত শেষ করে ভোরের আগে বাড়ি পৌঁছলাম তবুও শোওয়া মাত্রই যত রাজ্যের ঘুম এসে চোখে ভর করল। কাল সারারাত ধরে যা সব দেখেছি তা দেখলে কোন সুস্থ এবং সাধারণ মানুষের চোখে ঘুম আসবে না। কিন্তু আমি ঐরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এতই অভ্যস্ত যে ওসবে আর মনের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

পরদিন প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে প্রসাদজীর ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা পকেট থেকে বার করে আর একবার নেড়েচেড়ে দেখলাম।

এটা আমার খুবই পরিচিত। তাই বিস্ময়ের ঘোরে বার-বারই নানারকম কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুতেই ভেবে পেলাম না এটা কি করে ওখানে যেতে পারে।

যাই হোক, আমি সেটা আবার যথাস্থানে রেখে সকালের কাগজটার দিকে মন দিলাম।

না, প্রসাদজীর খুনের খবর কোথাও এতটুকুও ছাপা হয়নি। হয়তো কাল হবে। অথচ এটা একটা দারুণ খবর।

আমি কাগজ রেখে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম, "হ্যাল্লো। লালবাজার!"

ওদিক থেকে উত্তর এলো, "ইয়েস।"

"একটু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে দিন না?"

অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন দিয়ে দিল।

"হ্যাল্লো। অমর চ্যাটার্জী স্পিকিং। ...কে। মিঃ কাঞ্জিলাল? কাল রাত্রে প্রসাদজীর ঐ খুনের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছি। তালতলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যেটার তদন্ত করা হয়েছিল ...কী বললেন? চাকরটাকে অ্যারেস্ট করার সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন? দেশের ঠিকানা পেয়েছেন ওর? আচ্ছা পায়ের ছাপ-টাপ কিছু পাননি? তাহলে? হ্যাঁ,

জানলাটা তো খোলা ছিল। জলের ঝাপটায় সব নষ্ট হয়ে গেছে? যাক প্রসাদজীর বাড়িতে একটা খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।" এই বলে বিসিভার নামিয়ে রেখে গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

কাল রাতের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলাম। অনেক রকম সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। প্রথমেই যেটা মনে হল সেটা হল খুনটা কখনই কাঁচা হাতের নয়। বরং বেশ পাকা হাতের। দ্বিতীয়তঃ খুনটা যদি কিচেনের মধ্যেই হয়ে থাকে তাহলে কিচেন থেকে লাশটাকে বাথরুম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাথরুমেও চাপ চাপ রক্ত পাওয়া গেছে। অথচ সোফার কাছ পর্যন্ত লাশটাকে টেনে নিয়ে যাবার পথে কোথাও এতটুকুও রক্ত নেই। ধরা যেতে পারে বাথরুমে অনেকক্ষণ ফেলে রাখার জন্য রক্তক্ষরণ শেষ হয়ে গেছে। তা যদি হোত তাহলে তারও অনেক পরে সোফাটা রক্তে ভেসে গেল কি করে? তৃতীয়তঃ খুনী লাশটাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে আবার কিসের স্বার্থে সেটাকে টেনে এনে সোফায় বসাবে? চতুর্থ সন্দেহ, যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসাদজীকে হত্যা করা হল সেটা ঘরের ভেতর নেই কেন? বিশেষ করে হত্যাকারী যেখানে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে পলাতক? হত্যাকারী কেন মারাত্মক অস্ত্রটিকেও বোঝা স্বরূপ নিয়ে ঘুরবে? পঞ্চম সন্দেহ, যেটা আমার মনে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেননা ঐ বাড়িতে খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভাবলেও গা-মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ভাবতে পারলাম না।

উঠে গিয়ে ডায়াল করলাম, "হ্যাল্লো?"

ওদিক থেকে তপতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম..."কে? মিঃ চ্যাটার্জী?"

"হ্যাঁ। ভোলাকে একবার ডেকে দাও তো?"

"কী হল হঠাৎ?"

"বিশেষ জরুরী দরকার।"

"একটু ধরুন, ও বোধ হয় বাথরুমে গেছে।"

ধরে রইলাম

একটু পরেই ট্যাগুনের গলার স্বর ভেসে এলো, "বলো। কী ব্যাপার।"

"তোমার গাড়িটা এক্ষুণি একবার পাঠিয়ে দাও। যত তাড়াতাড়ি পারো।"

"হঠাৎ?"

"বিশেষ দরকার।"

"এক্ষুণি পাঠাচ্ছি। কোন সূত্র পেলে নাকি?"

"সব বলব। এসব কথা ফোনে হয় না।"

আমি বিসিভার নামিয়ে রেখে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। উত্তেজনায় রগের শিরাগুলো জ্বলছে আমার।

তৈরী হয়ে একবার ফোন করলাম লালবাজারে।

ওদিক থেকে মি: কাঞ্জিলালেব গলা শোনা গেল. "কে, মিঃ চ্যাটার্জী? বলুন?"

"আপনি এখুনি কিছু পুলিস সঙ্গে নিযে মিঃ ট্যাণ্ডনেব ফ্ল্যাটে চলে আসুন!"

"কী ব্যাপার?"

"একটা চমৎকাব সিদ্ধান্তে আমি এসেছি।"

"ডোন্ট মাইণ্ড মিঃ চ্যাটার্জী, এটা আপনাব প্রথম পবাজয।"

"তাব মানে?"

"আপনি যে সিদ্ধান্তেই এসে থাকুন না কেন, হত্যাকারী এখন পুলিশ মর্গে।"

আমি বিস্মিত হযে বললাম, "কি রকম।"

"বঘুবীব প্রসাদজীব হত্যাকাবী জয বিশোযাল কাল বাতে খুন কবে পালাবাব সময আপনাদেবই হাওডাব বাকল্যাণ্ড ব্রীজে গাডি চাপা পড়ে মাবা গেছে।"

"বাকল্যাণ্ড ব্রীজে। ওখানে তো এখন গাডি চলাচল বন্ধ।"

"আবে মশাই, বাকল্যাণ্ড ব্রীজে মানে ওব পাশেই নতুন যেটা হল।"

"অর্থাৎ বঙ্কিম সেতুতে?"

"হ্যাঁ।"

"তাবপব?"

"তাবপব আব কি। গাডিব চাকায মাথাটা গুঁডিযে গেছে একেবাবে। সে এমনই বীভৎস দৃশ্য যে দেখলে শিউবে উঠবেন, চেনা যাচ্ছে না একদম।"

"তাহলে আপনাবা চিনলেন কী কবে?"

"আপনার বন্ধু ভোলাবাবুও সনাক্ত কবেছেন তাকে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ।"

এমন সময বাইবে মোটবেব হর্ন শোনা গেল।

আমি বিসিভার নামিযে রেখে চেঁচিযে বললাম, "যাচ্ছি।"

হাতেব সামনেই স্যুটকেসটা ছিল। সেটা চটপট গুছিযে নিযে আমাব অ্যাটাচিটাও যথাস্থানে নেওয়া হয়েছে কিনা দেখে বাইবে এসে দবজায তালা লাগালাম।

ট্যাণ্ডনের গাডি নিয়ে ওব ড্রাইভাব এসেছে। তাকে হেসে বললাম, "কী ব্যাপাব, বাবু খুব ব্যস্ত নাকি?"

"হ্যাঁ, বাবু তো পুলিশ-ঘর কবছে। কাল যা হযে গেল।"

"কাল আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি তো বাডিতেই ছিলাম। কিছুই জানি না আমি। বৃষ্টি-বাদলাব দিন দেখে বাবু বললে, আজ আর কোথাও বেববো না। তুমি আব মিছিমিছি কষ্ট কবো কেন? যাও তোমার ছুটি। তাই আমি বাডি চলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসে শুনি বাতাবাতি এত সব কাণ্ড হযে গেছে। অথচ বাবু বিশ্বাস করুন, জয বিশোয়াল যে এ কাজ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেটা খুব বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পাপেব পরিণাম কিরকম হাতে

হাতে পেয়ে গেল দেখুন!"

"সবই কপাল।" এই বলে গাড়িতে উঠতে গিয়েই বললাম, "এই যাঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে। আপনি এক কাজ করুন জগদীশদা, এই নিন চাবি। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে স্যুটকেসটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছি। আপনি ঘরে ঢুকেই দেখবেন ডানদিকে টেবিলের ওপর চামড়ার একটা স্যুটকেস রাখা আছে। সেটা নিয়ে আসুন। কিছু মনে করবেন না তো?"

"না না, কি মনে করব? আপনি কত বড় মানুষ। আমি সামান্য একজন...।"

জগদীশদা চলে গেলে আমি পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর গাড়ির পিছনে এসে ডালা তুলে দেখলাম স্যুটকেসটা ভেতরে রাখা যাবে কিনা। হ্যাঁ, ভেতরটা ফাঁকা। জগদীশদা স্যুটকেস নিয়ে এলে স্যুটকেসটাকে পিছনে রেখে ডালা বন্ধ করে গাড়িতে উঠলাম।

এরপর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্যাণ্ডনের ফ্ল্যাটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম নীচের ঘরে চাবি দেওয়া। এবং ওপরের ঘরে তপতী, ট্যাণ্ডন ও মিঃ কাঞ্জিলাল রীতিমতো খোশগল্পে মেতে উঠেছেন। তার ওপর আমি গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় আনন্দের আর অবধি রইল না।

ট্যাণ্ডন বলল, "তুমি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ ভাই. কালপ্রিট ধরা পড়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ফাঁসির দড়িটা ব্যাটার গলায় লটকাতে পারা গেল না।"

কাঞ্জিলাল বলল, "তা না যাক, তার চেয়েও অনেক বড় শাস্তি সে পেয়েছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা ব্যাটা মরে বাঁচিয়েছে আমাদের। কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জী?"

আমি হেসে বললাম, "আমি আর কী বলব বলুন? এরকম নাটক তো এর আগে আর কখনো দেখিনি।" তারপর তপতীর দিকে চেয়ে বললাম, "কালকের কথাটা মনে আছে নিশ্চয়ই?"

"কী কথা?"

"এক পেয়ালা কফি। এবং গরম গরম।"

"ওঃ হো। শুধু কফি কেন? আজ সারাদিন এখানে থাকতে হবে আপনাদের। আপনার এবং মিঃ কাঞ্জিলালের নেমন্তন্ন এখানে। গরম ভাত আর মুর্গির মাংস না খেয়ে যেতেই পারবেন না এখান থেকে।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ওরে বাবা, ওসব আজ নয়। আমাকে এক্ষুণি বর্ধমানের ট্রেন ধরতে হবে। আমি একেবারে তৈরী হয়ে বেরিয়েছি।"

"বর্ধমান। হঠাৎ?"

"দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। খুবই জরুরী। কাজেই যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দু'তিন দিন থাকতেও হবে। পরে এসে একদিন খেয়ে যাব। মিঃ কাঞ্জিলাল বরং..।"

"মিঃ কাঞ্জিলাল বললেন, "তা কি করে হয়? আপনার বন্ধুর বাড়ি, আপনি থাকবেন না, অথচ...। আমিও তাহলে পরেই খাবো।"

তপতী কফি নিয়ে এলে কফি খেয়েই উঠে পড়লাম।

ট্যাগুন বলল, "আমার গাড়ি তাহলে পৌঁছে দিক তোমাকে।"

আমি কাঞ্জিলালকে বললাম, "আপনার জিপ আছে তো?"

"হ্যাঁ, মোড়ের মাথায় রেখে এসেছি।"

"আমি আপনার জিপেই লালবাজারে যাবো। একবার ছোকরার লাশটা দেখে স্টিফেন হাউসে একটা কাজ সেবে ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো।"

ট্যাগুন বলল, "আমি কত আশা কবেছিলাম তোমাদের দু'জনকে আজ দম-ভোর খাওয়াবো।"

"তাতে কী হয়েছে? আমি তো তিন-চারদিন বাদেই আসছি।" এই বলে বিদায় নিলাম।

নীচে নেমে এসে ট্যাগুনেব অস্টিনেব পেছন থেকে আমার স্যুটকেসটাকে বার করে কাঞ্জিলালের জিপে উঠলাম।

জয় বিশোয়ালেব মৃতদেহটা দেখাব পর আমাব স্যুটকেসটা কাঞ্জিলালকে দেখিয়ে বললাম, "দেখুন তো এটা কিসের দাগ?"

কাঞ্জিলাল শিউরে উঠলেন, "এ কি! এ তো বক্তেব দাগ দেখছি।"

"ঠিকই দেখছেন। এই স্যুটকেসেব গাযে লেগে থাকা রক্ত আর জয় বিশোযালের শরীরের রক্ত এক কিনা একটু পবীক্ষা কবিয়ে দেখা যায কি?"

"কেন যাবে না?"

"খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু!"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জী। কী ব্যাপার বলুন তো?"

আমি এক চোখ টিপে এমন এক অদ্ভুতভাবে হাসলাম মিঃ কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে যে তার অর্থ তিনি একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পাবলেন।

কলিংবেলে মৃদু চাপ দিতেই ভেতর থেকে নাবীকণ্ঠের স্বর শোনা গেল, "কে।" তপতীর কণ্ঠস্বর।

আমি সাড়া না দিয়েই আবার বেল টিপলাম।

একটু দেরি করেই দরজাটা খুলল তপতী। তারপর আমাকে দেখেই চমকে উঠল। ট্যাগুনও অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

"ভেতরে আসতে পারি?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ট্যাগুন এবং তপতী দু'জনেই মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলল, "নিশ্চয়ই।"

ট্যাগুন বলল, "তুমি বর্ধমানে গেলে না?"

"না, গেলাম না। তবে হঠাৎ ফিরে এসে তোমাদের খুব বিব্রত করলাম না তো?"

"আরে না না। তবে তুমি খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছ। আব একটু পরে এলে আমাদেব পেতে না। একটু বেরোবার তোড়জোড কবছিলাম। কিন্তু তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে, কী হয়েছে তোমার?"

"কিছুই না। ববং আমারও তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন খুব অসময়ে তোমাদের এখানে এসে পড়েছি।"

"যাঃ, কী যে বলো।"

"দু'জনে ঝগড়াঝাঁটি কবছিলে না তো?"

"না না। লালবাজারে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। সত্যি, কী বীভৎস দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। যাক, একটা সিগারেট দাও তো?"

ট্যাণ্ডন ওব সিগাবেটেব প্যাকেট থেকে একটা দামী সিগাবেট বার কবে আমাব দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "আশ্চর্য। আমি যতদূব জানি তুমি সিগারেট খাও না।"

আমিও বিস্মিত হয়ে বললাম, "সত্যিই তো। আমি তো স্মোক কবি না। হঠাৎ এবকম খেয়াল হল কেন বল তো? আবে একি। ভোলা, তোমাব হাতেব আংটির ওপর যে দামী পাথরটা বসানো ছিল সেটা কোথায়?"

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ায় ট্যাণ্ডনও চমকে উঠল। ভয়ে ওব মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলল, "তাই তো! গেল কোথায় পাথবটা?"

"যেখানেই যাক, তুমি অত বিমর্ষ হয়ে পড়লে কেন ভাই।"

ট্যাণ্ডন বলল, "চ্যাটার্জী, আমাব হাত পা কাঁপছে। তুমি বিশ্বাস কবো. দামী পাথব বলে নয়, এই পাথরটা আমাদেব তিন পুরুষেব। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কাব আছে যে এই পাথব হাবানো মানেই একটা দারুণ বিপদেব মেঘ ঘনিয়ে আসা।"

"ওসব বাজে কথা। বিপদেব মেঘ তো কেটেই গেল ববং। আব তাই যদি ভাবো. তাহলে দেখ তো এই পাথরটা তোমাব আংটিতে লাগানো যায় কিনা।"

পাথরটা দেখেই চমকে উঠল ট্যাণ্ডন, "আবে। এ তো সেই পাথব। এ তুমি কোথায় পেলে?"

"কাল রাত্রে প্রসাদজীর ঘব থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ট্যাণ্ডন হাসির অভিনয় কবে বলল, "তা হবে। কাল তো দু'জনে ঢুকেছিলাম ঐ ঘবে। ঐ সময়েই হয়তো পড়ে থাকবে।"

"যখনই পড়ে থাকুক, তোমাব জিনিস তুমি ফিরে পেলে তো? আশা করি বিপদের মেঘ এবার কেটে গেল।"

ট্যাণ্ডন বলল, "না না, বিপদ আবার কী? তা যাক, কী খাবে বলো? গবম ভাত, মুর্গীর মাংস, আর কি? দই সন্দেশ নিশ্চয়ই চলবে?"

নাঃ, আজ ভাবছি কিছুই খাবো না। ওই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর আর কিছুই খেতে

মন চাইছে না। দু'দুটো মানুষকে এক রাতে যে ভাবে হত্যা করা হল তাতে—"

"চ্যাটার্জী।" প্রায় চিৎকার করে উঠল ট্যাণ্ডন, "কী বলছ তুমি! দু'দুটো খুন হবে কেন? জয় বিশোয়ালের কেসটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট!"

"না, জয় বিশোয়ালকেও খুন করা হয়েছে। এবং পরে তাকে নির্জন সেতুর ওপর ফেলে একটা মোটরের চাকায় বার বার পিষ্ট করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ওটা অ্যাক্সিডেন্ট। এখন যে ভাবেই হোক সেই অজ্ঞাত আততায়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

"অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তবে কিছুদিন আগে সুকুলজীর সঙ্গে জয়বিশোয়ালের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে—।"

"সুকুলজীকে তুমি কেন সন্দেহ করছ?"

"এ ছাড়া মোটর এখানে কারই বা আছে?"

"একটু মনে করে দেখবার চেষ্টা করো তো? মোটর কার কার আছে বা থাকতে পারে? আর একটা কথা তুমি এবার পরিষ্কার করে বলো দেখি, কাল রাতে ঠিক কী কী হয়েছিল? তুমি যখন আমাকে ফোন করেছিলে তখন বলেছিলে তুমি কি একটা দরকারী কাজে রঘুবীর প্রসাদের ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাও। পরে আবার আমাকে তোমার ঘরে কফি খাওয়ার সময় বললে রেডিও শুনতে শুনতে তোমার স্ত্রী হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তোমাকে নীচে পাঠায়। যে যুক্তিতে বর্ষার রাতে দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় তোমার অন্য ভাড়াটেরা প্রসাদজীর আর্তনাদ শুনতে পায়নি, সেই যুক্তিতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকা এবং ফুল ভল্যুমে রেডিও চলা সত্ত্বেও প্রসাদজীর আর্তনাদ তোমার স্ত্রী কি করে শুনতে পেল তা ভেবে পাচ্ছি না।"

ট্যাণ্ডন লাফিয়ে উঠল, "তার মানে তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?"

"বসো বসো, অত উত্তেজিত হয়ো না। যা ঘটিছিল ঠিক ঠিক বলো। আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা আমার কাছে লুকোচ্ছো। আচ্ছা বল তো, জয় বিশোয়াল রঘুবীর প্রসাদকে মার্ডার করে না হয় পালাল, কিন্তু সে যে তার যথাসর্বস্ব সিন্দুক ভেঙে পালিয়েছে তা তুমি জানলে কি করে? সিন্দুক তো ঘরের এক কোণে কভার ঢাকা থাকে। ও তো তোমার দেখবার কথা নয়।"

"তুমি বড় রহস্যময় হয়ে উঠছ। প্লিজ, একটু খুলে বলো কী তুমি বলতে চাও। আমার মনে হচ্ছে এই খুনের ব্যাপারে তুমি আমাকে জোর করে জড়িয়ে দিতে চাইছ।"

"আমি শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করছি তোমাকে। যাক গে, তোমার যখন শুনতে কষ্ট হচ্ছে তখন আগের কথাতেই ফিরে যাই। সুকুলজী ছাড়া তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে আর কার গাড়ি আছে বললে না তো?"

"আমি এই মুহূর্তে কিছু মনে করতে পারছি না।"

"তোমার নিজেরও তো একটা গাড়ি আছে!"

"আছেই তো। সেজন্যে কি ওই অপরাধের বোঝাটা আমাকেই মাথা পেতে নিতে হবে?"

"না না, তা কেন? আমি কিন্তু ঘটনাকে এইভাবে খাড়া করেছি। একটু মন দিয়ে শোনো তো, ঠিকমতো হয়েছে কিনা? কাল রাতে দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী বন্ধুর মুখোস পরে প্রসাদজীর ঘরে ঢোকে। সে এমনই এক বন্ধু যে প্রসাদজীর সিন্দুকের সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিল। তারপর সে বেশ মোটাসোটা কোন লৌহদণ্ড অথবা ভোঁতা কুড়ুল জাতীয় কিছু দি'য় সোফায় বসে থাকা প্রসাজীর মাথায় সজোরে এমনভাবে আঘাত করে যাতে টুঁ শব্দটি করবার একটুও সুযোগ না পায় প্রসাদজী। এবং তারপরই বন্ধুবর কিচেনে ঢুকে আতিথি সৎকারের আয়োজনে রত জয় বিশোয়ালকেও ঐ একইভাবে আক্রমণ করে। অপেশাদার খুনী লোভের বশবর্তী হয়ে কি করবে কিছু ভেবে না পেয়েই জয়কে টেনে বাথরুমে রাখে। তারপর সিন্দুক ভেঙে সব কিছু আত্মসাৎ করেই আগাগোড়া সমস্ত পাপ জয় বিশোয়ালের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টা করে। এবং সেই জন্যই মোটরের পেছনদিকের ডালা তুলে তাকে তার ভিতরে রাখে। পরে বর্ষণমুখব বাতে নির্জন বঙ্কিম সেতুর ওপর তাব প্ল্যান খাটায়।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সেই অজ্ঞাত আততায়ী আমি নিজে?"

"তা বলছি না। তবে তোমাব মোটরেব পেছনদিকে বেশ কিছু চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে।"

ট্যাণ্ডন চিৎকাব করে উঠল, "প্লিজ স্টপ! তুমি আগাগোড়া বন্ধুর মুখোস পরে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ। তুমি আমার সত্যিকাবের বন্ধু হলে এমনটি কি ভাবতে পারতে না আমাকে বিপদে ফেলার জন্য আমার গাড়িটা নিয়ে কেউ ওরকম করেছে?"

"আরে তাই তো আমি ভাবছি। নাহলে তো তুমি এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে?"

"সত্যি, সত্যি বলছ তুমি?"

"তুমি বড় ঘাবড়ে যাচ্ছো ভোলা। এত নার্ভাস হবার কী আছে?"

"আমার যে মাথা ঘুরছে।"

"এরকম সময়ে ওরকম হয়। কাল তোমার বাথরুমে ঢুকে বেসিনে রক্ত দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বাথরুমের এক কোণে তোমার রক্তমাখা জামাকাপড়ও আমি জড়ো করা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।"

তপতী হঠাৎ 'উঃ মাগো' বলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "এতক্ষণ তো আমি বকলাম, এবার তোমার কি বক্তব্য একটু শুনি?"

"বক্তব্য আমার একটাই। তোমার অনুমান ঠিক। হঠাৎ লোভের বশবর্তী হয়ে খুন আমিই করেছি। আমি তোমাকে অনেক টাকা দেবো চ্যাটার্জী, প্লিজ, এযাত্রা আমাকে বাঁচাও।"

"টাকা নিয়ে আমি কি করব ভাই? প্রসাদজীর মতো নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনব?"

"তা কেন? দু'হাতে লোককে বিলোবে। এই দেখ কত টাকা আমার।" বলেই খাটের ওপর বালিশের পাশে বেড-কভার ঢাকা স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রচুর টাকা আমাকে দেখাল ও।"

"ও টাকা নিশ্চয়ই প্রসাদজীর?"

"হ্যাঁ, আগে তাই ছিল। তারপর আমি নিয়েছিলাম। এখন ওসব তোমার। ওগুলো নিয়ে তুমি আমাকে রেহাই দাও।"

"আরে কী আশ্চর্য। প্রসাদজীর মেয়ের বিয়ে, ও টাকা আমি নিয়ে কী করব? তাদের টাকা তাদের ফেরৎ দিতে হবে না?"

"তার মানে তুমি আমাকে ফাঁসির দড়িতে লটকাতে চাও?"

"সেটা তো আদালত ঠিক করবে।"

ট্যাগুন হঠাৎ ওর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা রিভলবার বার করে তাক করল আমার দিকে। এত তাড়াতাড়ি এবং আচমকা যে আমি কিছু বার করবার সময়ই পেলাম না। ট্যাগুন রিভলবারটা আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল, "তাহলে জেনে রাখো বন্ধু, আজই তোমার শেষ দিন। কেননা যে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় এক রাতে দু'দুটো খুন করতে পারে তার কাছে তৃতীয় খুনটাও কিছু কঠিন নয়। সবাই জানে তুমি বর্ধমানে গেছ, কিন্তু আমি তোমাকে মেরে টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে হাওড়ার ব্রীজ থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেবো। অবশ্য এখনই নয়। গভীর রাতের অন্ধকারে।"

"বলো কী। কিন্তু ট্যাগুন তুমি বড়ই নির্বোধ। আমাকে মেরেও কি তুমি রেহাই পাবে ভেবেছ? আমার লাশ নিয়ে তুমি ঘর থেকে বেরোবে কী করে? একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখো, চারিদিকে থিক থিক করছে পুলিশ। তোমাদের মতন দুটি সোনালী মাছকে ধরাবার জন্য কি চমৎকার জাল আমরা পেতেছি দেখো। আর এই দরজাটা খোল, খুললেই দেখবে মিঃ কাঞ্জিলাল হাতে হাতকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তোমার জন্য।"

ভোলা ট্যাগুন আমার কপাল থেকে রিভলবারের নলটা সরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল আমার কথা সত্যি কিনা। দেওয়াল ঘড়িতে তখন টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না সেই দারুণ নিস্তব্ধতায়।

সুন্দর তদন্ত



ঘাটশিলায় আমি অনেকবাব গেছি। তবুও ঘাটশিলাব আকর্ষণ আমাব কমেনি। যত দিন যায়, ততই নতুন নতুন রূপে ঘাটশিলাকে দেখি। ঘাটশিলা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বহরাগোড়াটা কিছুতেই দেখা হয না। কি যে আছে সেখানে জানি না, তবে বহরাগোড়া নামটাব সঙ্গে একটা আরণ্যক পবিবেশ কল্পনা করি। চারিদিকে পাহাড়,

শালবন, মাঝে আদিবাসী অধ্যুষিত ছোট্ট একটি গ্রাম, এই নিয়েই হয়তো বহবাগোড়া। তাই বহরাগোডার আকর্ষণ আমার খুব।

রাত্রি তখন ন'টা। আমার মৌডিগ্রামের বাড়িতে ইজিচেয়াবে বসে মৌজ করে একটা বোমহর্ষক উপন্যাস পডছি, এমন সময় কলিংবেলটা বেজে উঠল। এত রাতে কে রে বাবা!

মৌড়িগ্রামে আমাব নিরালাবাসে বাত ন'টা অনেক রাত। সন্ধ্যেব পর থেকেই এখানে শেযালেব ডাক শোনা যায। কখনো দিনদুপুবেও ডাকে। এই অসময়ে কে আসে? যাই হোক, বই মুডে বেখে ধীবে ধীরে উঠে গিয়ে দবজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম—এ কি, পলাশবাবু!

পলাশবাবু আমাব দীর্ঘদিনেব বন্ধু। বযসেও দু'চার বছরেব বড। কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন।

"আসুন, ভেতবে আসুন।"

পলাশবাবু ঘবে ঢুকে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা বিছানায ছুঁডে দিয়ে আমাব সোফা কাম বেডে দেহটা এলিযে দিযে বললেন, "ভগবানকে ডাকতে ডাকতে আসছি, আপনার যেন দেখা পাই।"

বললাম, "আপনাব অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি। আপনি ভগবানকে ডেকেছেন এটা কিন্তু আমাব বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস করুন আব নাই করুন, সত্যিই ডেকেছি। সামনে চাবদিন ছুটি। এই গুমোট গরমে ঘরে থাকা অসম্ভব। আপনাবও ছুটি নিশ্চযই। তাই চলুন আজ বাতে অথবা কাল সকালে, দিন চাবেকেব জন্য কোথাও একটু কেটে পডি।"

"অসম্ভব।"

"প্লিজ। আমি উইথ ব্যাগ এ্যাণ্ড ব্যাগেজ ঘব থেকে বেবিযেছি, আপনি না গেলে আমি একাই যাব। অনুগ্রহ করে এই চারদিন আপনি আমাকে সঙ্গ দিন।"

"কিন্তু...।"

"কোন কিন্তু রাখবেন না ব্রাদাব। আপনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন ঘাটশিলা নিয়ে যবেন এই সুযোগ।"

"সবই বুঝলাম। তবে মুশকিলটা কি জানেন? এই ভয়ঙ্কব ভ্যাপসানি গরমে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবেন না। আর কোথাও গিযে যদি একটু খোলা মন নিযে খোলা হাওযায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেডাতে না পারি তাহলে ঘর থেকে বেবিযেই বা লাভ কি বলুন!"

"ভুলে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু ভাদ্রের শেষ। শবৎকাল।"

"ঠিক আছে। কিন্তু শরৎ কি এ বছব শবতের রূপে দেখা দিয়েছে? আকাশে মেঘেব ছিটেফোঁটা নেই। গুমোট গরম। অসম্ভব চড়া রোদ। তার ওপর নদীগুলো শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে দু'কূল ভরা।"

"বেশ, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। আপনি টাইম টেব্‌ল দেখুন। আজ রাতে ঘাটশিলা যাবার কোন গাড়ি আছে কিনা দেখে বলুন।"

আমি বললাম, "আরে মশাই, গেলে দুজনেই যাব। একা আপনি যাবেন কেন? তবে এই গরমে চড়া রোদ্দুরে একটুও ঘুরতে পারবেন না। সুবর্ণরেখায় নাইতে পারবেন না।"

"তবুও যাবো।"

"তাহলে আজকের রাত্রিটা বিশ্রাম নিন, কাল সকালেই যাব আমরা।"

"আঃ বাঁচালেন।"

আমি স্টোভ জ্বেলে চা বসালাম। পলাশবাবু ডিম খেতে ভালবাসেন, তাই দুজনের জন্য দুটো ডিমের ওমলেট আর চা।

পলাশবাবু বললেন, "আপনিও অবিবাহিত, আমিও বিয়ে করিনি। তবু মশাই আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। সরকারী চাকরি করেন। বেসরকারীভাবে গোয়েন্দাগিরি করেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু আমার জীবনটা বড়ই মিজারেবল। নিজে বিয়ে না করেও ভাইয়ের সংসার টানছি। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, যাদের জন্য সারাজীবন ধরে তিল তিল করে নিজেকে সার করলাম, তারাই এখন উপার্জন কম করি বলে আমাকে সন্দেহ করে। ওদের ধারণা আমি নাকি ইচ্ছে করে কম খরচ করি। আমার ব্যাঙ্কে যে ক'টা টাকা আছে, সেগুলো আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত ওদের শান্তি নেই। আমার ভাইপো বম্বে যাবে বলে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি দিইনি বলে আজ আমাকে কি অপমানটাই না করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন চ্যাটার্জীবাবু, এক এক সময় মনে হয় আমি স্যুইসাইড করি। যখন মরিশন কোম্পানিতে চাকরি করতাম তখন দু'হাজার টাকা মাইনে পেতাম। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে দু'হাজার টাকার দাম নেহাৎ কম ছিল না। তখন সব টাকা ওদের ধরে দিয়েছি। নিজের বলতে কিছু রাখিনি। এখন ছ'শো টাকা মাইনে পাই। পাঁচশো টাকা ওদের দিই, তাতে ওদের মন ভরে না। দুপুরে দুটি ভাত আর রাত্রে চারখানা রুটি খেতে দেয়। জলখাবার পাই না, চা পাই না। অথচ কোলে-পিঠে-বুকে করে মানুষ করেছি ওদের, তাই ছেড়েও যেতে পারি না। এ অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ কি বলুন। কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল, এই চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি। সামনে চারদিন ছুটি। এটাকে কাজে লাগাতে চাই। মনে হ'ল আপনার কথা, চলে এলাম তাই।"

আমি পলাশবাবুর দিকে ওমলেট আর চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও খেতে লাগলাম। খেতে খেতেই বললাম, "সব মানুষের জীবনেই একটা না একটা ট্র্যাজেডি আছে। আমারও যে নেই তা নয়, তবে এখন আমি মুক্ত। বিয়ে-থা করিনি, কারণ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিভিন্ন চক্রান্তের জালে যখন তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি, যাতে যে-কোন সময় জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই বেশ আছি।"

"তাহলে যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত তো?"

"এর পরে আর না বলি কি করে? আমি নিজেও একজন ভ্রমণরসিক লোক। ঘোরার ব্যাপারে আমার কোন ক্লান্তি নেই। চলুন দু'দিন ঘুরে আসি। রোদ্দুরের সময় বাইরে না বেরোলেই হ'ল।"

"আমার অনেক দিনের আশা ছিল ঘাটশিলা যাবার।"

"আমিও ঘাটশিলা থেকে একবার বহ্‌রাগোডা যাবার কথা ভাবছিলাম। চলুন এই সুযোগে বহ্‌রাগোড়াটাও ঘুরে আসি।"

"আপনি আমাকে যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাব।"

"সে আমি জানি এবং সেইজন্যই সঙ্গী হিসাবে আপনাকে পেলে আমার খুব আনন্দ হয়। তাছাড়া আপনার মানসিকতার সঙ্গে আমার মানসিকতাও মিলে যায়। আপনি আমাব উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী।"

গল্প করতে করতে এবং সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে।

ঠিক সাড়ে তিনটে নাগাদ এলার্ম বেজে উঠল।

আমবা উঠে মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা খেয়ে নিয়ে চললাম ট্রেন ধবতে। মৌড়িগ্রাম থেকে চাবটে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ নাগাদ হাওড়া যাবাব একটি লোক্যাল ট্রেন পাওয়া যায়। সেই ট্রেনে হাওড়া গিয়ে সকাল ছ'টা দশের ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরতে হবে। গাড়ি লেট না কবলে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব ঘাটশিলায়।

ঘাটশিলা।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে ঘাটশিলায় থামল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে দু'পায়ের রাস্তা হেঁটে মাড়োয়ারী ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ধর্মশালাটি মন্দ নয়। আলো পাখা তক্তাপোষ সবকিছুই আছে এখানে। দৈনিক ভাড়া পাঁচ টাকা।

যাই হোক, আমরা ধর্মশালায় ঘর নিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে স্টেশনের কাছেই একটি হোটেলে পেটভরে খেয়ে বহবাগোড়ার মিনিতে উঠলাম। উঃ, সে কি প্রচণ্ড গরম! গলগল করে ঘাম ছুটতে লাগল গা দিয়ে। মাথা ঘুরতে লাগল।

এক সময় মিনিবাস ছাড়ল। এইবাব একটু হাওয়া লাগল গায়ে। মিনিবাস ছেড়ে ফুলডুংরি পাহাড়ের পাশ দিয়ে কাশীদাব ওপর দিয়ে তামুকপাল ছুঁয়ে ক্রমশ ধলভূমগড়ের দিকে এগোতে লাগল।

স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল ক্রমশ।

যত যাচ্ছি ততই পাহাড়-জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। একজন সহযাত্রী আমাদের কথাবার্তা শুনে বললেন, "আপনারা আর বেড়াতে যাবার জায়গা পেলেন না মশাই? কী আছে কি বহরাগোড়ায়? মুঠোর মধ্যে ধবা যায় এমন একটি ছোট্ট গ্রাম ছাড়া কিছুই নেই সেখানে। তার চেয়ে আপনারা বরং ধলভূমগড়ে নেমে যান। অথবা নরসিংগড়ে। সেখানে পুরোনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলে অতীত স্মৃতিতে মন ভরে যাবে।"

পলাশবাবু বললেন, "কী কববেন তাহলে?"

বললাম, "কিছুই না। টিকিট কেটে উঠে যখন পড়েছি তখন বহরাগোড়ার চেহারাটা একটু দেখেই যাই। ভালো যদি না লাগে তাহলে এই বাসেই ফিবে আসব। আব হাতে সময় থাকলে নরসিংগডটাও ঘুবে আসব একটু।"

ভদ্রলোক বললেন, "খুব সময থাকবে। এখন ভাদ্র মাসের বেলা। তাছাড়া রাত ন'টা পর্যন্ত বাস চলে এই পথে।"

আর একজন সহযাত্রী বললেন, "আজকে ন'টা অব্দি চলবে না। আজ মহবম। অনেক বাস বন্ধ আছে আজকে।"

"তবু সন্ধে পর্যন্ত ঘুরলে একটা না একটা বাস পাবেনই। মিনি, টেম্পো, বাস– কিছু না পেলে লবীও আছে।"

আমি বললাম, "বাস রাস্তা থেকে নবসিংগডের বাজবাড়ি কতদূর?"

"সামনেই। দশ মিনিটেব পথ। যাকে বলবেন, সেই দেখিযে দেবে। তাছাডা আমি তো ওখানকারই লোক।"

পলাশবাবু বললেন, "তাহলে তো কথাই নেই। ফেবার বাস না পেলে আপনাব বাড়িতেই উঠব।"

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে বললেন, "সে সৌভাগ্য কি হবে আমাব? আপনাবা যদি আসেন তো বলুন, আমি আপনাদেব থাকাব ব্যবস্থা কবি।"

পলাশবাবু বললেন, "আমরা যাবোই, আপনি ব্যবস্থা করুন। যদি ফেবার বাস না পাই তাহলে আপনাব ওখানেই উঠছি কিন্তু। মহাশয়েব নাম?"

"আমার নাম বাসুদেব চক্রবর্তী। আপনাদের?"

"আমাব নাম পলাশ মজুমদাব। আব আমার এই বন্ধুটির নাম অম্বব চ্যাটার্জী। আমি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকবি কবি। আব ইনি সবকাবী চাকবি কবেন। সেই সঙ্গে কবেন সখের গোয়েন্দাগিরি।"

বাসুদেববাবু অবাক-বিস্ময়ে আমাব দিকে তাকিযে থেকে বললেন, "সত্যি।"

"আপনাকে মিথ্যে বলে লাভ?"

বাসুদেববাবু উঠে দাঁড়ালেন এবাব। বললেন, "আমি আপনাদেব জন্য অপেক্ষা কবব কিন্তু। অনুগ্রহ কবে আসবেনই। নবসিংগড আসছে, আমি নেমে যাই।"

বাস থামল। বাসুদেববাবু বাস থেকে নেমে আবাব বললেন, "দেখবেন, যেন ভুলে যাবেন না।" তাবপব কেমন যেন করুণ চোখে আমাব দিকে চেযে বললেন, "আপনাকে আমার বিশেষ প্রযোজন চ্যাটার্জীবাবু। অনুগ্রহ কবে গরীবের বাড়িতে একটু পায়েব ধুলো দেবেন। আমাব খুব বিপদ। আপনি এলে সব বলব। যদি আপনি বাঁচাতে পারেন আমায়।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। বাস ছাড়লে পলাশবাবুকে বললাম, "আপনি মশাই একেবাবে ছেলেমানুষ। সকলকে সব কথা বলে কখনো? এলাম কোথায় বেড়াতে,

তা না এখানেও রহস্যের জাল?"

"কী আর করবেন বলুন? কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এড়িয়ে যেতে চান, না নামলেই হবে।"

"তাই কি পারি? মানুষকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি কী করে?"

কিছু সময়ের মধ্যে আমরা বহরাগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। সত্যি-সত্যিই মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি গ্রাম। হয়তো এই জায়গাটার এমন বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে, যা আমরা জানি না। কিন্তু সেই গুরুত্বের কথা জানতে চাইও না আমরা। এই নামটার সঙ্গে যে আরণ্যক গন্ধ ছিল তাও বিলীন হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা জায়গা। ধারে-কাছে কোন অরণ্য নেই যা দেখে চোখ জুড়োয়, এমন কোন প্রাকৃতিক শোভাও নেই। টিলা পাহাড় তো দূরের কথা, টিলা পাহাড়ের একটু অস্পষ্ট রেখাও এখানে চোখে পড়ে না।

পলাশবাবু বললেন, "এই আপনার বহরাগোড়া? কী আছে এখানে?"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দারুণ ঠকলাম তো। এই অসহ্য রোদের উত্তাপ নিয়ে এতদূর আসাটাই বেকার হয়ে গেল। ঠিক আছে, এখানে আর অযথা সময় নষ্ট করা নয়, চলুন এই বাসেই ফিরে যাই।"

"কোথায় যাবেন? নরসিংগড়?"

"হ্যাঁ। বাসুদেববাবুর নিমন্ত্রণটা রক্ষা করে আসি।"

সময় কাটাবার জন্য একটি দোকানে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে আমরা সেই বাসেই নরসিংগড়ে ফিরে এলাম।

বাস থেকে নামতেই চমৎকার পটভূমি দেখে মনটা ভরে উঠল। লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথ গাছপালার ফাঁক দিয়ে গ্রামের বুকে হারিয়ে গেছে।

গ্রামে পৌঁছে বাসুদেববাবুর নাম করতেই একজন লোক আমাদের বাসুদেববাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিল।

বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মনে হয় একসময় এনারা হয়তো এখানকার জমিদার ছিলেন। বাসুদেববাবু দোতলার জানলা থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন অভ্যর্থনা করতে, "আরে আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য আমার। আপনারা যে সত্যিই আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি।"

আমরা বাসুদেববাবুর সঙ্গে ভেতর-বাড়িতে গেলাম। বাইরের থেকে ভেতরটা আরো চমৎকার। দেখে মুগ্ধ হয়ে বললাম, "আপনি তো দেখছি রাজা লোক মশাই।"

বাসুদেববাবু হাসলেন। বললেন, "এক সময় ছিলাম। তবে এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। কলসীর জল গড়িয়ে খেতে খেতে সব শেষ।"

পলাশবাবু বললেন, "এখানে যে পুরোনো রাজবাড়ি দেখতে আসে লোকে, সে কি আপনাদেরই?"

বাসুদেববাবু বললেন, "আরে না না। ও হ'ল ধলভূমগড়ের রাজাদের প্রাসাদ। আমরা

তাদের দাসানুদাস। তবে একসময় কেউকেটা ছিলাম। এখন এই সম্পত্তি রক্ষা করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সে কি! সরকার নিয়ে নিচ্ছে নাকি?"

"না, না। এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। একটু জল-টল খান, বিশ্রাম করুন। রাত্রিবেলা সব বলব আপনাদেব। আমি এখন এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি যে, আমার জীবনও এখন বিপন্ন। আমাব ভাই, নিজের মায়ের পেটের ভাই—"

এমন সময় এক মধ্যবয়সী সুন্দরী মহিলা খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাবপর টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "আসুন, একটু এদিকে আসুন আপনারা। মুখ-হাত ধুযে নিন। তারপর খেতে খেতে যত ইচ্ছে গল্প করবেন।"

বাসুদেববাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন উনি। চলুন কলঘরটা ওদিকে, মুখ-হাত ধোবেন চলুন"

আমরা তাঁদেব কথামত কল ঘরে গিযে মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসলাম। অতি উপাদেয় হালুয়া পুরী আর রসগোল্লা প্লেটে সাজানো ছিল। তাই খেয়ে চা খেলাম।

বাসুদেববাবু বললেন, "আমাব স্ত্রী সৌদামিনী। আমার অবর্তমানে কী যে হবে বেচারি তা কে জানে!"

"আপনি এখনই এত অধীব হচ্ছেন কেন? মরবাব বয়স এখনো হযনি আপনার।"

"কী যে বলেন আপনি। সত্যিই ছেলেমানুষ। মরার কী বয়স লাগে মশাই? অনেক সময় একটা হাই তুলতে গেলেও মানুষের স্ট্রোক হয়ে যায়। বিশেষ করে আমার জীবন এখন পদ্মপাতায় জলের মত। সব বলব আপনাকে। বলব বলেই এত কবে আসতে অনুরোধ করেছি। চলুন এখন বেলা থাকতে থাকতে রাজবাড়িটা আপনাদের দেখিযে আনি। খুব ভালো লাগবে। ভোব হলেই পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি মর্নিং ওয়াক করতে চলে যাই ঐ রাজবাড়ির দিকে, তখন পুরোনো ইতিহাসের পাতায মন আমার হারিয়ে যায়। কী দারুণ সুখের দিন ছিল সেসব। যাক, কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে আসছে। চলুন আমরা যাই।"

আমরাও যাবাব জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

দরজার আড়াল থেকে সৌদামিনী দেবী বললেন, "বেশি সন্ধে কোর না যেন। আমার বাপু ভয় করে।"

আমি বললাম, "কিসের ভয়?"

"আমার ভাই আমাকে খুন কবার হুমকি দিয়েছে, তাই ইদানীং ও আমাকে খুব চোখে চোখে রাখে।"

পলাশবাবু বললেন, "ঠিকই করেন। কেউ যদি কিছু করব বলে শাসিয়ে থাকে তাহলে একটু সাবধানে চলাফেরা করাই ভাল। কেননা এখনকার মানুষকে বিশ্বাস নেই।"

আমি এই ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ভাবতে ভাবতে বাসুদেববাবুর সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। এপথ সেপথ করে সামান্য একটু যাবার পর একটি মন্দির চোখে পড়ল। শিবমন্দির। স্থানীয় মহিলারা পুজো দিতে এসেছেন কেউ কেউ। সে মন্দির বাঁযে রেখে বাঁদিকে একটু বেঁকে এক আদিবাসী পল্লী পার হতেই ধলভূম রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে পৌঁছলাম। সত্যিই রমণীয় স্থান। রাজাদের পুরোনো রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি আজও আছে। নিত্য পূজা হয় সেখানে। তারপর সবই ভেঙেচুরে পড়ে আছে। রাজবাড়ির মূল প্রাসাদটিরও অবস্থা তথৈবচ। তবে এটি একেবারে ভেঙে পড়েনি। এর দোতলার ছাদে কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে দেখলাম। শুনলাম বাড়িটিতে স্থানীয় অনেক লোকজন এখন ভাড়া থাকেন।

রাজবাড়ি দেখে ফিরতেই সন্ধে হয়ে গেল।

সৌদামিনী দেবী আনচান করছিলেন, আমরা যেতেই বললেন, "শশাঙ্ক এসেছিল। বলল, আমার পিছনে সি. আই. ডি. লাগানো হয়েছে? ওঁরা এলে বলে দিও, যদি ওঁরা নিজেদের মঙ্গল চান তাহলে যেন আজই চলে যান এখান থেকে।"

বাসুদেববাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, "তাই নাকি?"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "আসলে তুমি একটি বোকা লোক। বাড়িতে কে আসছেন না আসছেন সেকথা লোকের কাছে বলতে যাও কেন?"

বাসুদেববাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য, আমি কাউকে কিছুই বলিনি।"

"ও তাহলে জানতে পারলে কি করে?"

আমি বললাম, "সম্ভবত ঘাটশিলা থেকে যে বাসে আমরা বহরাগোড়া যাচ্ছিলাম, সেই বাসেই ওর কোন লোক ছিল। আমাদের আলাপ-পর্ব হয়তো সে শুনেছে।"

পলাশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা হতে পারে। তাহলে এখন আপনারা আমাদের কী করতে বলেন?"

বাসুদেববাবু বললেন, "কী বলি বলুন তো। চলেই যান বরং। আমার ভাই তো নয়, সাক্ষাৎ শয়তান। যদি কিছু করে বসে।"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "আমিও তাই বলি। পরের ছেলে বেড়াতে এসে কেন বিপদে পড়বেন?"

পলাশবাবু বললেন, "অবজেকশন। আমি কিন্তু ছেলে নই। এখন আমি রিটায়ার্ড ম্যান। তবে অম্বরবাবুর ব্যাপার আলাদা, স্মার্ট ইয়ংম্যান।"

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে মুরগী পাওয়া যায়?"

"কেন বলুন তো?"

"যদি আপনাদের দিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে মুরগীর মাংস আর ভাত করুন। আজ রাত্রে পেটভরে মাংস-ভাত খেয়ে এখানে ঘুমুবো।"

"তাহলে আপনারা যাবেন না?"

পলাশবাবু চাপা গলায় বললেন, "কী ছেলেমানুষি করছেন? অযথা পরের ব্যাপারে

নাক গলিয়ে লাভ কি? এলাম কোথায় বেড়াতে, এখন কেটে পড়ুন তো মশাই!"

আমিও চাপা গলায় বললাম, "এসে যখন পড়েছি আর তা হয় না। বাসের ভেতব লোককে শুনিয়ে পরিচয় দিতে কে বলেছিল? আমি? এখন ঠ্যালা সামলান!"

"সত্যি, এমন যে হবে তা আমি ভাবিনি চাটার্জীবাবু!"

আমি বললাম, "সবকিছুবই শেষ আছে। কাজেই যা হবার তা হোক। আমবা এখানে থেকেই যাচ্ছি। মনে হচ্ছে নাটক এখানে ভালই জমবে।"

বাসুদেববাবু আনন্দে অধীব হয়ে আমাদেব দোতলায় নিয়ে গেলেন। তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক থাকায় আলোব অভাব হ'ল না। একটি বড ঘব দেখিয়ে বললেন, "এটাতে আপনাদের থাকবাব ব্যবস্থা কবেছি।"

বনেদী বডলোকেব ঘব-বাড়ি যেমন, এ বাড়িটিও ঠিক তেমনি। মেহগনি কাঠেব খাট আলমারী। দেওযালে পিতৃপুরুষদেব তৈলচিত্র সবই আছে। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার মাথায় শিংওযালা হবিণেব মুখ। একসময এসব অঞ্চলে প্রচুব হরিণ ছিল। সেই হরিণ শিকাব কবে এঁদেবই পূর্বপুরুষবা কেউ ওভাবে সাজিয়ে রেখেছেন ওটিকে।

সেবাতে আমবা তিনজনে জোব গল্পে মেতে উঠলাম। বাসুদেববাবু সত্যিই মিশুকে এবং অমাযিক লোক। কযেক ঘণ্টা আগে যে কেউ কাউকে চিনতাম না তা বলে মনেই হ'ল না। যাই হোক, ওঁব ভাইযেব ব্যাপাবে বাসুদেববাবু যা বললেন তা হ'ল এই—

বাসুদেববাবুবা চাব ভাই। বড ভাই সর্পাঘাতে মাবা গেছেন। মেজো আছেন আমেরিকায। বাসুদেববাবু সেজো। আব ছোট ভাই শশাঙ্ক যৌবনে এক বিবাহিতা বমণীকে নিযে দেশ ছেড়ে যায। এই শশাঙ্কই এখন ধূমকেতুব মত হঠাৎ ফিরে এসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ বাসুদেববাবু তাঁব সাবাজীবনেব সঞ্চয দিযে এই বাড়িকে রক্ষণাবেক্ষণের পব ভাই এসে বাড়িব অংশ দাবী কবছে।

সব শুনে পলাশবাবু বললেন, "করুক না। পৈতৃক সম্পত্তিব ওপব সকলেরই সমান অধিকার। তাব অংশটা তাকে দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায।"

বাসুদেববাবু বললেন, "যায না। তাব কাবণ এ বাড়িতে তাব কোন অংশ নেই।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। আমাব বড়দা মাবা যাবার পর সম্পত্তিব দাবীদাব আমরা তিন ভাই। মেজদা আমেবিকায নাগবিকত্ব পেযে বসবাস করছেন। উনি লিখিতভাবে জানিযেছেন, এ দেশে আব কখনো ফিববেন না এবং সম্পত্তির কোন অংশ নেবেন না। আব ছোট ভাই; সে যাবাব আগে আমাদেব পিতৃপুরুষেব সঞ্চিত সমস্ত সোনা-দানা এবং নগদ টাকা প্রায দেড লাখেব মত নিয়ে পালিয়ে যায। এব ফলে সর্বস্বান্ত হযে যাই আমরা। ছোট ভাই চলে যাবাব পব আমাব মা আত্মহত্যা করেন। আর বাবা? সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়ে হৃদরোগে মারা যান। সেই উইল এখনো আমার কাছে আছে।"

আমবা অবাক হয়ে সব শুনলাম।

বাসুদেববাবু বললেন, "বিশ্বাস করুন, ভাই আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। ও চলে যাবাব পর কয়েকটা বছ্র যে কি ভাবে কাটিয়েছিলাম, আপনাবা তা ভাবতে পারবেন না। এমনই দুঃসময় গেছে যে, না খেয়েই অনেকদিন কেটেছে। অথচ না পেরেছি কুলিগিরি কবতে, না লোকেব কাছে ভিক্ষে চাইতে। তারপর যাই হোক ভগবানেব কৃপায নিজেব পাযে দাঁড়িযেছি। সুন্দরী বউ পেয়েছি। আর এই এতবড় বাড়িটাকে বক্ষণাবেক্ষণ করছি। এই বাড়িটাকে একবাব হোয়াইট ওযাশ করতে গেলে বিশ হাজাব টাকা খবচ হয। এব জানালা-দবজা দেখছেন? এইসব কাঠ আব পাওয়া যাবে? এবাব বলুন তো কত টাকা খবচ করলে এ জানলাকে বং কবা যায? সব আমাব নিজের টাকায করেছি, এখন কেন আমি সম্পত্তিব ভাগ দেবো?"

পলাশবাবু বললেন, "না, দেওযাটা উচিত নয। তবে একটা কথা, নিজেব ভাই তো। ও আপনাব ছেলে হলে কি কবতেন? তাকে কি ফিবিযে নিতেন না? সেই বকমই ভেবে ওকে ক্ষমা কবে কিছু অংশ ওকে দিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন ওর বাগও কমবে এবং আপনাবও জীবন বিপন্ন হবে না। আপনার ছেলেমেয়ে কটি?"

"আমাব দুই ছেলে আব এক মেয়ে। ছেলে দুটি বরোদায় থাকে। একজন এল. আই. সি'তে অবং অন্যজন ব্যাঙ্কে কাজ কবে। মেয়েটির এক বছব হ'ল বিয়ে দিযেছি। ও এখন ওব শ্বশুববাড়ি দুর্গাপুরে আছে। ভাইকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দেবার কথা বলছেন? প্রাণ থাকতে দেবো না, কাবণ এই সম্পত্তি তাকে লিখে দিলেই সে তার অংশ বিক্রি কবে দেবে। ইতিমধ্যে দু'বার বিযে কবেছে সে। অতএব তাব চবিত্রটা যে কি বকম তা নিশ্চযই বুঝতে পাবছেন। তাছাড়া কেনই বা দেবো বলুন তো? এই প্রাসাদকে যক্ষেব মত এতদিন ধবে আগলে বেখেছে কে? কে এর দেখা-শোনা কবেছে? আমি না দেখলে এই প্রাসাদও একদিন ধ্বংসস্তূপে পবিণত হত।"

আমি বললাম, "ঘটনা যদি এই বকমই হয, তাহলে বলব এ বাড়ি আপনি দেবেন না। তবে সাবধানে থাকবেন একটু। বাতে, ভোবে, অন্ধকাবে অযথা নির্জনে যাবেন না। তা আপনাব ভাই এখন কোথায আছে জানেন?"

"না। তবে ও এখন একটা খাবাপ দলেব সঙ্গে মিশে চুবি ডাকাতি রাহাজানি এইসব করে বেড়াচ্ছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। আশা করি আমরা দু'একদিন থাকলে ওব মোকাবিলা করতে পারব।"

পলাশবাবু লাফিযে উঠলেন, "আপনি পাগল হযে গেলেন নাকি মশাই?"

"উঁহু। আমাব মাথা গোল এবং পা লম্বা ঠিকই আছে। আপনি কাল সকালেই ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে চলে আসুন। এখানে আমরা দিনকতক থাকব।"

পলাশবাবু বললেন, "আপনি থাকুন মশাই। আমি ওসবের ভেতরে নেই। বাসুদেববাবু যদি কোন লোককে আমাব সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, আমি তার হাতে আপনার মালপত্তরগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল সকালেই আমি চলে যাবো এখানে থেকে।"

সেবাতে আমবা আর আলোচনা না বাড়িয়ে খেয়ে-দেয়ে শুযে পড়লাম। আঃ, কী গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে এলো আমাদেব।

খুব ভোবে বাসুদেববাবু ঘুম থেকে উঠেই আমাদেব ডেকে তুললেন। বললেন, "চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। এই ভোরে পাখির ডাক শুনে গাছপালাব সবুজ গন্ধ শুঁকে মনটাকে তাজা কবে আনি। একা বোবোতে ভয় হয। আজ যখন আপনাবা আছেন তখন সে ভয আব নেই।"

আমি বললাম, "বেশ তো, চলুন না। ভোরে বেডানোর একটা আনন্দ আছে বৈকি।"

পলাশবাবু ঘুমোনোব ভান কবে পডেছিলেন, এবাব একবাব আডমোড়া ভেঙে বললেন, "দযা কবে আমাকে বাদ দেবেন না স্যাব। আমাকেও সঙ্গে নিন।"

আমি বললাম, "সে কী মশাই! আপনাব তো আজ ঘাটশিলায ফিবে যাবাব কথা। আপনি আমাদেব সঙ্গে গিযে কী কববেন?"

"আবে ঘাটশিলায তো এখুনি যাচ্ছি না। বেলায দেখা যাবে। এখন আপনাদেব সঙ্গটা ছাড়ি কেন? আসলে আমি মশাই বেড়াতে এসেছি। কোন ঝুট-ঝামেলায নিজেকে জডিযে সময় নষ্ট কবাটা বুদ্ধিমানেব কাজ বলে মনে কবি না। তবে ঘটনাচক্রে জডিযে যখন পডলাম তখন আপনাকে এখানে একা বেখে আমি যাই কী কবে?"

এই এত ভোরেও বাসুদেববাবুব স্ত্রী সৌদামিনী আমাদেব চা খাওযালেন। চা খেযে আমবা প্রাতঃভ্রমণে বেরোলাম। ভাদ্রেব গুমোট গবম এখন নেই। শরতের শিশিব-ভেজা পথে এখন শিউলিব ও বনপুষ্পেব সৌবভ। তাছাড়া নতুন নতুন সবুজ পাতাযুক্ত গাছপালাব গন্ধও মন-প্রাণ যেন ভবিযে তুলল।

আমবা মেঠো পথ ধবে নবসিংগডেব বাজপ্রাসাদেব দিকে এগোতে লাগলাম। কিছু পথ আসাব পর বাজবাডির কাছাকাছি একটি ভাঙা মন্দিবেব পাশে আগাছাব জঙ্গলে লক্ষ্য পডতেই চমকে উঠলাম আমরা। দেখলাম একটি গর্তমত অংশে বুনো ঝোপঝাডেব ওপব একটি মানুষেব দেহ উপুড হযে পড়ে আছে।

"আশ্চর্য তো। কী কবছে লোকটি ওখানে? জীবিত না মৃত?"

বাসুদেববাবু বললেন, "মনে হচ্ছে নেশা কবে পড়ে আছে কেউ!"

পলাশবাবু বললেন, "উঁহু। আমাব তো মনে হচ্ছে ডেড বডি ওটা।"

"অসম্ভব। ডেড বডি ওখানে কি করে আসবে?"

"যে ভাবে আসে সেইভাবেই এসেছে। অর্থাৎ কেউ খুন-টুন কবে ফেলে বেখে গেছে।"

বাসুদেববাবু বললেন, " না না, এ আমি বিশ্বাস করি না। এখানে এরকম কোন

ব্যাড এলিমেন্টস্ নেই। অবশ্য আমার নিজের ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। ভাই-ভাই শত্রুতা। জানেন তো, জ্ঞাতিশত্রু বড় শত্রু, ভাইশত্রু মহাকাল।"

আমি বললাম, " যুক্তি এবং তর্কের কোন দরকাব নেই। ওটা ডেড বডিই। দেখছেন না, নড়াচড়া করছে না। চলুন তো কাছে গিয়ে দেখি।"

আমরা দ্রুতপায়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলাম বাসুদেববাবু কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেছেন। তাঁব মুখ পাণ্ডুব হয়ে গেল। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে সেই দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে।

আমি বললাম. "কী মশাই. চেনেন নাকি?"

বাসুদেববাবু ধীরে ধীরে ঘাড নাড়লেন, "হ্যাঁ। আমার ছোট ভাই শশাঙ্ক।"

বিনামেঘে বজ্রপাত হলে লোকে যে ভাবে চমকায়, আমরাও ঠিক সেইভাবেই চমকে উঠলাম, "আপনাব ভাই শশাঙ্ক!"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এটা কি কবে সম্ভব। ও-ই তো আপনাকে খুন কববাব জন্য শাসাচ্ছিল। মাঝখান থেকে ও নিজেই খুন হয়ে গেল।"

পলাশবাবু বললেন, "ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে। আপনার তো ভালোই হ'ল মশাই। এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পাববেন।"

বাসুদেববাবু বললেন, "কিন্তু পুলিশ? পুলিশ আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে? ওর সঙ্গে সম্পত্তিব ব্যাপাব নিয়ে এই বিরোধেব কথা এখানকাব সবাই জানে। এমন কি পুলিশের কাছেও এই ব্যাপাবে বিপোর্ট পেশ করা আছে। এই সময় ওর এই খুন হয়ে যাওযাটা আমার পক্ষে খুব একটা মঙ্গলজনক কি? সবাই তো আমাকেই সন্দেহ কববে। ভাববে খুনটা আমিই কবিযেছি।"

পলাশবাবু বললেন, "সেজন্য তো আমার বন্ধু আছে। তাছাড়া কাল সারাবাত আমরা আপনাব বাড়িতে ছিলাম. এব চেযে সাক্ষ্য আর কি হতে পাবে?"

আমি বললাম, "পলাশবাবু, আপনি ভুল কবছেন। ঐ সাক্ষ্যেব কী দাম আছে পুলিশেব সন্দেহেব কাছে? না হয় থাকলামই আমরা ওনার ঘরে, কিন্তু মাঝবাত্তিরে উনি যে চুপি চুপি উঠে গিয়ে কাজটা সেরে আসেননি তা কে বলতে পারে? আমরা সারাবাত ছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু জেগে তো ছিলাম না। তাছাড়া ওনাব নিযুক্ত কোন লোকের দ্বাবাও তো খুনটা হওযা সম্ভব। এখন চলুন, খুনটা কিভাবে হয়েছে একটু দেখে আসি।"

আমবা মৃতদেহেব খুব কাছে গিয়ে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম, কিন্তু না, কোথাও কোন বক্তপাতের ব্যাপার নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

পলাশবাবু বললেন, "ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। তবে এমনও হতে পাবে যে আদৌ এটা খুন নয।"

বাসুদেববাবু বললেন, "তার মানে কী বলতে চান আপনি?"

"হয়তো স্ট্রোক হয়েছে।"

আমি বললাম, "হতে পারে। তবে আশপাশের পদচিহ্নগুলি দেখে মনে হচ্ছে না কি যে মৃতদেহটিকে বেশ কিছু লোক টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।"

সবাই এবাব ভালো কবে চারদিক দেখে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। আশপাশে বেশ কিছু ভাবি পায়ের দাগ শিশির-ভেজা মাটির ওপ.ব চেপে বসেছে। কিন্তু মৃত্যুটা কিভাবে ঘটল তা ভেবে পেলাম না। কাবণ মুখে কোন বিকৃতি নেই, কোথাও কোন বক্তেব ছিটেফোঁটা নেই। যদিও দেহটাকে নেড়েচেড়ে সনাক্তকবণ সম্ভব হ'ল না, তবুও বুঝলাম অনুমান ঠিক। এটি খুন। ঠিক কোন অযন্ত্রণাদাযক উপায়ে। তবে মৃতদেহেব এক পাযে চটি দেখলাম, কিন্তু অপর পা খালি। তাব মানে এটিকে টেনে আনাব সময আব এক পাটি চটি খুলে পড়ে গেছে কোথাও।

আমি বললাম, "চলুন তো, একটু খুঁজেপেতে দেখি।" তাবপব বাসুদেববাবুকে বললাম, আপনি মশাই থানায় যান। ঘবে গিযে পাশাপাশি বাড়িব কোন একজন লোককে সঙ্গে নিযে এখুনি পুলিশ ডেকে আনুন।"

বাসুদেববাবু চলে গেলে অনেক কষ্টে পাযেব ছাপ দেখে এগোতে লাগলাম। এইখানে পায়েব ছাপ স্পষ্ট হলেও অন্য সব জাযগায অস্পষ্ট। তাছাড়া আকাশ এখনো ভালো করে পবিষ্কার হযনি বলে সবকিছু খুঁটিযে দেখাও সম্ভব হ'ল না।

দু'দশ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আবছা ভাবটা কেটে গিযে ভালো করে আলো ফুটে উঠল। আমরা পদচিহ্ন লক্ষ্য কবে একটি ভাঙা বাড়িব দিকে এগিযে গেলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, সেখানে কিছু খালি বোতল ইত্যাদি পড়ে আছে। আব এইখানেই পাওযা গেল আব এক পাটি চটি। কিন্তু এবপব অনেক চেষ্টা কবেও কোথাও কোন পদচিহ্ন দেখতে পেলাম না। রাঙা মাটিব মালভূমি অঞ্চল বৃক্ষলতায শোভিত হযে বহুদূবে মিলিযে গেছে।

আমরা যখন কোনরকম সূত্র সন্ধান কবতে না পেবে সেই বাড়িব ভেতব থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন হঠাৎ এক বিশাল শরীর যুবক আমাদেব পথরোধ কবে দাঁড়াল। যুবকটি সন্দেহের চোখে আমাদেব দিকে তাকিযে বললে, "আপনাবা এব ভেতবে কি করছিলেন?"

আমি লোকটিব মুখেব দিকে একবাব তাকিযে বললাম, "দেখছিলাম এব ভেতবে কিসেব আড্ডা বসে।"

"কিন্তু আপনাদেব তো কোনদিন দেখিনি এখানে?"

"আমবা এখানে নতুন এসেছি। বাসুদেব চক্রবর্তীব বাড়ি।"

"অ, বাসুদেব চক্রবর্তী? যিনি ভাইযেব সম্পত্তি মেবে নিজে সব কিছু আগলে বসে আছেন?"

"সে কি।"

"তবে আব বলছি কি? আপনাবা বাইরের লোক। কী আব বলব আপনাদেব। বাস্তুঘুঘু একখানি। সাবেককালেব জমিদাববাড়ি। ওব প্রতিটা থামের ভেতরে সোনা আব টাকার কাঁড়ি লুকনো। ব্যাটা ভাঙছে আব খাচ্ছে। তবে লোক লেগে গেছে পেছনে। দুদিন বাদেই দেবে সাবাড় কবে।"

আমি বললাম, "ওব ভাই এখন কোথায়? সম্পত্তি পাবাব পাবাব জন্য সে কি কোন মামলা করেছে?"

"তা অবশ্য কবেনি। কাবণ বেচাবী গবীব মানুষ। এক গাদা ছেলে-মেয়ে নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে।"

"শুনেছি সে তো একজন নামকবা ক্রিমিন্যাল। ওয়াগন ভাঙা থেকে আবম্ভ করে সবকিছুতেই সিদ্ধহস্ত।"

"পেটে ভাত না জুটলে কে সাধু যুধিষ্ঠিব হবে মশাই? যা করে ঠিক করে।"

আমি লোকটির আপাদমস্তক একবাব ভাল কবে দেখে বললাম, "আপনি কি এইখানেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। এই নবসিংগডেই আমাব সাতপুরুষের বাস।"

"কী কবেন আপনি? চাকবি না চাষবাস?"

"এত কৈফিযৎ তো আমি বাইবেব লোককে দেবো না মশাই।"

"না দিলে কিন্তু দিতে বাধ্য কবাব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ঝাঁপিযে পড়ল আমাব ওপব। ও যে এইবকম করবে তা জানতাম। তাই চকিতে নিজেকে সবিযে নিযেই ওর চোয়াল লক্ষ্য কবে মাবলাম এক ঘুষি।

যুবকটি ছিটকে পড়ল একটু দূবে। পবক্ষণেই দ্বিতীযবাব আক্রমণ কববার জন্য রুখে দাঁড়াল। এই অল্প সমযের মধ্যেই ওব হাতে এসে গেছে একটি স্প্রিং দেওয়া ছুবি।

আব আমাব হাতেও তখন শোভা পাচ্ছে আমাব অটোম্যাটিকটা। লোকটি থতিযে গেল আমাব ঐ চেহাবা দেখে।

বললাম, "এক পা এগিযেছ কি গুলি করব।"

"আ-আ-আপনি কি পুলিশেব লোক?"

"পুলিশেব লোক কি কিসের লোক একটু পরেই বুঝতে পাববে। আগে বলো এই ঘবে কী হয?"

"এখানে একটু সাট্টা-ফাট্টা চলে বাবু। নেশা-টেশা হয়।"

"কাবা আসে এখানে?"

"নাম বললেও কি আপনি চিনবেন?"

"তুমি আসো নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তা মাঝে মধ্যে আসি বৈকি।"

"তুমি যদি এই গ্রামেরই লোক হও আর ঐসব নেশার প্রবৃত্তি যদি তোমার থাকে

তাহলে মাঝে মধ্যে নয়, রোজই আসো তুমি।"

লোকটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কী নাম তোমাব?"

"আজ্ঞে, জয়দেব মণ্ডল।"

"কাল বাতে তুমি কোথায় ছিলে?"

"কাল আমি এখানে ছিলাম না বাবু। কলকাতা গিযেছিলাম।"

"কখন গিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, বাত্রেই গিযেছিলাম।"

"রাত্রেই গিয়েছিলে? আবাব ভোবেব আগেই ফিরে এলে? হেলিকপটারে গিযেছিলে বুঝি?"

"না বাবু। ট্রেনেই গেছি। ন'টার গাড়িতে।"

"শোনো, মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে যাবার চেষ্টা কোব না। যে-কোন গাডিতেই হোক, ধলভূমগড় থেকে হাওড়া যেতে খুব কম করেও চাব-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে ন'টার ট্রেনে চাপলে রাত দুটোয় কলকাতা পৌঁছেছ। এবার কলকাতার কাজ সেরে কটার গাড়িতে চেপে এত তাডাতাড়ি এখানে ফিরে এলে বাবা বল তো দেখি!"

যুবকটি আর কথা বলতে পারল না। মাথা হেঁট করে বলল, "সত্যি বলছি বাবু, আমি কাল বাড়িতে ছিলাম না। তবে কলকাতায় যাইনি।"

"যাক, কোথায় গিযেছিলে তা জানবার দরকার নেই আমার। এখন বলো তো, শশাঙ্কবাবুকে কে খুন করেছে? তুমি না অন্য কেউ?"

দেখলাম বিশাল শরীর হলে কি হবে, ভয়ে যুবকটির পা দুটি কাঁপছে। বলল, "আমি ওসব খুন-টুনের মধ্যে নেই স্যার। তাছাড়া আমি জানিই না ও খুন হয়েছে বলে।"

"ঠিক কবে বলো, তুমি ছাড়া দলে আব কে কে ছিল?"

যুবকটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, "স্যার, পালিয়ে আসুন—কেউটে সাপ!"

আমি সভয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। যুবক সজোরে আমার হাতের কব্জিতে একটা ঘুষি মারতেই অটোমেটিকটা ছিটকে পড়ল কোথায় যেন। আর সেই সুযোগে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সে।

পলাশবাবু আর আমি চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন উদ্ধার কবলাম সেটাকে, যুবক তখন নাগালের বাইরে।

ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখলাম বাসুদেববাবু থানা থেকে দারোগা পুলিশ নিয়ে হাজির।

পুলিশের অসাক্ষাতে লাশ ছোঁবার অধিকার কারো নেই। তাই শশাঙ্কর ডেড বডিতে হস্তক্ষেপ করিনি এতক্ষণ। এবার সবাই মিলে পরীক্ষা করতে লাগলাম সন্ধানী দৃষ্টিতে। না, কোথাও কোনরকম ক্ষতচিহ্ন নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

ওখানকার পুলিশের যিনি বড়বাবু, তিনি সদাশয় লোক। বললেন, "দেখুন, আমি যতদিন আছি এই এলাকায় ততদিন কোনরকম খুনখারাপি হতে দেখিনি এখানে। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলোও খুব ভালো। তবে ইদানীং এনাদের দুই ভাইয়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যাড এলিমেন্টস-এর আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। কিন্তু সাধারণ লোকের ওপর অত্যাচার বা ঝুটঝামেলায় এরা থাকে না বলে আমরাও ঘাঁটাইনি ওদের। কিন্তু এখন যখন একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল তখন ভালোভাবেই নজর রাখতে হবে দেখছি এদিকটাতে।"

আমি তখন ইতিপূর্বের সেই ভাঙা বাড়ির ঘটনার কথা খুলে বললাম ওঁদের। তারপর বললাম, "জয়দেব মণ্ডল নামের ঐ লোকটাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করতে হবে। এই নামের কোন লোককে আপনারা চেনেন?"

পুলিশ বললে, "না।"

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে প্রচুর লোক এসে জমা হয়েছে সেখানে। কিন্তু হলে কি হবে, এই ঘটনাকে স্থানীয় লোকেরা কেউই খুনের ঘটনা বলে মানতে রাজী নন। তবে পুলিশের কাজ পুলিশ করল, ডেড বডি পাঠিয়ে দিল ময়না তদন্তের জন্য। এবং সকলের মুখে খোঁজখবর নিয়ে প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম জয়দেব মণ্ডলের বাড়ি। কিন্তু জয়দেব মণ্ডল নামে যিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর সঙ্গে সেই বিশাল শরীর লোকটির তো কোন মিল নেই। অথচ স্থানীয় লোকেরা বললেন, ইনি ছাড়া এই নামের আর কোন লোকই এখানে থাকে না। এমন কি এ-ও বললেন, ঐ ভাঙা মন্দিরে সন্ধের পর কেউই কোনরকম অপকর্ম করতে ঢোকে না। অবশ্য বহিরাগত কুখ্যাত কেউ যদি রাতদুপুরে আস্তানা গাড়ে তাহলে সেকথা আলাদা, কিন্তু গ্রামের কোন যুবক বা কোন দুষ্ট লোক সাপের ভয়ে ভুলেও ঢোকে না ওখানে।

ঘটনাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। একে তো মৃতদেহে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, যদি ওটাকে খুন বলে মনে না করি তাহলেও প্রশ্ন জাগে শশাঙ্কবাবুর ঐ দেহটা ওখানে ফেলে গেল কে? অতগুলো পায়ের চিহ্নই বা কাদের? ভাঙা মন্দিরে এক পাটি জুতো পড়ে থাকার কারণই বা কি? এবং জয়দেব মণ্ডল নামের ছদ্মবেশী ঐ যুবকটাই বা কে? যে আমার মত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেমালুম কেটে পড়ল।

ওর ঘুষির আঘাতে এখনো আমার হাতের কব্জিটা টন টন্ করছে।

পুলিশকে বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা বাসুদেববাবুর বাড়িতে ফিরে এলাম। পলাশবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে। আর বাসুদেববাবু? তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, "এবার আমার পালা!"

"কারণ?"

"আমার ধারণা, আমাদের পরিবারের সবকিছু জেনে শশাঙ্কর দলের লোকেরাই ওকে খুন করেছে। ওরা ভেবেছিল খুনের দায়টা আমার ঘাড়েই চাপাবে। তারপর চালাকি করে

আমাকে জেলে পাঠিয়ে ওরা এসে তছনছ কববে গোটা বাড়ি। এখন যখন সে চাল ভেস্তে গেল তখন আমাকে সবানো ছাড়া ওদের সামনে আব কোন বাস্তাই খোলা নেই।"

"আপনাদের বাড়ির এই মোটা মোটা থামের ভেতবে বা অন্য কোন চোরা কুঠুরিতে সত্যিই কি প্রচুব ধনরত্ন লুকনো আছে?"

বাসুদেববাবু বললেন, "ছোটবেলায বাবাব মুখে তাই শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদিও কিছু থেকে থাকে তা আমবা কেউই জানতাম না। তাহলে আমাব বাবা শেষ বয়সে অমন দারিদ্র্যতা মাথায নিযে মরতেন না। আমাদেব সঞ্চিত ধন-সম্পত্তিব মধ্যে সোনা-দানা যেখানে যা ছিল, সব ঐ ভাই নিযে পালিয়েছিল। তাবপব সেও জাহান্নমে গেল, আমবাও ভিখাবী হলাম। আপনি একজন ডিটেকটিভ। পুলিশের সঙ্গে আপনাব হৃদ্যতা আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ কবছি, আপনি পুলিশ এনে গোটা বাড়ি সার্চ কবান। দবকাব হলে মেসিন বসিয়ে বা কোন যন্ত্রেব সাহায্যে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তাও বার করে নিয়ে যান। ওতে আমাব লোভ নেই এবং সেটা করলে আমিও বিপদমুক্ত হব। সবাই যদি জেনে যায় এই পুবোনো অট্টালিকায মাথা খুঁড়ে মবে গেলেও কিছু মিলবে না, তাহলে কিন্তু আমি শান্তিতে থাকব।"

বাসুদেববাবুর স্ত্রী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িযে বোধ করি সব কথা শুনছিলেন, এবাব কাছে এসে বললেন, "আপনাকে আমার একটাই অনুবোধ—"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী?"

"আমাব স্বামীকে একটু বুঝিযে বলুন, আব এক দণ্ড এখানে না থেকে আমাকে নিযে এই বাড়ি ছেড়ে উনি যেন আমার ছেলেদেব কাছে চলে যান। পড়ে থাক আমার পৈতৃক ভিটে। কী হবে বলুন তো এই শত্রুপুবীতে ধুকুপুকু প্রাণ নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে? এখানে এইভাবে থাকলে একদিন তো আমবা বেঘোরে মরব।"

আমি বাসুদেববাবুকে বললাম, "কথাটা কিন্তু উনি খুব একটা খাবাপ বলেননি। আমার মনে হয় আপনাদের আর এই বাড়িতে না থাকাটাই উচিত।"

বাসুদেববাবু বললেন, "এখন আব তা হয না চ্যাটার্জীবাবু।"

"কেন হয় না?"

"এই বাড়িব জন্য আমি আমাব জীবনেব শেষ বক্তবিন্দুও দিতে বাজী আছি। এই বাড়িতে আমি জন্মেছি, এই বাড়িতেই মরব। অতএব মৃত্যুভযে এখান থেকে সরে যেতে আমি রাজী নই।"

দেওযাল ঘড়িতে তখন ঢং ঢং কবে ন'টা বাজল।

আবো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পব হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। আমি রীতিমত তৈবি হযে একাই আবার ঘটনাস্থলে এলাম। দিনেব আলোয চারদিক তখন ঝলমল করছে। ঘটনাস্থলের আশপাশে তখনও কিছু লোকের জটলা ছিল। তাদেবই একজনকে ডেকে বললাম, "আচ্ছা, এই যে শশাঙ্কবাবু মাবা গেলেন, এঁব বউ-ছেলে

কোথায় থাকে বলতে পাবেন?"

লোকটি বললে, "শুনেছি গিধিনিব কাছে কোথায যেন।"

"তারা কি খবব পেযেছে?"

"তা কী কবে জানব বলুন? সেখানকাব ঠিকানাটা তো আমবা কেউই্ জানি না।"

"তাহলে গিধিনিব কাছে আছে এটা জানলেন কী কবে?"

"ও নিজেই্ একবাব বলেছিল।"

"ও তো এখানকাবই ছেলে? তা ওব বন্ধুবান্ধব কেউ নেই এখানে?"

"সেবকম কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কেননা বহুদিন দেশ-ছাড়া। হালে এই কযেকমাস ওকে মাঝে-মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে। তবে পালানদাব চাযেব দোকানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিত, আপনি সেখানে গিযে একটু খোঁজখবব নিতে পাবেন।"

"আমাকে একটু নিযে চলুন তো। কেননা মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক, ওব বাড়িতে একটা খবব পৌঁছ দেওযা খুবই দবকাব।"

"সে খবর তো বাসুবাবুই দিতে পাবেন।"

"উনি তো বলছেন ওব ঠিকানা জানেন না।"

লোকটি মুখ ভেংচে বললে, "ন্যাকা শিবু! সব জানে। ওব ভাই যেদিন গ্রাম ছেড়ে পালাল, সেদিনই যেখানে যা ছিল সব লুকিযে বেখে ভাইযেব ঘাড়ে চাপিযে দিল। এখন ছেলেদেব বাইবে পাঠিয়ে নিজেরা কর্তা-গিন্নিতে যখেব ধন আগলাচ্ছে। জানে না আবার।"

"তাই নাকি?"

"তাছাড়া কী? চলুন পালানদাব দোকানে যাই। ওব মুখেই সব শুনবেন।"

আমি লোকটিব সঙ্গে পালানদাব দোকানে গেলাম। এসব ব্যাপারে প্রথমে কেউই মুখ খুলতে চায না, তাই উনি কিছু বলতে চাইলেন না। অবশেষে চাপে পড়ে বললেন, "দেখবেন মশাই, গবীব মানুষ, যেন কোন ঝামেলায জড়িযে দেবেন না। শশাঙ্ক যাকে নিয়ে পালিয়েছিল এই গ্রাম থেকে, তাব একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম লখাই। সে এখন গ্যালুডিতে থাকে। কযলার ব্যবসা করে। তার ধাবণা শশাঙ্ক ওর মাকে বিষ খাইযে মারে এবং আবাব বিয়ে করে ঘব-সংসাব ফাঁদে। সোনাদানা বা টাকাকড়ি আত্মসাতের ব্যাপারে শশাঙ্কব যে দুর্নাম তা আমরা মানতে বাজী নই। কাবণ শশাঙ্ক নিজেই তাব দুঃখের কথা আমাকে বলেছে। এবং এ-ও বলেছে—কিছু সে নিয়ে পালালেও সব নিযে যায়নি, এবং ওব দাদা বাসুদেববাবু বাবাকে ভুল বুঝিয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিযে নিয়েছে।"

আমি বললাম, "দেখুন, এগুলো হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যাপাব। বাবা যখন লিখে দিয়েছেন তখন কববার কিছু নেই। আব শশাঙ্কবাবু যে কাজ কবে পালিয়েছেন, সেটাও একটা জঘন্যতম নোংরা কাজ। এই্ কাজ যিনি কবতে পাবেন, তিনি যে সত্যিই এদেব

সর্বস্বান্ত করে যাননি তাব কি মানে? যে মানুষ নিজের স্বার্থেব জন্য অন্যোব ঘব ভাঙতে পারে, সে যে নিজেব ঘবেও আগুন দেয়নি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

পালানদা বললে, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন বাবু। আসলে শশাঙ্কব কথাই আমি বলছি। কে কি করেছে না করেছে তা তো আমাব জানবার কথা নয়। তবে বাবু একটা কথা বলি, শশাঙ্ক হচ্ছে বাসুদেববাবুব ছোট ভাই। সে যে ঐভাবে মরল তা ওব মনে এতটুকু শোকের ছায়া দেখেছেন?"

"তা অবশ্য দেখিনি।"

"একদিন সে যা কবেছে তা কবেছে। এতদিন বাদে সে যখন ফিবে এলো দাদার কাছে, তাব কি উচিত ছিল না তাকে ঘবে নেওয়া?"

"ছিল। কিন্তু সে তো শুনেছি অসৎসঙ্গে মিশত। চুরি ছিনতাই ডাকাতি করত। একবার সেই লোককে বাড়িতে ঢোকালে বাড়িব অবস্থাটা কি হ'ত? সেই লোককে সম্পত্তিব ভাগ দিলে সে সম্পত্তি কি সে রাখতে পারত? যে অত টাকা সোনাদানা আত্মসাৎ কবেও সবকিছু খুইযে বসেছে, তাব পক্ষে ঐ বাড়িব এক অংশ বিক্রি কবে দেওয়া কতক্ষণেব ব্যাপাব?"

পালানদা একটু চুপ করে থেকে বিষয়টা একটু বুঝে দেখবাব চেষ্টা করল। তারপর বললে, "শশাঙ্কব বউ ছেলেমেযে সব গিধিনিতে আছে। আর ঐ লখাইও তো এখন কয়লাব ব্যবসা করছে আর মস্তানি কবছে। ও একটু বেশি রকম বিবক্ত কবত শশাঙ্ককে। কযেকবাব মারধোবও করেছে। মাঝে-মধ্যে অসম্ভব রকমের টাকা দাবি করত। আমাব যতদূর মনে হয় বাবু, এ ওই লখাইটার কাজ।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আর আমার কিছু জানবার নেই। শশাঙ্কবাবুর ছেলে-মেযে কটি?"

"দুটি। মেয়েটির বিযেব বযস হযেছে, ছেলেটিও বছব পনেবোব।"

আমি সোজা পালানদাব দোকান থেকে স্টেশনে চলে এলাম।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টাবে গিয়ে জিজ্ঞেস কবলাম, আজ ভোরে কোন বিশাল শরীর যুবক গ্যালুডি অথবা গিধিনিব টিকিট কেটেছে কিনা।

কাউন্টারবাবু হেসে বললেন, "খুনের ব্যাপাবে পুলিশী তদন্ত বুঝি? তাহলে শুনুন, এই ধরনের লোকেরা টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠে না। তবে আপনি যেবকম চেহারাব কথা বলছেন, ঐরকম চেহারার একজনকে আমরা প্রায়ই এখানে নামা-ওঠা করতে দেখি। আজও দেখেছি। ও সকালেব প্যাসেঞ্জারে চলে গেছে।"

আমি এবার সোজা চলে এলাম বাসুদেববাবুর বাড়ি। ইতিমধ্যে বাসুদেববাবু তাঁর ছেলেমেয়েকে টেলিগ্রাম করে এখানে আসতে লিখেছেন। আমি যেতেই বললেন, "পুলিশ রিপোর্ট পেয়ে গেছি।"

"সে কি। এত তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ। পুলিশ রিপোর্ট বলছে এটি খুনের ঘটনা নয়। ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ।"

আমি অবাক হয়ে বাসুদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। খুব ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করলাম লোকটিকে। মিটমিটে শয়তান নয় তো? টাকার জোরে হয়তো নিজেই ভাইকে মেরে টাকার জোরেই পুলিশকেও ম্যানেজ করে ফেলেছেন! তবু বললাম, "তাহলে বলছেন এটি খুনের ঘটনা নয়?"

"না। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখুন, যত অপরাধই করুক, হাজার হলেও মার পেটের ভাই। যতক্ষণ বেঁচেছিল ততক্ষণ সে শত্রু ছিল। এখন কিন্তু ও আবার আমার সেই হারানো ভাই। তাই দুজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি ওর বউ-ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসবার জন্য। শুধু তাই নয়, আমি ঠিক করেছি এখন থেকে ওরা এই বাড়িতেই থাকবে। এতবড় বাড়িতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। সত্যি বলতে কি, হাঁপিয়ে উঠেছি মশাই। তাছাড়া আমার স্ত্রীরও তাই ইচ্ছে। হয়তো এখানে থাকলে ওর ছেলেটা মানুষ হয়ে যাবে, মেয়েটারও বিয়ে-থা দেওয়া দরকার। তাছাড়া এই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে এখানকার অনেক লোকেরই ধারণা, আমি নাকি আমার ভাইকে বঞ্চিত করে সবকিছু ভোগ-দখল করছি। কিন্তু ওরা তো ভেতরের ব্যাপার জানে না। এখন দেখুক ওরা আমাকে যা ভাবে আমি তা নই।"

"আপনি তাহলে আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে সবকিছুই জানতেন?"

"সব জানতাম। কোথায় থাকে না থাকে সব। এক এক সময় ভাবতাম, যাই ওর বউ-ছেলেমেয়েগুলোর পাশে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়াই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর ঐ চণ্ডমূর্তির কথা মনে পড়ত অমনি ঘৃণায় এবং রাগে সারা শরীর চনমন করে উঠত।"

"আপনার এই মনোভাবের কথা কিন্তু গোড়ায় আপনি আমাকে বলেননি। যাই হোক, আপনার অন্তরের যথার্থ পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলাম। এর চেয়ে সুন্দর সলিউশান আর হতে পারে না। এখন তাহলে কি করবেন?"

"লোকজন সব তৈরি রেখেছি। ওর বউ-ছেলেমেয়ে এখানে এসে হাজির হলেই দাহকার্যটা শেষ করে ফেলব। আমার ছেলে-মেয়েদের আসতে অবশ্য দেরি হবে। মেয়ে এলে সন্ধের আগে আসতে পারবে না। ছেলেদের আসতে দু'একদিন দেরি হবে।"

সৌদামিনী বললেন, "আপনি তাহলে—।"

আমি বললাম, "আপনারা চাইলে আমি আজই চলে যেতে পারি। আমার বন্ধু বিকেল নাগাদ এসে পড়বে আশা করি।"

বাসুদেববাবু বললেন, "না না, এ কি কথা! আমরা চাইব কেন?"

সৌদামিনী বললেন, "কিছু মনে করবেন না, মানে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আসলে অশৌচের বাড়ি তো। আপনাদের আতিথেয়তার অনেক ত্রুটি হয়ে যাবে হয় তো।"

আমি বললাম, "আমাদের জন্য ভাববেন না। আমরা তো কুটুম নই। যে কাজের জন্য আসা, সেই কাজই যখন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত শেষ হয়ে গেল তখন

এখানে থেকেই বা কি কবব। বন্ধু এসে পড়লে যদি সময় থাকে তাহলে আজই চলে যাবো। নযতো কাল সকালে আমবা যাচ্ছিই। আমাদের খাওয়া-দাওযাব ব্যাপাবে চিন্তা কববেন না, বাজারে খেযে নিতে পাবব।"

বাসুদেববাবু বললেন, "ও ব্যাপাবে আপনাকে একটুও ভাবতে হবে না! সে দায়িত্ব আমাব। বরং আপনি থেকে আজকে আমাদেব পবিবাবেব মিলনটা দেখে যান।"

আমি সানন্দে এই প্রস্তাব মেনে নিলাম। পাশেব বাড়িব একটি মেযে এসে আমাকে চা-টোস্ট দিযে গেল। নিযমানুযাযী এ বাড়িতে এখন উনুন জ্বলবে না।

দুই আব দুইযে চাবেব মতই সব হিসেব ঠিক ঠাক হযে গেল। পলাশবাবু সন্ধেব পব এলেন। শশাঙ্কবাবুর বউ-ছেলেমেযে এল বাত্রিবেলা। ওব ছেলেই মুখাগ্নি কবল বাবার। তবে এই বাড়িতে থাকাথাকিব প্রস্তাবটা ওব বউ মেনে নিতে পাবল না। সে বলল, "যাব সঙ্গে সম্পর্ক, সেই যখন চলে গেছে তখন এ বাড়িতে আমি কোন অধিকাবে থাকব? তবে মেযেটা আমাব কাছে থাকুক। আব ছেলেটাকে আপনাবা বাখুন। হাজাব হলেও বংশেব ছেলে। লেখাপড়া শিখে যেন মানুষ হয। বাবাব মত না হয যেন। আব এই মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, আমার এ ব্যাপাবে কোন অভিযোগ নেই। কাবণ যেসব লোকেদেব সঙ্গে ও মিশত, তাতে অপঘাত মৃত্যুই ওব অবধাবিত এ আমি জানতাম। আব সেইজন্যই আমবা মা-মেযেতে সেলাই-বোনাব কাজ শিখে সংসাবটা চালিযে নিচ্ছিলাম।"

অভিযোগ যেখানে নেই, সেখানে কোন তদন্তও সম্ভব নয। কিন্তু তবুও আমাব মনে হতে লাগল শশাঙ্কবাবুব ইন্টাবন্যাল হ্যামাবেজ কি কবে হ'ল? এক পাটি জুতো ঐ ভাঙা বাড়িব মধ্যেই বা পাওযা গেল কেন? এবং সেই বিশাল শরীর যুবক আসলে কে?

পলাশবাবু সব শুনে বললেন, "ছেড়ে দিন তো মশাই। মিটে যখন গেছে তখন অযথা আর কাদা ঘোলা কবে লাভ কি? কাল সকালেই কেটে পড়ি চলুন।"

"সে তো যাবই। তবে সবকিছুব শেষ না দেখে তো আমি যাই না। তাই ঐ বিশাল শরীব যুবকের মুখোমুখি একবার আমাকে হতেই হবে। কাল ফার্স্ট ট্রেনেই একবার গ্যালুডি যাই। লখাই নামে ছেলেটিব একবাব খোঁজ করে আসি।"

পলাশবাবু বললেন, "পাগলেব পাল্লায যখন পড়েছি যেতে তখন হবেই। কথায আছে না, বাঁশ কেন ঝাড়ে, আব আমাব ঘাড়ে।"

যাই হোক, সেবাতে ঘুম তো হ'ল না। কোন বকমে ভোবেব আলো ফুটে উঠতেই বাসুদেববাবুর শোকসন্তপ্ত পবিবাবেব কাছে বিদায নিযে আমবা স্টেশনেব দিকে এগিযে চললাম। তাবপব টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে সকাল আটটাব মধ্যেই গ্যালুডি।

এত সহজে যে বহস্যেব আববণ উন্মোচন হবে তা ভাবিনি। দীর্ঘদেহ লখাই ওর কয়লাব দোকানে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পবে নাক ডাকাচ্ছিল। আমবা গিয়ে ঘুম ভাঙিযে ওকে তুলতেই ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল সে। এত ভয় পেযে গেল যে, রীতিমত

কাঁপতে লাগল।

আমি আমার মরণযন্ত্রটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ?"

লখাই ভয়ে ভয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"

"তোমাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে।"

লখাই কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, "দোহাই স্যার, আমার কথাটা আগে শুনুন। আমি ওকে খুন করিনি।"

"তা না করলেও তুমি একজন গোয়েন্দাকে আঘাত করে মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে এসেছো। তোমার তো বাঁচার কোন রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশ এবং ডিটেকটিভের গায়ে হাত দেওয়ার শাস্তি কি তা তুমি জান?"

"জানি না, জানতে চাইও না। আমি আপনার পায়ে ধরছি, আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমার ব্যাপারটা পরে আসছে। এখন যা যা জিজ্ঞেস করব, তার ঠিকঠাক উত্তর দেবে; এবং মিথ্যা কথা বলবার বা পালাবার চেষ্টা করবে না। যদিও পালাতে তুমি পারবে না, কারণ চারিদিকে সাদা পোশাকের পুলিশ তোমার জন্য ফাঁদ পেতে আছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়বে তুমি। প্রয়োজনে গুলি চলবে।"

"না, আমি সে চেষ্টা করব না।"

"ঠিকানা খুঁজে এই জায়গায় যখন এসে পড়েছি তখন বুঝতে পারছ, নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় তোমার নাম কতখানি জায়গা জুড়ে লেখা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এখন বল তো দেখি, সে রাতে ঠিক কী হয়েছিল? এবং কিভাবে তুমি শশাঙ্কবাবুকে খুন করলে?"

লখাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমি ওকে মারিনি হুজুর, বিশ্বাস করুন। আমি খুনী নই।"

"তাহলে ওই দিন ওখানে তুমি কী করছিলে?"

"ওকে মারব বলেই গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"আপনি হয়তো জানেন না, ঐ লোকটির জন্য আমি সারাজীবন আমার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।"

"আমি সব জানি। তোমার মা নিজেই তোমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তার জন্য ঐ লোকটা দায়ী নয়; কেন তিনি তোমাকে ছেড়ে চলে যান?"

"আমার বাবার অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে আমার মাকে ও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু পরে আমার মাকে ও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।"

"প্রমাণ আছে তোমার কাছে?"

"আছে বৈকি। তাই আমিও ওর পেছনে দীর্ঘদিন শনির মত লেগে থেকে একসময়

মেরে ফেলব ঠিক করেছিলাম। বাড়িতে ও খুব কমই আসত। একটা জুয়াচোরের পাণ্ডা ছিল ও। চুরি ছিনতাইও কর। কাল যেখানে ভাঙা মন্দিরের কাছে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, ওইখানেই মাঝে-মধ্যে ওরা ঘাঁটি গাড়ত। এইসব খবর দেবার কিছু লোকও ওখানে আছে আমার। তাই সুযোগ সুবিধা পেলেই ওখানে যেতাম এবং ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করতাম। এমন কি কখনো কেড়েও নিতাম। আসলে আমি চেয়েছিলাম ওকে দুষ্টগ্রহের মত ভয় দেখিয়ে তিল তিল করে শেষ করতে। দীর্ঘদিন ধরে ওর লোকেরা চেষ্টা করছিল বাসুদেববাবুকে খুন করে ওই বাড়ির দখল নেবার। তা সেদিন যখন ওরা পাকাপাকিভাবেই ওই কাজটা করে ফেলার মতলব নেয়, তখন আমিই ওকে খুন করার জন্য এগিয়ে যাই।”

“তারপর?”

“আমি ওখানে পৌঁছে ওদের গোপন ঘাঁটিতে আড়ি পেতে শুনি ওদের পরিকল্পনাটা বানচাল হতে বসেছে। ওরা ঠিক করেছিল, ভোরে যখন বাসুদেববাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরোবেন খুনটা তখনই করবে। কিন্তু হঠাৎ ওরা জেনে ফেলেছে, কলকাতা থেকে নাকি দু'জন গোয়েন্দাকে এনে কাজে লাগানো হচ্ছে ওদের জব্দ করবার ব্যাপারে। তাই ওদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ওরা চারজন। আমি একা। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না ওদের। শুধু একটা লোহার রড ছিল সঙ্গে। যাই হোক, ওদের পরিকল্পনা বানচাল হলেও আমার মাথায় খুন ছিল। ভেবেছিলাম আমার এই শাবলের মত হাত দুটি দিয়ে ওর গলার টুঁটি টিপে মেরে ফেলব ওকে। তা আমাকে দেখামাত্রই ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একজন রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে এলে তাকে বেশ করে ঘা-কতক দিই। সেই সুযোগে ওরা পালাতে থাকে। তখন আমিও ওদের তাড়া করি। কিছুদূর গিয়েই ধরে ফেলি সব কটাকে। সেখানে আমাদের মধ্যে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। একজনের হাত থেকে লোহার রডটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিই। তারপর একজনের মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি মারতে গেলে ঘুষিটা দৈবক্রমে শশাঙ্কবাবুরই ঘাড়ের পেছনে লাগে। আর সেই আঘাতেই ছিটকে পড়ে দু'একবার ছটফট করে স্থির হয়ে যায় ও। ওকে যেভাবে মারবার ইচ্ছে ছিল আমার, সেইভাবেই কষ্ট দিয়ে মারতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অপর লোকটি তখন আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে পালিয়েছে। আমি আর কি করি? ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। অত রাতে গাড়ি তো নেই। তাই আশপাশেই লুকিয়ে রইলাম। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল হ'ল—এই ঘটনাটাকে পুলিশ কী ভাবে নেয় তা জানবার। এই সময় আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আর সত্যি বলতে কি, আপনাকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কী যে সব আলফাল বকলাম কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! আমার মৃতা মায়ের দিব্যি, আমি আর কখনো কোন খারাপ কাজ করব না।”

আমি যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে বললাম, “ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা বুঝতে

পারছি না, তোমার কথা যদি ঠিক ঠিক হয় তাহলেও শশাঙ্কবাবুর চটিজুতোটা ঐ ভাঙা মন্দিরে গেল কি করে? তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবার সময়ে ছেড়ে গেলেও এক পা খালি এবং এক পায়ে চটি পরে নিশ্চয়ই উনি ছুটতেন না। অপর পাটি পথেই পড়ে থাকত।"

লখাই বলল, "এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না স্যার। আসলে তখন মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, কে কী পরেছিল না ছিল তা খেয়ালই করিনি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। ধরে নিলাম ওই চটিজুতোটা ঘটনাস্থলেই পড়েছিল। হয়তো কোন কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে।"

"হতে পারে।"

"কিন্তু শশাঙ্কবাবুর দলের ঐ লোকগুলোর ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে পারবে?"

"স্যার, ওদের সবাইকে আমি চিনি। ধরিয়েও দিতে পারি। কিন্তু দল ওদের বিরাট। কান টানতে গেলে যদি মাথা এসে যায়, তাহলে কিন্তু আমাকে আপনি ক্ষমা করলেও ওরা বাঁচতে দেবে না। তবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, বাসুদেববাবুর কোন ক্ষতি আমি হতে দেবো না। যদি এর পরেও কেউ ওনার কোনরকম ক্ষতি করে তখন আমি নিজে গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলবো। আর আমার ঠিকানা তো আপনাদের জানা। আমি তো ওদের মত উড়ো খৈ নই যে পালিয়ে বেড়াব!"

আমি লখাইয়ের পিঠচাপড়ে বললাম, "এই কথাই রইল কিন্তু। কোন ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আর শোন, অপ্রয়োজনে ঐ অঞ্চলে তোমার আর যাবার প্রয়োজন নেই। তোমার আসল শত্রু তো নিপাতে গেছে।"

লখাই আনন্দে আমাদের দুজনের পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

আমরা ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাইরে কোথাও কোন পুলিশ প্রহরা ছিল না। ওকে ভয় দেখাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

যেতে যেতে পলাশবাবু বললেন, "এটা কি রকম গোয়েন্দাগিরি হ'ল? ও যা বললো, ওর কথায় বিশ্বাস করে ওকে ছেড়ে দিলেন?"

আমি হেসে বললাম, "মনে হয় মিথ্যে বলেনি। আর বলেই বা ওর লাভ কি। বলার মধ্যে ওর অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি তো রয়েইছে। তাছাড়া সব সময় প্রতিশোধ নিয়ে বা লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে সবকিছুর সমাধান হয় না। বিশেষ করে শশাঙ্কবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে ঘটনার জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে, সেখানে কী লাভ অযথা থিতনো জলকে ঘোল করে?"

পলাশবাবু বললেন, "এখন তাহলে আমরা কোথায় যচ্ছি?"

"আপাতত কোথাও একটু জলযোগ সেরে আবার ঘাটশিলায়।"

আমরা দুজনে হেঁটে হেঁটে স্টেশনের কাছে এসে একটি চা-দোকানে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। পলাশবাবু পাশের একটি দোকান থেকে একগাদা সিঙাড়া কিনে আনলেন।

রহস্য তদন্ত



অমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। টানা টানা চোখ। আর টকটকে ফর্সা গায়ের রং। ঠিক যেন চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো। বয়সও খুব বেশি নয়। ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। একেবারে গৌরাঙ্গ অবতার যাকে বলে ঠিক তাই। অথচ এইরকম একটি রূপবান ছেলের হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে

দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফৌজদারি কোর্টে। তার অপরাধ? একটি অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি এবং বাড়ির গৃহিণীকে খুন। ভাবতেও অবাক লাগে এই রকম একটি ফুটফুটে তাজা কিশোর খুন করেছে বলে। যাব বাইবেব রূপ অমন নির্মল জোছনার মতো তার ভেতরে ঐরকম পাশব প্রবৃত্তি কী করে জাগে?

ব্যাপাবটা আমার মনকে বেশ নাড়া দিল। আমাব এক উকিল বন্ধুর কাছে একটি বিশেষ কাজে হাওড়া কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখলাম দৃশ্যটা। উকিল বন্ধু বললেন, "আমরা ওরকম কত দেখছি ভাই। তুমি দেখো। আসলে লোভ এমনিই জিনিস যে লোভেব বশবর্তী হয়ে মানুষ কবতে পাবে না এ জগতে এমন কিছুই নেই।"

উকিল বন্ধুব কথায় কিন্তু আমাব মন ভবল না। তাই ওর বিচাব দেখতে গেলাম।

আমাব মনেব মধ্যে যা হচ্ছিল ছেলেটিব মুখ দিযেও বিচাবেব কাঠগড়ায় দাঁডিযে তাই ব্যক্ত হল। ছেলেটি আকুল কান্নায ভেঙে পড়ে বললো, "না না না, আমি খুন কবিনি। আব ঐ মূর্তি? আমি ওর নিত্য সেবা কবি। ও মূর্তি চুবি করে আমাব লাভ? তাছাড়া কববই বা কেন?"

বিচাবক জিজ্ঞেস কবলেন, "তুমি যদি সত্যি এ কাজ না কবে থাকো তাহলে অনুমান কবতে পাবো কে কবেছে বা করতে পাবে?"

"তা কি কবে জানব হুজুব। তবে আপনি বিশ্বাস করুন, ও কাজ আমি কবিনি।"

"কিন্তু পোস্টমর্টেমেব বিপোর্ট বলছে হেমপ্রভা দেবীকে ধারালো অস্ত্র দিযে হত্যা কবা হয়েছে। এবং সেই অস্ত্রের হাতলে তোমাব হাতের ছাপ। শুধু তাই নয়, বাড়ির মালিক সুধাকান্তবাবুও তোমাকেই সন্দেহ করছেন। এব পরও তুমি বলবে তুমি খুন কবোনি?"

ছেলেটি এবাবও কেঁদে কেঁদেই বলল, "হ্যাঁ, এর পরেও আমি বলব আমি খুন কবিনি, আমি চুবি কবিনি, কে কবেছে তাও জানি না। আমি সন্ধেব সময শীতল আবতি করব বলে ঠাকুবঘবে গিযে দেখি মূর্তি নেই। আব মা ঠাকুবণ ঘবেব মেঝেয মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। বক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘব। মা ঠাকুবণেব বুকেব মাঝখানে একটা ছোরা গাঁথা। আমি নিজেব হাতে সেটা বুক থেকে তুলে নিই। আব ঠিক সেসময়ই বাবু বাইরে থেকে বেবিযে এসে ঠাকুবঘবে প্রণাম কবতে গিযে ঐ দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপব তো থানা পুলিশ অনেক কিছুই হ'ল। পুলিশ আমার কোন কথাই বিশ্বাস করল না। আমাকে ধবে নিয়ে আটকে বাখল।"

শুনানি সেদিনের মতো মুলতুবি বেখে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন।

আমি আমাব মনোযোগ ছেলেটিব প্রতি আরো বেশি করে নিবদ্ধ করলাম। ছেলেটির মুখ দেখে বা তাব বক্তব্য শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয হ'ল যে ছেলেটি নির্দোষ। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবলাম ছেলেটি যদি সত্যিই নির্দোষ হয় তাহলে যে ভাবেই হোক বাঁচাবো তাকে। আর সেই সঙ্গে আমি নিজে পূর্ণ তদন্ত করে আসল ঘুঘুকে খাঁচায় পুবে

লটকে দেব ফাঁসির দড়িতে।

সেরাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ছেলেটিব কথা। ওর সবলতায ভরা মুখখানি বার বার ভাসতে লাগল চোখেব সামনে।

আইনেব চোখে ও হযতো নাবালক। কিন্তু শিশু ও কিশোবদেব মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিচার কবতে গিযে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে একেবারে বেওযাবিশ বাস্তার ছেলে ছাড়া এই বযসেব কিশোরদেব মধ্যে বড একটা খুন কবাব প্রবণতা জানো না। এক্ষেত্রেও ছেলেটি বাব বাব বলছে সে খুনী নয। এবং এই অপরাধ সে কবেনি। ছেলেটি সত্যিই যদি খুনী না হয, তাহলে তাকে বাঁচানো মানুষ হিসাবে আমার একটা পবিত্র কর্তব্য নয কি?

আমি সবকাবী গোযেন্দা নই, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কোথাও কোন বহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই। এবং সাধ্যমতো জট ছাড়াবাব চেষ্টা কবি। ঈশ্ববেব কৃপায এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হইনি আমি। তাই এই ছেলেটিব ব্যাপাবেও আশা কবি সফল হতে পাববো।

আমাব উকিলবন্ধু বণেন্দুশেখরকে বলেছি যেভাবেই হোক ছেলেটিকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পুলিশকেও ফোনে অনুরোধ কবেছি এই ব্যাপাবে তাঁবাও যেন আমাব সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

ছেলেটিব সম্পর্কে খোঁজখবব নিযে যা জেনেছি তা হ'ল, ছেলেটি নিবাশ্রয় এবং পিতৃমাতৃহীন। বর্তমানে সুধাকান্ত বায নামে এক ভদ্রলোকেব বাড়িতে থাকত। তাঁব অন্নে প্রতিপালিত হোত। কোচবিহাবেব মহাবাজাব দেওযা একটি অষ্টধাতুব মূর্তিব সেবা-পজা করত ছেলেটি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ঐ অষ্টধাতুব মূর্তিটি চুবি কবে এবং চুরিব জন্যই খুন করে বাড়ির গৃহিণীকে। যদিও মূর্তিটি ছেলেটির কাছ থেকে পাওয়া যায নি।

বাত এখন দশটা। আজ আব কোন বকম পড়াশুনায মন বসাতে পাবলাম না। ঘবেব কোণে কোবোসিন জনতায ভাত ফুটছে। দুটো ডিম ছিল। একই সঙ্গে সিদ্ধ হতে দিযেছি। খেযে শুযে পড়া যাবে।

ছেলেটির পক্ষেও কোন আইনজীবী নেই যে তা নয়, সবকাবী উকিল একজন যিনি আছেন ওকে বক্ষা কবাব ব্যাপাবে তাঁবও কোন আগ্রহ নেই। নেহাত দাঁড়াতে হয তাই দাঁড়িযেছেন। এখন একমাত্র আমি যদি এই জটিল রহস্যেব জট খুলে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি তো বাঁচে ছেলেটি।

এমন সময় ক্রিরিরিরিবিং...ক্রি...।

আমি উঠে গিযে ফোন ধবলাম। বিসিভাব কানে লাগিযে বললাম, "হ্যাল্লো! অম্বব চ্যাটার্জী স্পিকিং।"

"আমি বণেন্দু বলছি।"

"হ্যাঁ বলো। কী খবর? জানতে পারলে কিছু?"

"তার আগে বলো কেসটা কি তুমি সত্যিই নিচ্ছ?"

"প্লিজ, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু রেখো না। ওর ব্যাপাবে তদন্তটা আমিই করব।

পুলিশকেও আমি সে কথাটা জানিযে দিযেছি। আর উকিল হিসেবে ওর হযে তোমাকেই দাঁড়াতে হবে। তুমি 'না' কোবো না।"

"ব্যাপাব কি বল তো? হঠাৎ তুমি ছেলেটিব প্রতি এত সদয হযে উঠলে কেন?"

"তা জানি না ভাই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটিকে দেখে আমাব খুব মাযা হচ্ছে। আর বিশ্বাস কবো, ওব ঐ অসহায অবস্থা এবং চোখের জল দেখে আমি থাকতে পাবছি না! তাছাড়া কেন জানি না আমাব মন বাব বাব বলছে ছেলেটি খুনী নয। ও চুবি কবেনি!"

"আমি কালই ওকে ছাড়িযে আনাব ব্যবস্থা কবছি। কিন্তু ছেলেটাকে তুমি বাখবে কোথায?"

"কেন, আমাব বাড়িতেই।"

"তোমার বাড়িতে? তুমি কি জান, ছেলেটি যদি সত্যিই খুনী হয, তাহলে ও যখন বুঝবে গোয়েন্দা হযে তুমি ওব খুনেব তদন্ত কবছ তখন হযতো তোমাকেই খুন কবে বসবে। তাব চেযে আমি বলি কি, ও পুলিশেব হেফাজতেই থাকুক। তুমি বরং ওব সঙ্গে দেখা কবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কবে তোমাব তদন্ত চালাও। হঠাৎ ঝোঁকেব মাথায় কাঁচা কাজ কবতে যেও না।" এই বলে বণেন্দু ওর ফোন নামিযে বাখলো।

আমিও ঠিক কী যে কবব তা ভেবে পেলাম না। ও একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ। কথা যা বললো তা মিথ্যে নয। কে বলতে পাবে যে, ছেলেটিব ঐ অসামান্য রূপের ভেতবেও একটা কদর্য রূপ নেই? ছেলেটি তো সত্যিই খুন কবে থাকতে পাবে। বিশেষ কবে ওব যখন কেউ কোথাও নেই তখন ওব কাছে আমাব এই মৌড়িগ্রামের ঘবখানিও যা কযেদখানাও তাই।

আমি আব দেরি কবলাম না। গবম ভাতে ঘি আব ডিমসিদ্ধ দিয়ে খেযে নিলাম। তাবপব ঠিক কোন কোন পদ্ধতিতে এই কেসটা নিযে তদন্তেব কাজ শুরু কবব সে বিষযে ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

পবদিন সকালে যখন আমি পুলিশ হেফাজতে ছেলেটিব সঙ্গে দেখা করব বলে গেলাম তখন ওখানকার ভাবপ্রাপ্ত অফিসাব বহমন সাহেব আমাব সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন।

রহমন সাহেব এখানে নতুন এসেছেন। কিন্তু মানুষটি খুব ভালো। বললেন, "আমারও মশাই মায়া হচ্ছে ছেলেটিকে দেখে। তবে কিনা এই সব ক্রিমিনালদের ধবণ-ধারণ যে কত বকমেব হয তা বোঝা মুশকিল। মনে করুন ঘরেব ভেতর কেউ নেই, শুধু এই ছেলেটি এবং হেমপ্রভা দেবী ছাড়া। বহুমূল্য একটি অষ্টধাতুর মূর্তি উধাও এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্ত্রী খুন। ছোবার হাতলে ছেলেটির হাতের ছাপ। তার ওপর ছেলেটি ওদের অনাত্মীয়। যদিও ভয় দেখিয়ে বা মারধোর করে কোন রকমে ওব মুখ থেকে

কোন কথা আমরা বার করতে পারিনি, তবুও ছেলেটি নিরপরাধ এমন কোন প্রমাণও আমরা পাইনি। অতএব বাধ্য হয়েই সন্দেহভাজন হিসেবে ওকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং বিচারকের কাছে নিয়ে গেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য, ঐ বাড়ির যিনি মালিক অর্থাৎ সুধাকান্তবাবু পর্যন্ত ওর ব্যাপাবে হ্যাঁ বা না কিছু বলছেন না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, উনি কেবলই বলছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। আমার কি বকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা এমন কি হতে পাবে না, সুধাকান্তবাবু নিজেই খুন কবেছেন স্ত্রীকে?"

"হতে পাবে। তবে বর্তমানে বযসেব ভাবে উনি এত বেশি অক্ষম হয়ে পডেছেন যে এখন আব তাঁকে সন্দেহ কবা যায না।"

"উনি কি চলাফেবা কবতে পাবেন না?"

"সব পারেন। লাঠি ধবে সিঁড়ি দিযে নামা-ওঠাও কবেন। পার্কে গিযে বসেন। তবুও বড় দুর্বল।"

"আমি এ ব্যাপারে ছেলেটিব সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"বেশ তো বলুন।"

আমি উঠে গিয়ে গরাদব ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে দেখলাম। এক কোণে বসে বসে কাঁদছিল ছেলেটি।

গবাদেব তালা খুলে ওকে বাব কবে আনতেই ছেলেটি আমার পাযেব ওপর লুটিয়ে পড়ল। তাবপব কেঁদে বলল, আমাকে বাঁচান। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চুবি করিনি, আমি খুন করিনি। বিনা দোষে আমাব জেল হবে, ফাঁসি হবে। আমাকে সবাই বলছে আপনি নাকি আমাকে বক্ষা কববেন বলে এগিযে এসেছেন।"

"সবাই কাবা?"

"এই তো পুলিশবা। এবা বলছে—যে লোক তোব হযে দাঁড়িযেছে তোব আব ভয় নেই। এবাব তুই ছাড়া পাবি।"

"ওরা ঠিকই বলছে। আমি দাঁড়াচ্ছি তোমাব জন্যে। কিন্তু বাবা আমি যা জিজ্ঞেস কবব তার ঠিকমতো উত্তব যদি দাও তো সহজেই বেরিযে আসতে পারবে। নাহলে আমারও কিছু কববার থাকবে না। কেননা পুলিশই বলো আব গোয়েন্দাই বলো, আমরা তো আইনেব ঊর্ধ্বে নই। আগে বলো, তোমাব নাম কি?"

"আমার নাম রাখহবি চক্রবর্তী।"

"রাখহরি! এ নাম তো তোমাকে মানায না। এ তো চাকরবাকরদের নাম। তোমাব নাম হওয়া উচিত ছিল বাধমোহন, গৌবাঙ্গসুন্দব—এই বকম।"

ছেলেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কী কবব বলুন, মা বাবা আদর কবে যে নাম রেখেছেন তাই বযেছে। শুনেছি আমার দু'তিন দাদা জন্মাবার পরই মারা যান বলে আমার নাম হয়েছে রাখহরি। হরি আমাকে রক্ষা করেছেন।"

"হবি এবাবও তোমাকে বক্ষা কববেন যদি তুমি সত্যি কথা বলো বা নির্দোষ হও।"

"আমি নির্দোষ!"

"তোমাব মা বাবা বেঁচে আছেন?"

"না। আমি যখন খুব ছোট তখনই মাবা যান তাঁবা। এক বছবেব মধ্যে মা বাবা দুজনেই।"

"তাঁদেব কারো কথা মনে পড়ে তোমাব?"

"মাযেব কথা আমাব আজও মনে পড়ে। কী সুন্দব দেখতে ছিল আমাব মাকে। দুধে-আলতায়-গোলা গায়ের বঙ। আমবা খুব গবীব ছিলুম। সেজন্যে পেটভবে খেতে দিতে পাবতেন না বলে আমাকে বুকে নিযে কত কাঁদতেন আমাব মা।"

"যাক, বাবাব কথা তাহলে মনে পড়ে না তোমাব?"

"খুব আবছা। কেননা বাবা তো বর্ধমানে কাজ কবতেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন।"

"দেশ কোথায তোমাব?"

"আমাদেব দেশ জৌগ্রাম। সেখানে অবশ্য কিছুই নেই এখন। কেউ কোথাও নেই।"

"হুঁ। সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে তোমার পবিচয় কী কবে হলো? কী ভাবে তুমি ওনাব বাড়িতে এলে?"

আমাব জেবাব উত্তবে ওব মুখ থেকে যা শুনলাম তা হ'ল এই—

বাখহরিব যখন সাত বছব বয়স তখন ওর বাবা মারা যান। আট বছব বযসে মা। তাবপর থেকে এব-ওব বাড়িতে মানুষ ও। বাবা-মা'ব কৃপাতেই গ্রামেব পাঠশালায বর্ণ-পরিচয যা হবার তা হযেছিল। তাবপব বছব তিনেক কেটে যাবাব পব এগারো বছব বযসে ওব গ্রামসুবাদে এক কাকা ওকে কলকাতায নিযে আসেন এবং কালীঘাটে পৈতে দিয়ে এক ঠাকুববাড়িতে রেখে যান। সুধাকান্তবাবু সেখান থেকেই আবিষ্কাব কবেন ওকে।

ওব ফুটফুটে চেহারা এবং ঢলঢল নিষ্পাপ মুখখানি দেখে অপুত্রক সুধাকান্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ওকে নিজেদেব বাড়িতে নিয়ে এসে ছেলের মতো আদর-যত্নে বেখে দেন। সুধাকান্তবাবুব স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী তাঁব বহুমূল্য অষ্টধাতুর বিগ্রহেব সেবাপূজাব দাযিত্ব রাখহবিকেই দেন। রাখহরিও নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ করতে থাকে। সুধাকান্তবাবুরা রাখহরির সৎ-চরিত্রের নির্দশন পেযে এবং তাব আনুগত্যে বিগলিত হয়ে ঠিকই করেছিলেন, তাকে তাঁবা আইনগতভাবে সন্তান হিসেবে গ্রহণ কববেন এবং তাদেব বিষয়সম্পত্তি সব কিছু তাকেই দিযে যাবেন। বিনিময়ে বাখহরি ওদের দুজনকে মা বাবা বলে ডাকবে এবং তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলেব কাজ করবে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিকৃত্য ইত্যাদি।

কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন আগে সুধাকান্তবাবুর এক ভাগনা পাটনা থেকে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিল। সে এসে প্রায় মাসখানেক এই বাড়িতে বসে রইল। এবং রাখহরিকে

তাড়িয়ে দিয়ে যাতে তাকে এখানে রেখে দেওয়া হয় এইরকম আবদারও ধরল। শুধু তাই নয়, এও বলল যে এইসব অজ্ঞাত-কুলশীল ছেলেরা কখনো পোষ মানে না। এবং সুযোগ পেলেই এরা গৃহস্থের বুকে ছুরি মেরে পালায়। যাই হোক, হেমপ্রভা দেবী এবং সুধাকান্তবাবু দুজনেই তাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ তার চালচলন কথাবার্তা ছিল লোফারদের মতো। একদিন হেমপ্রভা দেবী খুব যা-তা করে অপমান করলেন তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ভাগনাবাবুটি বিদায় নিল। তবে যাবার আগে রাখহরিকে শাসিয়ে গেল, সে যদি এক মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় এই বাড়ি থেকে চলে না যায় তাহলে তার কপালে নাকি অনেক দুঃখ আছে।

আমি ধৈর্য ধরে রাখহরির সব কথা শুনছিলাম এতক্ষণ। এইবার তাকে প্রশ্ন করলাম, "সুধাকান্তবাবুর সেই ভাগনেবাবুর নাম কি?"

"ভালো নাম জানি না। তবে ওকে রাজা বলে ডাকা হোত। ওর নাম রাজা রায়।"

"রাজা রায় এই বাড়ি থেকে বিদায় নেবার কতদিন পরে খুনটা হয়েছে?"

"তা ধরুন চার-পাঁচ দিনের মাথায়।"

"আচ্ছা এই খুনের ব্যাপারে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো?"

"কাকে করব বলুন? রাজাবাবু থাকলে ওকেই সন্দেহ করতাম। কেননা ওর যা চালচলন তাতে এ কাজ করা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।"

"তা এই খুনের মামলায় সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা অভিযুক্ত করলেন কেন?"

"সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মা ঠাকরুণ খুব ভোরে উঠে পূজার আয়োজন করতেন। আমিও সাতটা নাগাদ পুজো শেষ করে পড়তে যেতাম। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যেতাম স্কুলে। ফিরতাম বিকেলবেলা। তারপর একটু ঘুরে বেরিয়ে এসে সন্ধেবেলা শীতল দিয়ে আবার পড়াশুনা করতে বসতাম। এই ভাবেই দিন চলছিল। এরই মাঝে রাজাবাবু এলেন। তবে রাজাবাবু চলে যাবার পর বাবু যেন কি রকম হয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধেবেলা আমি যখন ঠাকুরঘরে শীতল দেবো বলে গেছি তখন দরজা খুলে আলো জ্বেলেই দেখি, সর্বনাশ, চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর মা ঠাকরুণ মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর বুকে একটা ধারালো ছোরা গাঁথা আছে। আমি ছুটে গিয়ে সেই ছোরাটা বুক থেকে যখন টেনে তুললাম তখন মা-ঠাকরুণ মরে গেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই বাবুও বাইরে থেকে এসে পড়লেন। এসে আমার হাতে ছোরা ও মা ঠাকরুণের ঐ অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাবুর চিৎকারে লোকজন সব হৈ-হৈ করে ছুটে এলো। তারপর থানা-পুলিশ অনেক কিছুই গড়াল। আমিও অ্যারেস্ট হলাম।"

"সবই তো বুঝলাম। শুধু বুঝতে পারছি না, সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা সন্দেহ করছেন কেন? ঠিক আছে, তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচাবার।" বলে রাখহরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় চলে এলাম।

হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে সুধাকান্তবাবুর বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছলাম, বেলা তখন দশটা। সাবেককালেব বনেদী বাড়ি। কড়িববগা দেওয়া ঘর। পাঁচিল-ঘেবা বাগান, পুকুব। এক পাশে ঠাকুরঘর। ঘবেব দবজায শিকল দেওয়া। সুধাকান্তবাবু দোতলায থাকেন।

আমি যেতেই এক ঘোমটা-টানা মহিলা বললেন, "কাকে চাই?"

"সুধাকান্তবাবু আছেন?"

"হ্যাঁ, ওপবে যান।"

আমি ওপবে ওঠার আগে থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে মা?"

"আমি এ বাড়িব ঝি!"

"অ। কতদিন কাজ কবছ এখানে?"

"তা ধরুন না কেন, বছর দশেক।"

"আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস কবি তোমায়, এখানে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত সে ছেলেটি কি রকম? শুনলুম সে নাকি খুনেব দায়ে—।"

"তা কী করে বলব বলুন? এমনিতে তো খুব ভালো, কিন্তু তার মনে যে এই ছিল তা কি কেউ জানত? ঘবেব ছেলেব মতোই ছিল। হঠাৎ কী যে মতিচ্ছন্ন হ'ল।"

"হুঁ। তোমাব ঘবে কে কে আছে?"

"আমাব একটি ছেলে ছাড়া কেউ নেই বাবা।"

"আচ্ছা, রাজাবাবু নামে কাউকে চেনো তুমি?"

"কেন চিনবুনি? বাবুব ভাগ্নে তো। সে কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল, পরের ছেলেকে এইভাবে ঘবে ঢুকিও না, একদিন খুন কবে পালাবে। ঠিক তাই হ'ল।"

আমি মহিলাকে বেশ ভালো করে এক নজব দেখে নিযে বললাম, "তুমি কোথায় থাকো?"

"ঐ তো, ওই আমাব ঘব—ওই যে টিনের চালাটা দেখা যাচ্ছে। আপনি কে বাবু?"

"আমি তোমাদের বাবুর একজন বন্ধু।"

আমি দোতলায উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দার গায়ে প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরের খাটে একটি পরিষ্কার বিছানায় শুয়েছিলেন সুধাকান্তবাবু, আর বেশ গাঁট্টাগোট্টা গোছের ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সের একটি ছেলে খুব যত্ন কবে তাঁব পা টিপে দিচ্ছিল।

আমি যেতেই ছেলেটি বলল, "বাবু, কে এসেছেন!"

"কে?"

আমি বললাম, "আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম অম্বর চ্যাটার্জী। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

"অ। তাই নাকি? আসুন আসুন। আস্তে আজ্ঞা হোক। ওরে ভোলা, বাবুকে বসতে জায়গা দে।"

ভোলা আমাকে একটা চেয়াব এনে দিল।

আমি চেয়ারে বসে বললাম, "তুমি কে?"

"আজ্ঞে, আমি বাবুকে একটু দেখাশোনা কবি। আমার মা এ বাড়িতে কাজ করে।"

"একটু আগে যে মহিলাকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম উনিই কি তোমার মা?"

"হ্যাঁ।"

আমি এবাব সুধাকান্তবাবুকে বললাম, "আচ্ছা আপনাব বাড়িতে বাখহবি নামে যে ছেলেটি থাকত,-আপনার কি ধাবণা ঐ ছেলেটিই আপনাব স্ত্রীকে খুন করেছে?"

"দেখুন, রাখহবি আমাদের ছেলের মতন হয়ে গিযেছিল। কাজেই কোন কিছুব লোভে ও যে আমার স্ত্রীকে খুন কববে এ হতে পাবে না।"

"অথচ পুলিশকে তো আপনি অন্য কথা বলেছেন?"

"মোটেই না। পুলিশকে আমি কোন কথাই বলিনি। সেদিন ঐ দৃশ্য দেখাব পব আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপব জ্ঞান যখন ফিবল তখন দেখলাম আমাব ঘর পুলিশে ভর্তি। আমাব তখন উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কী দেখেছি। তা যা দেখেছি তাই বললাম। ওরা তখন একটা কাগজে কী সব লিখে আমাকে সই করতে বলল। আমি কবলাম। পরে শুনলাম বাখহরিকে ওবা ধরে নিযে গেছে।"

"ও, এই ব্যাপাব! আচ্ছা এবারে বলুন তো, ওই মূর্তি চুরির ব্যাপাবে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কিনা?"

"কাকে কবব? তবে রাখহরি নেয় নি, ও নিতে পাবে না।"

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "ছেলেটির ওপর আপনার এত ভাল ধারণা থাকা সত্ত্বেও ওকে যে জেল খাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সে ব্যাপাবে আপনি নীবব কেন?"

"কী করতে পারি বলুন? এখন আমার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তাব ওপর পুলিশ ওকেই সন্দেহ করছে। ছোবার হাতলে ওব হাতেব ছাপ আছে। তা পুলিশ যা করার তাই করুক।"

"সে কি! ছোবার হাতলে হাতের ছাপ আছে বলেই ছেলেটি অপরাধী হয়ে যাবে? ও তো আপনার স্ত্রীকে বাঁচাবাব জন্যে ওটাকে টেনে তুলতেও পারে? তাছাড়া আপনি তো নিজেই বলছেন এ মূর্তি ও চুরি করতে পাবে না। ঘটনায় এও জানা যাচ্ছে, খুনের অপরাধে রাখহরিকে যখন ধরা হয়েছিল তখন মূর্তি তার কাছে ছিল না। অর্থাৎ এটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, চোর মূর্তি চুবি করে পালিয়ে যাবার সময় আপনার স্ত্রীর দ্বারা বাধা পায় এবং নিরুপায় হয়েই আপনার স্ত্রীকে খুন কবে পালায়।"

"আপনার অনুমানই ঠিক। আমিও কিন্তু মনে মনে ওই রকমই চিন্তা করছি।"

আমি হেসে বললাম, "আপনাব ভাগ্নাবাবুব খবব কি?"

"সে তো চলে গেছে।"

"আপনার কি মনে হয না, এই খুনের পেছনে তাবও কোন হাত থাকতে পাবে?"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "তাব আব খেযেদেয কাজ নেই তো, সে সেই পাটনা থেকে এখানে এসে সামান্য একটু বিষযসম্পত্তিব লোভে আমাব স্ত্রীকে খুন কববে! কী যে বলেন মশাই। এ কোন ছিঁচকে চোবেব কাজ।"

আমি আব এই ব্যাপাবে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না কবে মোটামুটিভাবে একটা খসডা তৈবী কবে তাইতে সই কবালাম সুধাকান্তবাবুকে। খসডাব বিষযবস্তু হ'ল এই যে, বাখহবিব প্রতি সুধাকান্তবাবুব কোন বকম সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তিনি যে স্টেটমেণ্টে সই কবেছেন তা না জেনে। এই চুবি ও হত্যাকাণ্ড বহিবাগত কাবো দ্বাবাই সম্ভব।

সুধাকান্তবাবুব কাছ থেকে আমি বাজা বাযেব ঠিকানা নিযে সেদিনেব মতো ফিবে এলাম সেখান থেকে।

দিনকযেকেব মধ্যেই বাজা বাযকে অ্যাবেস্ট কবে কলকাতায নিযে আসা হল। বেশ সুদর্শন চেহাবা। তবে একটু লোফাব ও মস্তান প্রকৃতিব। পুলিশেব জিজ্ঞাসাবাদেব পব আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু আপনাব কে হন?"

"মামা।"

"হুঁ। আপনি কিছুদিন আগে এখানে এসে মামা-মামীব সঙ্গে খুব ঝগড়া কবে গিযেছিলেন?"

"হ্যাঁ। কাবণ আমাকে আমাব ন্যায্য অধিকাব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। আমি থাকতে অন্য একটি ছেলেকে এ বাড়িতে বেখে মানুষ কবে তাব হাতে সব কিছু তুলে দেবাব দবকাব কী? তাহলে কেন আমি ঝামেলা কবব না বলুন? কেন আমি আমাব অধিকার ছেড়ে দেবো? আব এ সবই হচ্ছিল আমাব মামাব যোগসাজসে।"

"কিন্তু আপনাকে বঞ্চিত কবাব কারণটা কী?"

"তা কী কবে জানব? তবে মামী আমাকে একদম সহ্য কবতে পাবতেন না। আসলে ইনি তো মামাব দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই বিযে নিয়ে আমাব মাযেব সঙ্গে মামার প্রচণ্ড ঝগডা হয়। তাবপর থেকে প্রায বছব দশেক মুখ দেখাদেখি ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম ওরা অন্য একজনকে পোষ্যপুত্র নিয়ে সব কিছু লিখে দেবার মতলব করছে তখন আমি এখানে এসে হুজ্জোতি করি।"

"এবং পরে এখান থেকে অষ্টধাতুর মূর্তিটা হাতিযে নিয়ে মামীর বুকে ছুরি মেরে কেটে পড়েন, এই তো? দু'এক দিন আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে কাজটা করেন, যাতে দোষটা পরেব ছেলেব ঘাডেই চেপে যায়, কী বলুন?"

"এসব কী বাজে কথা বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে আপনিই খুন করেছেন। রাখহরির বদলে আপনাকেই ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে। আর সেই সঙ্গে সুধাকান্তবাবুকেও বুড়ো বয়সে বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টানার। সম্পূর্ণ ন্যাকা সেজে একটি নিরীহ ছেলের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও বুড়ো ভাম হয়ে বসে থাকার মজা দেখাচ্ছি আমি!"

"সে যা করবেন করুন, তবে আমার নামে মিথ্যে বদনাম দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি খুন করিনি, চুরিও করিনি। ওই রাখহরি ছেলেটাই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এই সব করেছে।"

আমি এখন রাজাবাবুকে না ঘাঁটিয়ে আবার রাখহরির কাছে গেলাম। রাখহরি আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল, "কী, কিছু হল? আমাকে ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?"

আমি হেসে বললাম, "ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া ছাড়া পেয়েই বা তুমি করবে কী? যাবে কোথায়? মা ঠাকরুণ তো নেই। সুধাকান্তবাবুও নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়িতে ঢোকাবেন না। থাকবে কোথায়?"

"ফুটপাথে থাকব। মোট বইব। তবু একটা স্বাধীন জীবন আমার চাই।"

"আচ্ছা রাখহরি, তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে বাবুর সম্পর্ক কি রকম ছিল? মানে কোন ঝগড়াঝাঁটি হোত কি?"

"না। বরং মা ঠাকরুণকে নিয়ে বাবুর খুব চিন্তা ছিল, তাঁর অবর্তমানে মা ঠাকরুণের কী হবে? তিনি কি একা সব কিছু সামলাতে পারবেন?"

"আচ্ছা ওই বাড়িতে যে ভোলার মা কাজ করে সে কি রকম?"

"কেন, ভালোই তো। ওর ছেলেটাও ভালো। বড় গরীব ওরা।"

"আচ্ছা তোমার মা ঠাকরুণকে সুধাকান্তবাবু কোন কারণে খুন করতে পারেন না?"

"অসম্ভব। আমি যখন ঘরে ঢুকে মা ঠাকরুণকে ওই অবস্থায় দেখে তাঁর বুক থেকে ছোরা টেনে বার করি, বাবু তখন সবেমাত্র বাইরে থেকে এসেছেন। এই সময় রোজই উনি ঠাকুরপ্রণাম করে ওপরে যান। তা ঐ দৃশ্য দেখেই তিনি যেভাবে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে ওনার পক্ষে এ কাজ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই বয়সে উনি কিসের স্বার্থে এ কাজ করতে যাবেন বলুন?"

"আচ্ছা এমনও তো হতে পারে রাজাবাবুই এখানে কাছেপিঠে কোথাও দু'একদিন লুকিয়ে থেকে ওই কাজ করে তারপর পাটনায় চলে যায়?"

"হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ-না কিছুই আমি বলতে পারব না আপনাকে।"

জিজ্ঞাসাবাদ যতই চলছে অবস্থা ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু এবং রাখহরির মধ্যে কে যে আসল অপরাধী তা কে জানে? তবে সুধাকান্তবাবু মানুষটি বড়ই রহস্যময়।

সে রাত্রিটা এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মধ্যে কাটল আমার। মনে মনে যত রকম ছক তৈরী করি সবই কিরকম এলোমেলো আর অসার বলে মনে হয়। রাজা রায় যে যুক্তি দেখিয়েছে তা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়। আপাতদৃষ্টিতে রাখহরিকে নির্দোষ বলেই মনে হয়। আর সুধাকান্তবাবু কি ওই বয়সে নিজের স্ত্রীকে এইভাবে হত্যা করবেন? এ হতে পারে না। বিশেষ করে ঐ দৃশ্য দেখার পর যে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় তাঁকে সন্দেহ করারও কোন অবকাশ নেই।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হ'ল মূর্তিটা গেল কোথায়? এই অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করেও ঐ অষ্টধাতু মূর্তির কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। মূর্তিটা হয় এখানেই লুকোনো আছে কোথাও, নয়তো স্থানান্তরে বহুদূরে চলে গেছে।

পরদিন সকালে রহমন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছু পুলিশসহ সুধাকান্তবাবুর বাড়ি, বাগান, পুকুর তল্লাসী করতে চললাম। মেন গেট বন্ধ ছিল। অনেক ডেকেও সাড়া না পেয়ে পিছনদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। বারান্দার নীচে মাটিতে ঘাসের ওপর সুধাকান্তবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মুখের কাছে নাকের কাছে চাপ-চাপ রক্ত। না, খুন নয়। খু সম্ভবত: বারান্দার রেলিংএ কোন কারণে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেছেন। সুধাকান্তবাবুর এই মর্মান্তিক পরিণতি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

যাক, পুলিশ গোটা ঘর তল্লাসী করেও কিছুই পেল না।

ভোলা বা ভোলার মা কারো পাত্তা নেই।

রহমন সাহেবের চার্জে সব কিছু রেখে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে ভোলাদের বাড়ি গেলাম।

আমাকে দেখেই এবং সঙ্গে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠল ওরা।

আমি ভোলার মাকে বললাম, "কী ব্যাপার! এখনো কাজে যাওনি যে?"

ভোলার মা ফ্যাকাশে মুখে ম্লান হেসে বলল, "আমি একটু দেরি করেই ও বাড়িতে যাই। কিন্তু আপনারা কোন দিক দিয়ে এখানে এলেন বাবু?"

"মেন গেট বন্ধ, তাই পেছনদিক দিয়ে এলাম। কিন্তু সুধাকান্তবাবুকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এখানে এলাম আমরা—কোথায় উনি?"

ভোলার মা চমকে উঠল, "সে কি! উনি ঘরে নেই?"

"না। তুমি ও বাড়িতে কাজ করো। তোমার ছেলেও ওনার দেখাশোনা করে, অথচ মানুষটা যে বাড়িতে নেই একথা তোমরা জান না? তাছাড়া সেদিন যখন বেলা দশটা নাগাদ আমি এখানে এসেছিলাম, তুমি তখন কাজ করে ফিরে আসছিলে, আর আজ বেলা দশটা বেজে গেল এখনো তুমি কাজে গেলে না কেন?" তারপর ভোলাকে বললাম, "তা বাবা ভোলানাথ, সেদিন সকালে গিয়ে তো দেখলাম দিব্যি বসে বসে বাবুর পদ-সেবা করছিলে, আজ এখনো এখানে যে? ব্যাপারটা কী?"

ভোলা কাঁপা-কাঁপা গলায বলল, "বিশ্বাস করুন বাবু, কাল সাবাবাত খুব পেটের যন্ত্রণা হযেছে। বিছানা থেকে একদম উঠতে পাবিনি। এই এখনই যাব ভাবছিলাম।"

"তা এত বেলা হল, তুমি যে সকাল থেকে যেতে পাবলে না সেকথা তোমাব মাও একবাব গিযে বাবুকে বলে আসাব দবকাব মনে কবল না? তাহলেই তো টের পেতে মানুষটা আছেন কি নেই?"

ভোলাব মা বলল, "বাবু, সত্যি কথা বলতে কি আমবা গবীব লোক। কাল ছেলেটাব খুব শবীব খাবাপ ছিল। তাই ও বাত্রেও শুযে যেতে পাবেনি। আমি বাবুকে বাত্রিবেলা খাইযেদাইযে সেকথা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে বাবুকে দেখতে গিযে দেখি—"

"বাবু বাবান্দাব বেলিং ভেঙে নীচে পড়ে গিযে মাবা গেছেন, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"আব সেই ভযে পাছে বাইবেব লোক কেউ এসে দেখে ফেলে তাই মেন গেট বন্ধ কবে মা-ব্যাটায ঘবে ঢুকে বসে আছ! কেউ যেন টেব না পায! বলিহাবী বুদ্ধি!"

"হ্যাঁ বাবু।"

"তা বাবা ভোলানাথ, তোমাকে যে এবাব থানায় যেতে হবে আমাদেব সঙ্গে! ওঠো।"

ভোলা হাউমাউ কবে কেঁদে উঠে দাঁড়াতেই বললাম, "এ কি! তোমার পাযে এত পানা লেগে কেন?"

"ও কিছু নয বাবু। কাল সন্ধেবেলা পুকুবে মাছ ধবতে গিয়েছিলাম।"

আমাব মনেব মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো এক ঝলক সন্দেহ উঁকি দিল। বললাম, "কই, কোথায? কোন পুকুবে মাছ ধবতে গিযেছিলে? আমায একটু দেখাবে চল তো?"

ভোলা বলল, "চলুন।"

আমি ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুবপাড়ে এলাম।

"এবার বলো কোনদিকে তুমি মাছ ধরেছিলে?"

ভোলা তখন একটা জাযগা দেখিয়ে দিল।

আমি ভালো কবে জায়গাটা লক্ষ্য করে বললাম, "না, তুমি ঠিক বলছ না। এখানে তুমি আসনি। এখানকাব ভিজে মাটিতে কাদায় তোমার পায়ের কোন ছাপ দেখছি না।"

ভোলা তখন ন্যাকা সাজাব ভান করে বলল, "তাহলে কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম কে জানে।"

"তোমাকে আব জানতে হবে না, আমিই জেনে নিচ্ছি।" বলে আমার সঙ্গের কনস্টেবলকে বললাম, "লোকটাকে একটু নজরে রাখো তো। মনে হচ্ছে বেশ রীতিমতো

গোলমাল আছে। লকআপে পুরে রহমন সাহেবকে দিয়ে বেশটি কবে ঘাকতক দেওয়ালেই সব কথা বেরিয়ে যাবে ওব মুখ থেকে।"

ভোলাব মুখে আব কথাটি নেই।

মড়াব মতো ফ্যাকাশে হযে গেছে ওব মুখ।

আমি তখন তন্ন তন্ন কবে চারিদিক খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিকে আবিষ্কাব কবলাম পুকুবে নামাব অনুপযুক্ত এই জাযগাটা দিযে কেউ নেমেছ উঠেছে। সেই পথ ধরে আমিও নিচে নেমে গেলাম। দেখলাম এক জাযগায পুকুবেব নবম মাটি-কাদায পাযেব গভীব ছাপ। আব পুকুবেব এক কোণে লম্বালম্বিভাবে একটি কঞ্চি পোঁতা আছে। জলেব মতই পবিষ্কাব, কোন কিছু লুকনো আছে ওখানে।

আমি ধীবে ধীবে ওপবে উঠে এসে ভোলাব বুকে পিস্তল তাগ কবে বললাম, "ওখানে কী লুকিয়ে বেখেছিস বল?"

"কী-কী--কিছুই বাখিনি বাবু।"

"ঠিক কবে বল, নাহলে তোব বাঁচাব কোন বাস্তা নেই।"

ভোলা মাথা হেঁট কবে বলল, "ওখানে মা ঠাকরুণেব গযনাগুলো একটা বাক্সয় কবে বাখা আছে।"

"হুঁ, গযনা তুই পেলি কোথায?"

"কাল বাতে বাবু ঘুমিযে পড়লে আমি বালিশেব তলা থেকে চাবি বাব কবে সিন্দুক খুলে মা ঠাকরুণেব সমস্ত গয়না চুবি কবে নিই। তাবপব সব নিয়ে যখন পালাতে যাই, বাবু তখন জেগে ওঠেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘবেব আলো নিভিযে দিই। উনি তখন চোর চোব বলে চেঁচিয়ে যেই না ঘব থেকে বেবোতে যাবেন আমি অমনি বাবুকে ধাক্কা দিযে পালাতে যাই, আব সেই ধাক্কায় বাবু টাল সামলাতে না পেবে বারান্দাব বেলিং টপকে মুখথুবড়ে পড়ে যান। অমনি হযে যায ওই বিপজ্জনক কাণ্ড। নাহলে সত্যি বলছি বাবু বিশ্বাস করুন, খুন কববাব মতলব নিযে কিছু আমি করিনি।"

"তা না হয হ'ল, এইবাব বল তো বাবা, অষ্টধাতুব মূর্তিটাকে কোথায লুকিযে বেখেছিস?"

"ওটাব ব্যাপাবে আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন।"

বহমন সাহেব যে কখন কথাব ফাঁকে আমাদেব মাঝখানে এসে দাঁড়িযেছিলেন তা লক্ষ্য কবিনি, হঠাৎ বাগেব মাথায় ভোলাব তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে বললেন, "বল শিগগিব।"

লাথি খেযে ককিয়ে উঠল ভোলা। দু'হাতে পেট ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি না বাবু, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, আমি জানি না।"

"বিশ্বাস কবছি, দাঁড়া।" বলেই রহমন সাহেব বললেন, "এই, আমাব রুলটা নিযে আয় তো গাড়ি থেকে। বেশ কবে ঘাকতক দিই। না দিলে মুখ খুলবে না।"

ভোলার মা কাছেপিঠেই কোথাও ছিল বোধ হয। ছুটে এসে বহমন সাহেবের পাযেব

ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল, "ও না বলুক, আমি বলছি বাবা। দয়া করে ওকে মেরো না। মূর্তিটা আসলে রাজাবাবুর কাছে আছে।"

"রাজাবাবুর কাছে? সেকি!"

"হ্যাঁ বাবু, রাজাবাবু যেদিন পাটনা চলে গেলেন, তার পরদিনই আমাদের এখানে এসে হাজির।"

"তারপর?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এ কি রাজাবাবু! আপনি বাড়ি যান নি?"

রাজাবাবু বললেন, "না। তবে আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেউ জানতে না পারে। বলেই আমার হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বললেন, যেভাবেই হোক ঠাকুরঘর থেকে অষ্টধাতুর মূর্তিটা এনে দিতে। কেননা রাখহরিকে মিথ্যে মামলায় না জড়ালে বা ওর প্রতি মামা-মামীর মন বিরূপ করতে না পারলে এই সম্পত্তি তাঁর হবে না। রাজাবাবুর মতলব ছিল, মূর্তিচুরির পর এটা নিয়ে যখন খুব হৈ-চৈ হবে সেই সময় মূর্তিটা রাখহরির ঘরে কোথাও লুকিয়ে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া। আমি প্রথমে রাজি হইনি বাবু। রাজাবাবু তখন আমাকে অনেক লোভ দেখালেন। বললেন, রাজাবাবু যদি এই সম্পত্তির মালিক হন তাহলে আমাদের আর কোন অভাব রাখবেন না। আমার ভোলাকে সব সময় তাঁর কাছে কাছে রাখবেন এবং মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে দেবেন।"

"সেই লোভে সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে খুন করে ঐ মূর্তি তুমি রাজাবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলে, তাই না?"

"না, আমি খুন করিনি বাবু। সেদিন সন্ধেবেলা ঠাকুরঘর মোছবার অছিলায় চাবি খুলে ঘরে ঢুকে যেই না মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি অমনি দেখি মা-ঠাকরুণ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"আচ্ছা, সন্ধেবেলা কেন? তুমি তো মূর্তি চুরি করতে রাত্রিবেলাও আসতে পারতে?"

"রাত্রিবেলা কি করে আসব বাবু? চাবি যে ঠাকরুণের কাছে থাকত। আমি সন্ধেবেলা চাবি খুলে ঘর মুছতাম। আর মা ঠাকরুণ আরতির ব্যবস্থা করে দিতেন। তারপর রাখহরি ঠাকুরের শীতল দিয়ে চলে গেলে মা নিজে হাতে ঘরে তালা দিয়ে চলে যেতেন। কাজেই ঐ সময়টাই ছিল মূর্তিচুরির আসল সময়।"

"তারপর কী হল বল?"

"হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ তো আমাকে দেখেই অবাক হয়ে বললেন, একি, সরলা তুই? একি করছিস? ঠাকুর তুলেছিস কেন? ভয়ে আমার হাত থেকে তখন মূর্তিটা পড়ে যায় আর কি, আর ঠিক সেই সময়ই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি মা-ঠাকরুণ মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁর বুকে ছুরি গাঁথা। চেয়ে দেখি দরজার পাশে রাজাবাবু। আমাকে বললেন, হাঁ করে

দেখছিস কি? শিখগির পালা। একথা কাউকে বলবি না। তাহলে তোদের মা-ব্যাটা দুজনকেই পুঁতে ফেলব।"

আমরা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনলাম।

ভোলার মা এবার গড় গড় করে বলে চলল, "রাজাবাবু বড় সাংঘাতিক লোক বাবু। তাই ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। বিনাদোষে রাখহরিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল, তাও চোখে চেয়ে দেখলাম। বাবুও দু'তিন দিন অজ্ঞান-অচৈতন্যর মতো পড়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হলে একদিন বললেন, দেখ ভোলার মা, আমার কি মনে হয় জানিস, রাখহরি তোর মা-ঠাকরুণকে খুন করেনি, এ ঠিক ওই শয়তানটার কাজ—রাজাই ওকে খুন করেছে। অথচ আমার দিদির ওই একটিই মাত্র ছেলে। যদি ধরিয়ে দিই তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিদি আমার বাঁচবে না। বুড়ো বয়সে হার্টফেল করবে। জামাইবাবু বেঁচে নেই, ওই ছেলেটিই দিদির সব। তবে যাক, আমার সম্পত্তির ভাগ ওকে আমি দিচ্ছি না। যে কটা দিন বেঁচে আছি, তোরা যদি আমার দেখাশোনা করিস তো তোদের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তবে মুখে সেকথা বললেও কাগজে কলমে বাবু কিছু করে যাননি। অবশ্য করে গেলেও ওই সম্পত্তির ওপর আমাদের খুব একটা লোভ ছিল না। কারণ ওই সম্পত্তি ভোগ করলে রাজাবাবু আমাদের ছাড়ত না। তাই আমরা মা-ব্যাটাতে যুক্তি করে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো চুরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাব।"

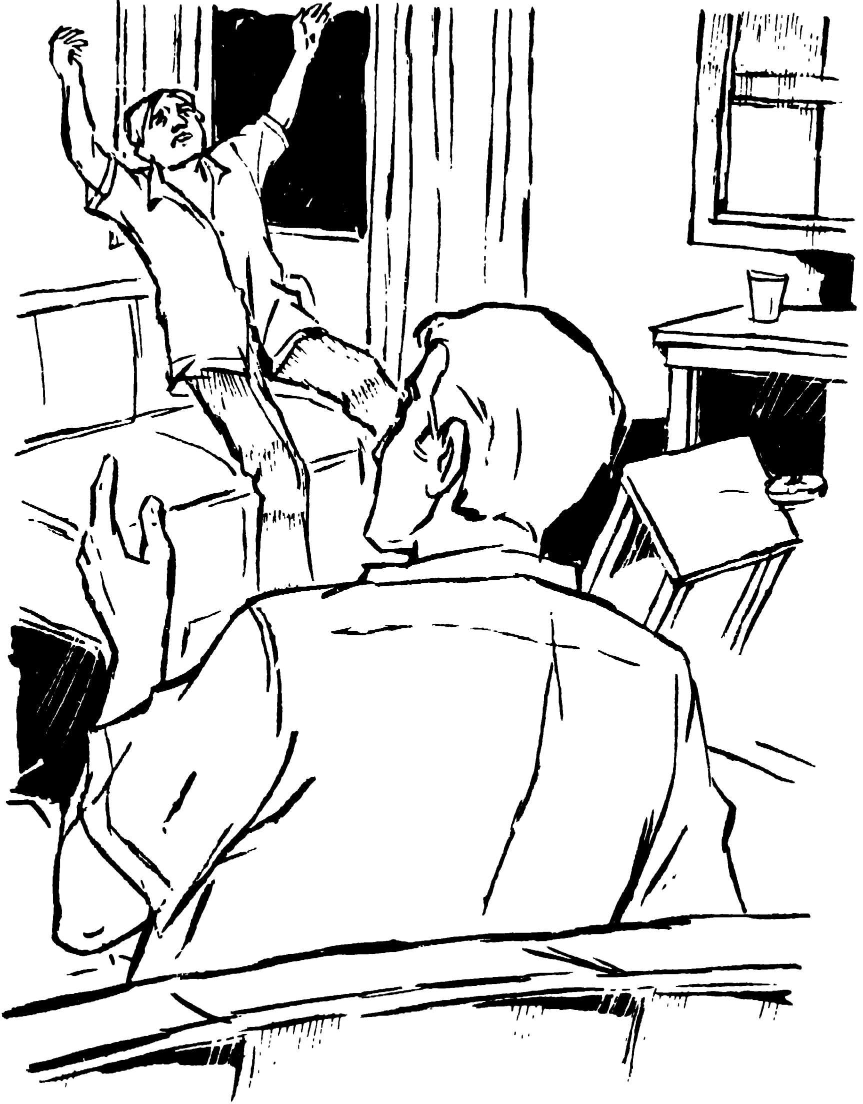
আমি বললাম, "থাক, এবারে যা কিছু বলবার থানায় গিয়ে বলবে। তোমাদের কথাগুলো ওখানে টেপ করা দরকার। চলো সব।"

একজন কনস্টেবল পুকুর থেকে মা-ঠাকরুণের গয়নাগুলো উদ্ধার করে আনলে পুলিশ ভোলা ও ভোলার মাকে থানায় নিয়ে গেল।

মর্গ থেকে লোক এলো সুধাকান্তবাবুর মৃতদেহ ময়না তদন্তে নিয়ে যাবার জন্য। আমিও আর দেরি না করে সোজা আমার উকিলবন্ধু রণেন্দুশেখরের বাড়িতে চলে এলাম।

আমি সেইদিনই রাখহরিকে জামিনে খালাস করলাম। তারপর পরম আদরে তাকে নিয়ে এলাম আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে। অনেকদিন ধরে মনে মনে এই রকম একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম আমি, এতদিনে পেলাম। রাখহরিও আমার বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে দারুণ খুশি হল। আদালতের বিচারে রাখহরি বেকসুর খালাস পেলেও বিচারক ভোলা ও ভোলার মায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং রাজা রায়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন।

অম্বর তদন্ত



মধ্যরাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। এরকম মাঝে-মাঝেই হয়। আমি তখন অকারণেই একটু পায়চারি করি। বাথরুমে যাই। আবার শুয়ে পড়ি। আজও ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়লাম। দেওয়ালঘড়িতে রাত এখন একটা। রাখহরি একপাশে ক্যাম্পখাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাত্র কয়েকমাস হল আমার কাছে এসেছে ও।

সারাদিনে কত কাজই না করে। আমার এই মৌড়িগ্রামের চার কাঠার চৌহদ্দির মধ্যে ছোট্ট বাড়িটাকে কী সুন্দর ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে। ওরই পরিচর্যায় বাগানের গাঁদা গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে আছে। আমার মতো লোকের বাড়িতে এইরকমই একজনের দরকার ছিল, পেয়েছি। এখন ওকে পেয়ে আমার অবসর সময়ও বেশ ভালই কাটে।

আমি উঠে আলো জ্বেলে বাথরুমে যাচ্ছি, এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে সাড়া নিলাম, "কে?"

"দরজাটা একবার খুলবেন?"

"কে আপনি?"

"আপনার সাহায্যপ্রার্থী।" বালিশের তলা থেকে অটোম্যাটিকটা বার করে বললাম, "এক মিনিট।" তারপর এক টানে দরজা খুলতেই দেখলাম এক সুদর্শন ভদ্রলোক ক্রাচে ভর করে দাড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "আপনিই অম্বর চ্যাটার্জী?"

"সব জেনেই এসেছেন দেখছি! কী ব্যাপার বলুন তো?"

"বলব বলেই এসেছি আপনার কাছে। আমার বড় বিপদ।"

"আসুন, ভেতরে আসুন।"

ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসতে যেতেই আমি তাঁকে সোফাটা দেখিয়ে দিলাম। সোফায় বসেই বললেন, "জানি এইরকম সময় আমার আসাটা ঠিক হয়নি। আমি বালাশোর থেকে আসছি। আমার নাম সোমেশ্বর সামন্ত। ধৌলি এক্সপ্রেসটা রাত সাড়ে ন'টায় হাওড়ায় ঢোকবার কথা। তার জায়গায় রাত বারোটা হয়ে গেল। ভাবলাম হাওড়া স্টেশনে রাত্রিটা কাটিয়ে ভোরে আপনার কাছে আসব। কিন্তু...।"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল যে, এখনই না এসে পারলাম না। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?"

বাহাদুর জল দিয়ে চা কিংবা কফির জন্য স্টোভ ধরাল।

সোমেশ্বর বললেন, "চাঁদিপুরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? আমি সেখানকার ছোটখাটো একটি লজের মালিক। কিছুদিন আগে আমার লজে একটি খুন হয়। ঘটনাটা এইরকম, এক নবদম্পতি কয়েকদিনের জন্য আমার লজের একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন দুটি ছেলে এসে পাশের ঘরটি ভাড়া নিল। প্রথম দিনটা কাটল ভালয়-ভালয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলা দম্পতি এসে অভিযোগ করলেন, ছেলে দুটির আচার-আচরণ নাকি ভাল নয়, এবং ওঁদের খুব উত্ত্যক্ত করছে। এই না শুনেই আমি ছেলে দুটিকে আমার লজ ছেড়ে অন্য লজে চলে যেতে বলব বলে যেই না ওপরে গেলাম, অমনি দেখি ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম

ওদেব জন্য। কিন্তু না, ওরা আব ফিবল না। সম্ভবত ভয় পেয়েই পালিয়েছে। পবদিন পুলিশ ডেকে দরজা খুলেই অবাক। দেখি সেই ছেলে দুটিব একজন মৃত অবস্থায় ঘবের মেঝেয পড়ে আছে, অপবজন উধাও।"

"সে কী! ওদেব নাম-ঠিকানা আপনাব খাতায লেখা ছিল না?"

"ছিল। পুলিশকে যখন সেই ঠিকানা দেব বলে নীচে এলাম তখন দেখলাম খাতাটাই নেই। এই ঘটনায় ওখানে বেশ চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি হল। নবদম্পতিও সেই ফাঁকে কখন যেন সুট কবে কেটে পড়লেন।"

"পুলিশ বাধা দিল না?"

"না। আসলে ওঁবা ভয় পেযেই পালিযেছেন।"

"এমনও তো হতে পাবে, ওঁদেবই যোগসাজসে খুনটা হওযাব পব ওঁবা আপনাব কাছে অভিযোগ কবতে গিযেছিলেন?"

"তা হলে ওব বন্ধুটা পালাবে কেন?"

"সাজানো নাটকও তো হতে পাবে? তা যাক, আপনাব লজে স্টাফ ক'জন?"

"স্টাফ বলতে কিছু নেই। আমি ছাড়া চরনিযা নামে আমাব এক বিশ্বাসী কর্মচাবী আছে। বহুদিনেব পুবনো লোক।"

"আপনাব স্ত্রী, ছেলেমেযে?"

"আমি ব্যাচেলাব লোক। কেউ নেই আমাব।"

"আপনাব পা গেছে কতদিন?"

"বেশ কযেক বছব হল। একটা মোটব দুর্ঘটনায পা-টাকে খুইযেছি।"

বাখহবি তখন কফি নিযে এসেছে আমাদেব জন্য। বলল, "আগে এটা খেযে নিন, তাবপব কথা বলবেন।"

আমবা তিনজনেই কফিব পেযালায চুমুক দিলাম।

আমি বললাম, "আমাব খবব আপনি কাব কাছ থেকে পেলেন?"

"মেজব কে. কে. ঘোষকে আপনাব মনে আছে?"

"আবে, উনি আমাব বিশেষ পবিচিত।"

"ওঁব মুখেই আপনার কথা শুনেছি এবং উনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। যদি সম্ভব হয়, তা হলে বন্ধুব মতো আপনি একটু আমাব পাশে এসে দাঁড়ান। আমাকে সাহায্য করুন।"

"বলুন তো আপনাব প্রবলেমটা কী?"

"আমার এক পুবনো শত্রু এখন আমাকে উৎখাত কববাব জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। মোটা টাকা অফাব করছে লজটি তাকে বেচে দেওযাব জন্য। কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়েই ওই কাজ আমি করব না। শুধু তাই নয়, ইদানীং প্রায়ই দেখছি একটা উড়ো চিঠিতে কেউ বা কারা যেন আমাব প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। কী জ্বালা বলুন তো? আপনি কি পারবেন ওই শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে?"

"পারবই এমন কথা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

"শুনে সুখী হলাম। এখন আমার এই অসময়ে আসার কারণটা বলি শুনুন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কেউ জানে না। চরনিয়াকে বলে এসেছি ভুবনেশ্বর যাচ্ছি বলে। আমি ভেবেছিলাম ধৌলিতে রাত সাড়ে ন'টায় নেমে আপনার সঙ্গে দেখা করব, তারপর ভোরের ট্রেনে আবার ফিরে যাব বালাশোরে। তা রাত বারোটা হয়ে গেল বলে স্টেশনে পায়চারি করছি এমন সময় লেট লতিফ ইস্পাত এক্সপ্রেস এসে ঢুকল। তারপরই এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। ইস্পাত এক্সপ্রেসের ভেতর থেকে একটি দাবিদারহীন ট্রাঙ্ক নামাতেই দেখা গেল ভেতরে এক তরুণীর মৃতদেহ। দেখেই শিউরে উঠলাম। পরিচিত মুখ। সেই তরুণী, যিনি আমার লজে খুনের ঘটনার দিন ছিলেন। সঙ্গে সেদিন স্বামী ছিল। আজ উনি একা। সেই দৃশ্য দেখেই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

সোমেশ্বরের বিবরণ শুনে আমার কপাল ঘেমে উঠল। রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। বললাম, "চলুন, এখুনি যেতে হবে।"

"এখন কোথায় যাবেন? ট্রেন তো সেই ভোরবেলায়।"

"ভোরের আর দেরি কত? এখনই তো দুটো বাজে। এখনও গেলে হয়তো তরুণীর লাশটাকে দেখতে পাব।"

"চলুন তবে।"

বাবুহরির হাতে ঘরের দায়িত্ব দিয়ে সোমেশ্বরকে নিয়ে সোজা চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। ওখানে আমার এক পরিচিত পুলিশ অফিসারের সাহায্য নিয়ে বেশ ভাল করে দেখলাম তরুণীকে। বললাম, "এ তো রীতা পারিলাল।"

সোমেশ্বর বললেন, "আপনি চেনেন মেয়েটিকে?"

"আলাপ না থাকলেও বিলক্ষণ চিনি। চমৎকার অভিনয় করে মেয়েটি। কখনও শখের থিয়েটারে, কখনও সিনেমায় পার্শ্বচরিত্রে। অনেকেই চেনে।"

আমি তখনই লোকাল থানায় আমার বন্ধু অফিসারকে ফোন করে জানালাম ব্যাপারটা। উনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। তারপর ডেড বডি দেখে বললেন, "হ্যাঁ, এ তো সেই মেয়েটিই। আমাদের পুলিশ ক্লাবেও অভিনয় করেছিল একবার। ওর বাড়িও আমি চিনি। চলুন তো যাই।"

পুলিশের জিপেই আমরা শালকিয়ার একটি বাড়িতে এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। যিনি এসে দরজা খুললেন তাঁকে দেখেই তো আমাদের চক্ষুস্থির। দেখলাম, স্বয়ং রীতা পারিলাল আতঙ্কিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, "ব্যাপার কী ভাই? আপনারা?"

বললাম, "কিছু মনে করবেন না, এমন একজন তরুণীর মৃতদেহ আজ আমরা দেখেছি, যার সঙ্গে আপনার চেহারার হুবহু মিল আছে। তাই ছুটে এলাম খোঁজখবর নেব বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি ভাল থাকুন, এই কামনা করি।"

"আপনারা যে আমাকে বোনের মতো স্নেহ করেন সেজন্য ধন্যবাদ।"

আমবা যখন তাঁর ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছি তখন হঠাৎ কী মনে হতেই আবার ফিবে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আপনার কোনও অ্যালবাম আছে? যা থেকে আপনাব দু-একটা ছবি আমরা পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন।" রীতা আমাদের বসিয়ে রেখে তাঁর অ্যালবামটা দিতেই আমরা ছবির জন্য পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বেশির ভাগই অভিনয়েব ছবি। হঠাৎ একটি ছবি দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর, "ওই, ওই তো সেই ভদ্রলোক। এঁব ছবি এখানে কী করে এল?"

রীতা বললেন, "আপনি কাব কথা বলছেন?"

"আপনি কি এঁকে চেনেন?"

"কেন চিনব না? ইনি অশোক রায়। আমাদেব ইউনিটেব একজন ছিলেন। বিরাট বিজনেসম্যান। এখন অবশ্য লাইন ছেড়ে দিয়েছেন।"

সোমেশ্বর বললেন, "যিনি খুন হয়েছেন তিনি এঁবই স্ত্রী। আচ্ছা একটু মনে করে দেখুন তো, আপনার মতো দেখতে আপনাব আর কোনও আত্মীয়া আছেন কিনা?"

"আমাব কেউ নেই। মা ছিলেন, বছর দুই আগে গত হয়েছেন।"

আমাব মনে হল উনি কি যেন চেপে যাচ্ছেন। তাই বললাম, "ঠিক আছে। আজ আব আপনাকে বেশি বিবক্ত কবব না। আপাতত অ্যালবামটাই আমরা নিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিনেব মধ্যেই অবশ্য ফেবত পেয়ে যাবেন। আজ আমবা আসি। সহযোগিতাব জন্য ধন্যবাদ।"

আমি বাইরে এসে পুলিশ অফিসাব বন্ধুটিকে বললাম রীতাব দিকে একটু নজব দিতে, যাতে কোনওরকমেই এখান থেকে ও পালিয়ে না যায়। তারপব আমাকে সাহায্যেব জন্য ওঁকে কী কী করতে হবে তা একটু আড়ালে গিয়ে জানিয়ে দিলাম। সোমেশ্বব টিকিট কেটে আনলেন। আমরা দু'জন মুখোমুখি দুটি জানলাব ধাব দেখে বসলাম ধৌলি এক্সপ্রেসে। পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

ধৌলি এক্সপ্রেস বালাশোরে পৌঁছল সকাল সাড়ে ন'টায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সোমেশ্বর তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে ফোন নম্বরটা দিতে ভুললেন না অবশ্য। আমিও একটা অটো নিয়ে চলে এলাম চাঁদিপুর। সেখানে সোমেশ্বর সামন্তর লজ খুঁজে বার করত আমার একটুও অসুবিধে হল না। চরনিয়া লজেব দায়িত্বেই ছিল। আমি গিয়ে তাকে বললাম, "তোমাদেব এই লজের মালিক আমাব ছেলেবেলাব বন্ধু। তাই এখানে এসেছি তার সঙ্গে গল্প করে কয়েকদিনের ছুটি কাটাতে। কোথায় তিনি?"

চরনিয়া বলল, "বাবু তো এখানে নেই। ভুবনেশ্বর গেছেন। একটু বেলায় ফিববেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না। তাই ডিপোজিটের টাকা আপনাকে অগ্রিম দিতে হবে। এর পর বাবু এসে যা ব্যবস্থা করবার করবেন।"

আমি ওব হাতে একশো টাকাব একটা নোট দিলাম। শুধু তাই নয়, সারাদিন ধরে নানাভাবে আলাপ জমাতে লাগলাম ওব সঙ্গে। কিছুদিন আগে যে খুনেব ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপাবেও জিজ্ঞাসাবাদ কবলাম। ওকে আমি এমনভাবে হাত কবে নিলাম যে, আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতেই পারল না ও। সাবাটা দিন গেল। সন্ধের সময বললাম, "কই হে, তোমাব বাবু তো এলেন না?"

চরনিযাব মুখ শুকিযে গেল। বলল, "কী জানি, এমন তো কখনও হয না। ওঁর পিছনে কী যে ষডযন্ত্র হচ্ছে...।"

এমন সময় হঠাৎ ওকে অবাক করে সোমেশ্ববকে লেখা সেই প্রাণনাশের হুমকি দেওযা একটা চিঠি বাব কবে বললাম, "কী ব্যাপাব বলো তো, আমার ঘবেব ভেতব থেকে এই চিঠিটা পেলাম। এসব কী?"

চরনিযা কেমন যেন সন্দেহেব চোখে তাকাল আমাব দিকে। বলল, "ঘরেব ভেতর থেকে পেলেন?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র।"

"ওটা আমাকে দিন।"

চিঠিটা আমি দিযেই দিলাম ওব হাতে। তাবপব পঞ্চাশ টাকাব একটা নোট ওকে দিয়ে বললাম, "শোনো, আমাদেব দু'জনের খাবাবেব ব্যবস্থা করো। আর একটু চাযের ব্যবস্থা কবো দিকিনি. গল্প কবতে কবতে খাই দু'জনে।"

চবনিয়া চলে গেল। তাবপব যখন বাতেব খাবাব আব চা নিযে ওপবেব ঘরে এল আমি তখন খুঁটিযে খুঁটিযে অ্যালবামটা দেখছি। চরনিযা সেদিকে তাকিযে বলল, "এসব ছবি আপনাব কাছে কী কবে এল বাবু?"

"কেন, তুমি কি চেনো এদেব? দ্যাখো তো, এব ভেতরে কাউকে তুমি চিনতে ...বো কিনা?"

আমি দেখলাম কেমন যেন ভযে ভয়ে একটি নাট্যমঞ্চের স্ক্রিনেব পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলের ছবিব দিকে একদৃষ্টে চেযে আছে ও। সেদিকে তাকিয়ে দু'চোখের পাতা পড়ছে না।

বললাম, "চেনো নাকি ওকে?"

চবনিযাব মুখ সাদা হয়ে গেল। বলল, "চিনি। গোবাবাবু। আপনি যে ঘরে আছেন সেই ঘবেই ও খুন হযেছিল।"

এবার আমি ওকে রীতাব ছবিটা দেখালাম, "এঁকে চিনতে পারো?"

'পারি।"

"এই ভদ্রলোককে?"

"এঁদের দু'জনকেই চিনি। কিন্তু এসব ছবি আপনার কাছে কী করে এল? তাছাড়া ওই ছবিটাও তো এ-ঘরে পড়ে থাকবার নয়। সত্যি করে বলুন তো, আপনি কে?"

"তোমার বাবুর বন্ধু।"

চবনিয়া কোনওরকমে চা খেযে ওর খাবার নিয়ে চলে যাওযাব পব আমি অনেকক্ষণ জানলাব ধারে দাঁড়িযে সমুদ্র দেখলাম। তারপর এক সময খেয়েদেযে ডিম লাইটটা জ্বেলে রেখে চুপিসাড়ে বাইবে এসে বাড়িটার দিকে চেযে সেই ঝাউবনের ছাযা-অন্ধকাবে চুপচাপ বসে বইলাম। মাথাব ওপর তাবাব আকাশ। শুধু সমুদ্রেব ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখানে। প্রায ঘন্টাদুযেক বসে থাকাব পর একসময দেখলাম একজন দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার লোক সেই লজেব দিকে দ্রুত এগিযে চলেছে। আমি বেড়ালের মতো সন্তর্পণে পিছু নিলাম তার। লোকটি কোনও দিকে না তাকিয়ে নির্ভযে এগিযে চবনিযার দরজায টোকা দিল। চবনিয়া দবজা খুলে বেরিযে আসতেই বলল, "ওই লোকটা কে রে! অনববত ওকে নিয়ে ঘুবছিস, কী ব্যাপার?"

"উনি তো বলছেন, উনি নাকি বাবুব বন্ধু। তবে খুবই সন্দেহজনক। ওঁব কাছে একটা অ্যালবাম রয়েছে দেখলাম। তাতে খুকুদিদিমণিব ছবি। সেই যে ছেলে দুটিকে খুন কবা হল, তাদেরও একজনের ছবি। আমাব কিন্তু খুব ভয কবছে। আমি আব এসবেব ভেতরে নেই। তা ছাড়া সেদিন যে চিঠিটা আপনি বাবুকে দিয়েছিলেন সেই চিঠিটাও দেখছি ওঁব হাতে। উনি বললেন, আজও নাকি ওই ঘব থেকে পেযেছেন। কিন্তু আজ তো বাবু নেই। আপনিও কোনও চিঠি দেননি। তা হলে?"

লোকটি একটু গম্ভীব হযে বলল, "মনে হচ্ছে এ নিশ্চযই পুলিশেব লোক। খুব সাবধান। বেফাঁস কথা একদম বলবি না।"

"না। কিন্তু বাবু এখনও ফিবলেন না কেন?"

"কী কবে জানব? তবে লোকটাব দিকে নজব বাখিস। ভোববেলা নিশ্চযই সি বিচে বেডাতে যাবে, তুই সঙ্গে থাকবি। পাবলে বাত্রি তিনটে নাগাদ ডেকে তুলবি ওকে। তাবপর যা কববার আমিই কবব।"

"আপনি কি শেষকালে পুলিশ মার্ডাব কববেন?"

"প্রযোজনে করতে হবে বইকী। আমাব কথামতো না চললে তোবও পবিণাম ওই হবে।"

লোকটা চলে গেল। আমিও ওকে যেতে দিলাম। তাবপব আবাব ঝাউবনে এসে একটা দেশলাই জ্বালতেই দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ এগিয়ে এল আমাব দিকে। বললাম, "রাত্রিশেষে একটু সজাগ থেকো তোমরা। একটা কিছু ঘটতে পারে। কতজন আছ তোমরা?"

"আপাতত দশজন আছি।"

"এতেই হবে।"

আমি চবনিযার ঘরের দিকে এগোলাম। তাবপব টক-টক করে দবজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল চরনিয়া, "আবার কী।" বলে আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, "এ কী, আপনি?"

"হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। তাই চলে এলাম তোমাব কাছে। চলো না একটু সমুদ্রের

ধার থেকে ঘুরে আসি?"

"এখন আমি যেতে পারব না বাবু, ঘুম পাচ্ছে।"

"তা হলে আমার ঘরেই এসো, গল্প করি।"

"না, ঘুম পাচ্ছে।"

"আসতে বলছি এসো।"

চরনিয়া ভয় পেয়ে বলল, "আপনি কে বাবু?"

"তোমার বাবুর বন্ধু।"

"আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"এই লজটা কিনতে। কিনতে ঠিক নয়, এখন আমি এটা কিনেই ফেলেছি। তোমার বাবু ভুবনেশ্বরে গেছেন এটি আমাকে বিক্রি করবেন বলে। এতক্ষণে হয়তো রেজেস্ট্রিও হয়ে গেছে।"

"তার মানে আপনি এখন এই লজের মালিক? কত টাকায় কিনলেন?"

"আড়াই লাখে কিনেছি।"

"কিন্তু বাবু তো চার লাখ টাকাতেও এই লজ শ্যাম বিশোয়ালকে দিতে চাননি।"

"সেটা ওঁর ব্যাপার।"

"যদি কিনে থাকেন তা হলে আপনি ভুল করেছেন বাবু। শ্যাম আপনাকে কিছুতেই এখানে থাকতে দেবে না। হয়তো আপনিও খুন হবেন।"

"সে কী। আমার অপরাধ?"

"ওর মুখের গ্রাস আপনি কেড়ে নিয়েছেন।"

আমি ভয় পাওয়ার ভান করে বললাম, "দোহাই চরনিয়া, সব কথা তুমি আমাকে খুলে বলো। তোমার বাবু আমাকে কিছুই না জানিয়ে বেচে দিয়েছেন। দরকার নেই আমার লজ কিনে। তোমার শ্যাম বিশোয়াল যদি আমাকে চার লাখ টাকা দেয় তো এই লজ আমি ওকেই দিয়ে দেব। তবুও তো দেড় লাখ টাকা প্রফিট হবে আমার।"

চরনিয়া বলল, "সেটা যদি আপনি করেন তা হলে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।"

"এসো তা হলে আমার ঘরে। তোমার মুখে সব শুনি। একটু আলোচনাও করি। তবে তুমি যখন এতই উপকার করলে আমার, তখন বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দালালি হিসেবে তোমাকেও দেব আমি। কিন্তু আগাগোড়া কী সব ব্যাপার আমাকে খুলে বলো দিকিনি?"

চরনিয়া টাকার লোভে ভাল-মন্দ বিচার না করেই উঠে এল আমার ঘরে। তারপর বলল, "পঁচিশ হাজার টাকা যদি আপনি আমাকে দেন, তা হলে আমি আর এ-দেশেই থাকব না। সম্বলপুরে আমার পৈতৃক ভিটেয় চলে যাব। তবে একটা কথা, আপনি যেন ভোরবেলা ভুলেও বেরোবেন না ঘর থেকে, শ্যাম বিশোয়াল আপনাকে মারবার জন্য ওত পেতে বসে আছে। ওর ধারণা আপনি পুলিশের লোক। আমিও কিন্তু তাই ভেবেছিলাম।"

"বলো কী! তা বারণ যখন করছ তখন বেরোব না। এখন খুলে বলো তো সব শুনি, কীভাবে কী হল?"

চরনিয়া এলেও আমি বড় আলো জ্বাললাম না। ডিম লাইটই জ্বলতে লাগল। ও বলতে শুরু করলে, আমিও একমনে সব শুনতে লাগলাম। ও বলল, "এই শ্যাম বিশোয়াল হল একজন কুখ্যাত ব্যক্তি। যত বকমেব খারাপ কাজ সবই ও করে থাকে। এখন ওর মাথায় চেপেছে সিনেমার প্রোডিউসার হওয়ার। কয়েকটি ওড়িয়া ছবিতে অংশও নিয়েছে। ওব ইচ্ছে সমুদ্রের ধাবে ব'বুব এই বাড়িটা কেনে এবং এখানে ওর কাজকর্ম কবে। আসলে এই বাড়ি এবং এখানক'াব লোকেশন তো শুটিং স্পট হিসেবে আইডিয়াল। বাবু কিন্তু ওর প্রস্তাবে একদম সায় দেন না। শ্যামও টাকাব পব টাকা অফার কবতে থাকে। বাবুও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন।"

"কারণটা কী?"

"প্রথমত, জাযগাটা বাবুবও পছন্দসই। দ্বিতীয়ত, শ্যামের সঙ্গে শত্রুতা। বাবুও তো একসময় খুব একটা ভালোমানুষ ছিলেন না। জানি আমি সবই। ওযাগন ব্রেকাবদেব লিডার ছিলেন। শেষমেশ একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিযে মালগাড়িব চাকায় একটা পা-ই খোয়াতে হল।"

"ওঁব পা তা হলে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে বাদ যায়নি?"

"না। সেই দুর্ঘটনাব পব বাবু সেই সব পাপেব টাকা নিয়ে এখানে লজ কবে ভালমানুষটি সেজে বসে আছেন।"

"কিন্তু এর সঙ্গে ওই দুটি ছেলেব খুন হওয়াব কারণটা কী? আমি অবশ্য জানতাম একটি ছেলে!"

"সবাই তাই জানে। কিন্তু আমি জানি সেরাতে খুন হযেছিল দুটো। গোরাবাবু আব কালাবাবু। আসলে ওই যে খুকুদিদিমণির ছবি দেখালেন তখন, ওঁবা হলেন যমজ বোন। ওঁরা দু'বোনে ছোটবেলায় চমৎকাব লব-কুশের অভিনয় করতেন। আমি আগে কটকেব জ্ঞানমঞ্চে দাবোযানের কাজ করতাম তো, তা সেই জ্ঞানমঞ্চ উঠে গেলে এখানে এই বাবুর কাছে এসেছি।"

"তারপর বলো।"

"এইবার মেযে দুটি বড় হলে খুকুদিদিমণিবই কদর হল এখানে সবচেয়ে বেশি। মেয়ে হিসেবেও খুকুদিদিমণি অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতিব। তা রীতাদিদির খুব অভিমান হল তাই নিয়ে। উনি কলকাতা চলে গেলেন। এ ছাড়া অন্য কোনও অভ্যন্তরীণ ব্যাপাবও ছিল বোধ হয়। তাই দু' বোনেব মধ্যে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। ওদেব বাবা মা দু' মেয়ের কাছে দু' প্রান্তে থাকতেন। তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আর।"

"তোমার বাবু এঁদের চিনতেন?"

"বোধ হয় চিনতেন না। নাহলে খুকুদিদিমণি যখন বিয়ের পর আমাদের লজে কয়েকদিনের জন্য এলেন তখন কথাবার্তায় বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি চিনেছিলাম।

বাবুব সঙ্গে অবশ্য ওঁব বিষযে কোনও আলোচনা হযনি আমাব। সে যাই হোক, খুকুদিদিমণি ইদানীং বেশ কিছুকাল অভিনয জগৎ থেকে বিদায নিযেছিলেন। চাঁদিপুবের মাটিতে পা দিতেই শ্যামেব চোখে পড়ে যান উনি। শ্যাম বাব বাব ওঁকে অনুরোধ কবে তার নতুন ছবিতে কাজ কববার। খুকুদিদিমণি বা ওঁব স্বামী কেউই রাজি হন না। শ্যাম তখন গোরা ও কালাকে ওঁদেব পিছনে লাগিযে দেয। ওরা এসে এই লজেই ওঠে। এবং অনেক কবে বোঝাতে থাকে দু'জনকে।''

"গোবা কালা কে?"

"ওবাও ওই স্ক্রীনমঞ্চে কাজ করত। স্ক্রিন টানত ওবা। দিদিমণিও ওখানে অভিনয কবতেন। বামাযণে সীতা, কৃষ্ণলীলায বাধা হতেন। তা ওদেব গাযেব বং ফর্সা আব কালো ছিলো বলে ওইরকম নাম। ওবা দু'জনেই অনেক বুঝিযেও যখন হাব মেনে গেল, শ্যাম তখন খুকুদিদিমণিকে খুন কববাব মতলব দিল ওদেব। এই নিযেই মতান্তর। ওবা বলল, যাকে আমবা চিবকাল দিদিব মতো শ্রদ্ধা কবেছি তাব গাযে হাত দেব? দবকাব হলে তোমাকেই খতম কবে দেব আমবা। তাবই পবিণাম হল এই। গোরাকে মুখে চট চাপা দিযে শ্বাসরুদ্ধ কবে মারল শ্যাম। আর কালাকে ছুবি মাবল ওব দলেব লোকেবা। কালাব লাশ ঝাউবনেব বালিতে পোঁতা আছে। শ্যামের নজব এড়িয়ে এই কথাটা খুকুদিদিমণিকে বলেই ওদের পালিযে যেতে সাহায্য কবেছিলাম আমি।''

"খুব ভাল কাজ কবেছ। কিন্তু তোমাব শ্যাম বিশোযাল যেভাবে খুনেব পর খুন কবে, তাতে তোমার বাবুকে এতদিন বাঁচিযে বাখল কী কবে?"

"আসলে বাবুকে খুন কবলে সবাই তো আগে ওকেই ধববে। তা ছাড়া সে-কাজ কবলে এই বাড়িটা কিনবে কাব কাছ থেকে?"

"শ্যামের ব্যাপাবে বাবুকে কখনও কিছু বলেছ তুমি?"

"না। বাবু মাথা গবম কবে কখনও যদি বলে দেন শ্যামকে, তাহলে আমি খুন হযে যেতাম। তবে এটা ঠিক, এ বাড়ি একান্ত না পেলে বাবুকে খুন ও করতই। তাই তো বাবু ফিবছেন না দেখে ভয হচ্ছিল আমাব।"

"এবাব তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কি জানো তোমাব ওই খুকুদিদিমণিকেও খুন করা হযেছে?"

শিউবে উঠল চরনিযা, "সত্যি বলছেন? এ তাহলে ওই শযতানেবই কাজ। শ্যাম বিশোযাল ছাড়া এ-কাজ আব কেউ কবেনি।"

আমি এবাব একটু কঠিন গলায় বললাম, "এতক্ষণ তুমি আমাকে যা-যা বললে তা আদালতে দাঁড়িযে বলতে পাববে?"

"পারব। কেননা আমি বুঝতে পেবেছি আমি নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে গেছি। আপনি নিশ্চয়ই পুলিশেব লোক, আব আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না, তবে জেনে বাখুন, আদালতের চৌকাঠ পর্যন্ত ওরা আমাকে পৌঁছতে দেবে না।" বলে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা গুলি এসে লাগল ওর বুকে।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় জানলাটা খুলে বেখে কী ভুলই না কবেছিলাম, এব পব সিঁড়িতে দুড়দাড় শব্দ। আমি বড় আলোটা জ্বেলে দবজা খুলে বাইবে এসেই দেখি আততায়ী ধরা পড়েছে সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে।

চবনিয়ার মরদেহ পুলিশেব লোকেরা সরিয়ে নিয়ে গেল। শুধু শ্যাম নয়, পালাতে গিয়ে ধবা পড়ল ওর দলেব আরও দু'জন। সে রাতটা যে কীভাবে কাটল তা বলে বোঝানো যাবে না।

পবদিন সকালে ফোন কবলাম সোমেশ্বব কে। উনি এলেন। আমাব বক্তব্য লিখে ফেললাম পুলিশকে দেওয়ার জন্য। শ্যাম বিশোযা নও চাপেব মুখে সব কথাই স্বীকার করল। এমন কি প্রতিশোধ নেবার জন্য ওই তরুণী-হত্যার কথাও অস্বীকার কবল না। খবর পাঠালাম রীতা পারিযালেব কাছে। আর তীব্র ভর্ৎসনা করলাম সোমেশ্বরকে। বললাম, "নেহাত মেজর ঘোষেব নাম করেছিলেন তাই, নাহলে মিথ্যে পরিচয় দেওয়া বার করে দিতাম আপনাব। আপনার মতো একজন ওয়াগন ব্রেকাবেব খুন হওযাটাই দরকার ছিল। আপনার সংস্পর্শে না থাকলে চরনিয়াটাও মরত না।"

সোমেশ্বর মাথা হেঁট করলেন। আমি কোনও কথা না বলে নীচে নেমে এলাম। আমাব কাজ শেষ। এবার পুলিশেব কাজ পুলিশ করুক।

জোড়াখুনের তদন্ত



দ্বিতীয় হুগলি সেতু হওযার পবে মৌডিগ্রামের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও আমার চার কাঠাব নিবালাবাসের শান্তি কিন্তু বিঘ্নিত হযনি। ছোট্ট এই দোতলা বাড়িটায় রাখহবিকে নিযে আমি বেশ শান্তিতেই আছি। আমার এখানে আশ্রয় পেয়ে অনাথ ছেলেটাব যেমন একটা হিল্লে হয়েছে, আমিও তেমনই ওর মতো একজনকে পেয়ে

বর্তে গেছি।

সত্যি, কত কাজই না করে ছেলেটা! ভোরে উঠে আমাকে কফি খাওয়ায়। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করে। চা-জলখাবার দেয়। দু'জনের জন্য দুটো ডিমসেদ্ধ আর মাখন-টোস্ট চটপট করে ফেলে ও। বেলা দশটার মধ্যে রান্নাও শেষ। ছুটির দিন অনেক কিছুই করে। খুব বিশ্বাসী ছেলে। লেখাপড়াতেও অমনোযোগী নয়। গল্পের বই তো পেলে ছাড়ে না। সবচেয়ে বেশি নজর দেয় আমার শরীরের দিকে। এক-এক সময় মনে হয়, ছেলেটি কি গতজন্মে আমার কেউ ছিল?

রোজকার মতো আজও সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করছি। নানারকম ফুলগাছে আমার সাজানো বাগান। বাগানের এককোণে একটা শ্বেতরঙ্গনের গাছ ফুলে ফুলে ভরে আছে। আমি যখন সেই গাছটার কাছাকাছি এসেছি, তেমন সময় পেছন থেকে রাখহরি ডাকল, "দাদাবাবু!"

"কী ব্যাপার রাখহরি?"

"এক দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"বসতে বলো।"

"একটু তাড়াতাড়ি আসুন। মনে হচ্ছে খুবই জরুরী।"

আমি আর একটুও দেরি না করে ওর সঙ্গে ঘরে এলাম। ঘরে গিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে দেখেই চমকে উঠলাম, "এ কী, সুজাতা!"

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কিশোরী সুজাতা একটা মিনি স্কার্ট পরে সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। আমার সাড়া পেয়েই অশ্রুসজল চোখে ধরা-ধরা গলায় বলল, "অম্বরদা!"

"কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন তুমি?"

"বাবা—"

"বাবার কী হয়েছে?"

আর থাকতে পারল না সুজাতা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "বাবা নেই।"

"সে কী, দয়াময়বাবু নেই!"

"না! আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা আর চোখ মেলে তাকাচ্ছেন না। কত ডাকলাম বাবাকে। বাবুয়া কত কাঁদল 'বাবা বাবা' করে, কিন্তু বাবা সাড়া দিলেন না।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, পাড়ার লোকেরা গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবু এসে বাবাকে দেখেই বললেন, বাবা নেই। ডেথ সার্টিফিকেটও দিলেন না। বললেন, বাবার মৃত্যুটা নাকি স্বাভাবিক নয়। পুলিশ কেসের ব্যাপার এটা।"

"তার মানে?"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "বাড়িতে কে আছে এখন?"

"বাবুয়া আছে বাবার মৃতদেহের কাছে। আর আছে পাড়ার লোকজন।"

"চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

সুজাতা আবার কান্না শুরু করল। কাঁদুক। কাঁদলে মনটা হাল্কা হয়। আমি পোশাক পরিবর্তন করে থানায় একটা ফোন করলাম। তারপর সদ্য কেনা স্কুটারটা বের করে ওকে বললাম, "বোসো।"

সুজাতা বলল, "আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

"পারলেও যেয়ো না। আমাকে শক্ত করে ধরে বোসো। এখনই পৌঁছে যাব, এটা থাকতে হাঁটবে কেন?"

সুজাতা বসলে আমি ওকে নিয়ে ওদের বাড়িতে এলাম।

পুলিশ তখনও আসেনি। বাড়িতে ঢুকেই যে ঘরে দয়াময় থাকতেন, সেই ঘরে আগে গেলাম। দয়াময় একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। অত্যন্ত ভালমানুষ তিনি। কয়েক বছর হল স্ত্রী মারা গেছেন। আমার কাছে আসতেনও মাঝে মাঝে। আমার বাগানের শ্বেতরঙ্গনের গাছটা ওঁরই দেওয়া। সেই দয়াময় নেই, এ কি ভাবা যায়? আর দু-চার বছর পরে মেয়ে একটু বড় হলে তার বিয়ে দেবেন, ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন, কত স্বপ্ন ছিল তাঁর। এখন সংসারটাই ভেসে গেল।

আমি ভালভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় সুচ অথবা পিন বেঁধার মতো দাগ দেখতে পেলাম। সেখানটায় এমনভাবে রক্ত জমে আছে যে, খুব ভালভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না। যে ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, তিনি খুবই অভিজ্ঞ বলতে হবে। নাহলে অন্য কেউ হলে হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতেন।

আমি সুজাতাকে বললাম, "তোমরা কোন ঘরে শোও?"

সুজাতা ওদের ঘর দেখিয়ে দিল। যে ঘরে মা শুতেন সেই ঘরে সুজাতা ও বাবুয়া শোয়। পাশের ঘরে দয়াময়। শোওয়ার সময় দু' ঘরের দরজাই খোলা থাকে। বন্ধ থাকে শুধু বাইরের দরজাটা। আততায়ী তাহলে কোন পথে এসেছিল?

আমি সুজাতাকে বললাম, "দু' ঘরের দরজা খোলা থাকলেও বাইরের দরজা বন্ধ ছিল তো?"

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ। আমি নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম।"

"তা হলে?"

আমি এবার ঘরের মেঝেয় আততায়ীর পায়ের ছাপ লক্ষ করতে লাগলাম। কিন্তু না, সেসবের কোনও বালাই নেই। তবে অদ্ভুত রকমের একটা চ্যাপটা দাগ ঘরময় চলে বেড়িয়েছে। সেটা জানলার কাছে, ঘরের মেঝেয়, সর্বত্র বিচরণ করেছে। এমন কী সুজাতার ঘরেও ঢুকেছিল সেটা। সেটা না জুতোর দাগ, না পায়ের।

একটু পরেই নতুন ইনস্পেক্টর পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে সব কিছু লিখে-টিখে মৃতদেহ মর্গে পাঠালেন। আমি পুলিশকে তাদের কাজ করতে দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে

গেলাম। ডাক্তারবাবুর নাম অনাদি সামন্ত। বয়সে তরুণ। উনি তখন কয়েকজন রোগীকে যত্ন করে দেখছিলেন। আমি গিয়ে পরিচয় দিয়ে দয়াময়ের নাম করতেই উনি বললেন, "ওই ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রলোককে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এবং পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।"

"আমি আপনার কাছে ডেথ সার্টিফিকেট চাইতে আসিনি। এসেছি অন্য ব্যাপারে। আপনি ওটাকে খুন বলছেন কেন?"

"ওঁর পায়ের কাছটা একটু লক্ষ করবেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার অনুমান ঠিক কিনা।"

"তা হলে আপনি বলতে চান...।"

"কোনও সূচ অথবা আলপিনের মুখে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে ভদ্রলোকের।"

"স্ট্রেঞ্জ।"

আমি নীরবে সেখান থেকে আবার চলে এলাম সুজাতাদের বাড়িতে। কী চতুর খুনী। আমি এ-ঘর, ও-ঘর, সে-ঘরে ঢুকে সেই দাগগুলো লক্ষ করে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। মেঝেয় অল্প ধুলো না থাকলে এই দাগ বোঝা যেত না। হঠাৎ দাগ ধরে যেতে যেতে সুজাতার ঘরে এসে ওর বুক-শেলফের কাছে গিয়ে এমনই একটা জিনিস পেয়ে গেলাম, যা দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। জিনিসটা আমি একটা পলিপ্যাকে মুড়ে যত্ন করে পকেটে পুরলাম। তারপর বিদায় নিয়ে সোজা চলে এলাম নিজের বাসায়। কোনও বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা পেলাম না। এ জিনিস সুজাতার ঘরে কী করে আসে? চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি কী করে নিতে পারে? তা ছাড়া এ কাজ সে করবেই বা কেন?

একসময় রাখহরি এসে বলল, "দাদাবাবু, চা।"

বললাম, "না, থাক। একটু পরেই স্নান করে খেতে যাব। তারপর মর্গে যাব একবার।"

নির্বাক রাখহরি নতমস্তকে তার নিজের কাজে চলে গেল। আমি পকেট থেকে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বারে-বারে দেখতে লাগলাম।

দয়াময়ের সৎকার্য সেরে যখন ঘরে ফিরলাম তখন রাত একটা। ক্লান্তদেহে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করতে লাগলাম। সুজাতার শুভ্র সুন্দর পবিত্র মুখখানি চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠতে লাগল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সুজাতার ঘরে পাওয়া জিনিসটার একটুও পার্থক্য নেই। কিন্তু এ জিনিস সুজাতার ঘরে এল কী করে? আমি অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

ঘুম ভাঙল রাখহরির ডাকে, "দাদাবাবু, দাদাবাবু!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কেন রে?"

"বাগানে একটা লাশ!"

লাশ। এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমার এখানে লাশ কী করে আসবে? কার লাশ? দয়াময়ের খুনের সঙ্গে কি এই হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র আছে? নাহলে আততায়ী লাশটিকে আমার বাগানেই বা রেখে যাবে কেন? যেহেতু আমি এই হত্যাকাণ্ডের একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই আমাকে ভয় দেখানোর জন্যই এ-কাজ করেছে নিশ্চয়ই।

আমি কোনওরকমে চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই ছুটে গেলাম বাগানে। এক জায়গায় একটা রক্তকরবীর গাছ ছিল। সেই গাছের নীচেই পড়ে ছিল লাশ। সকালের সোনা রোদ এসে তার ফ্যাকাসে মুখে লুটিয়ে পড়েছে। এরও কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু কপালের ওপর পিন-বেঁধা ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা আছে—"এবার তোমার পালা।"

আমি চিরকুটটা পকেটে রেখে যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরে এসে ফোন করলাম, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং।"

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই বললাম, "এবার আমার পালা।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার সামন্ত, মানে যিনি আমাদের দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট না দিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এখন আমার বাগানে প্রাণহীন দেহে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকেও একটু কষ্ট করে মর্গে নিয়ে যান।"

"আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।"

আমি কোনও কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

একটু পরেই পুলিশ এল। তদন্ত হল। বাগানে ঘাসের গালিচায় আততায়ীর চরণচিহ্ন বোঝা গেল না।

নতুন ইনস্পেক্টর বললেন, "গেটে তো তালা দেওয়া। লাশ এখানে বয়ে আনল কী করে?"

আমি বললাম, "কমদামী তালা তো। এমনও হতে পারে, নকল চাবি দিয়ে গেট খুলে যাওয়ার সময় আবার তালার কল টিপে দিয়ে গেছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "হতে যে পারে না তা নয়। তবে মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি যতই বলুন, দয়াময়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা কিন্তু মেয়েটাকেই সন্দেহ করছি।"

"সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে সন্দেহ করবার আগে একবার অন্তত ভেবে দেখা উচিত ছিল, কোনও মেয়েই তার বাবাকে ওইভাবে হত্যা করতে পারে না। এবং ও জিনিস সংগ্রহ করাও অল্পবয়সী একটি মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়। মনে করুন না, এর ভেতরে আমার কি আপনার মাথাই যদি কাজ করে, তা হলে কি সত্যিই অসম্ভব?"

ওঁর কথার কী উত্তর দেব, ভেবে না পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বললেন, "বন্ধ ঘরের মধ্যে দয়াময়কে খুন নিশ্চয়ই ভূতে করেনি?"

"অদ্ভুত কিছুতে করেছে, নাহলে ঘরের ভেতর ওইসব দাগ আসে কোত্থেকে? দয়াময়ের খুনের ব্যাপারে যদি মেয়ে সন্দেহভাজন হয়, তাহলে এইখানকার খুনের ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করুন।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "চ্যাটার্জিবাবু, এই ব্যাপারে আপনিও কিন্তু সন্দেহমুক্ত নন। আপনার এখানে আসব বলে সবাই তৈরি হয়ে..., ঠিক তখনই এমন একটা ফোন এল, যা শুনলে আপনিও চমকে উঠবেন।"

"কীরকম শুনি?"

"আপনি নাকি সুজাতাকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ আসবার আগেই বাড়িতে ঢুকে অনেক প্রমাণ লোপ করেছেন। আর সামন্ত ডাক্তারকে শাসিয়েছিলেন, দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে তাঁকে খুন করা হবে বলে। যেহেতু সামন্ত ডাক্তার আপনার প্রস্তাবে রাজি হননি, তাই আপনিই ওকে খুন করে আপনার বাগানে ফেলে রেখেছেন। এবং যেহেতু আপনি নিজেই একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য পুলিশকে ফোন করে ডাকিয়ে এনেছেন এখানে।"

রাগে লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। ঘটনা যা, তাতে এইরকমই মনে হয়। ইনস্পেক্টরও নতুন, তাই আমাকেই সন্দেহ করছেন। বললাম, "ঠিক আছে। আপনি আপনার ফর্মে কাজ করে যান, আমিও আমার কাজ করে যাব। এখন চলুন, একটু চা-টা খেয়ে ফিল্ডে নামা যাক।"

সবাই ভেতরে এলে রাখহরিকে চা করতে বলে আমার উকিলবন্ধু রণেন্দুকে একটা ফোন করলাম। রণেন্দু ফোন ধরলে বললাম, 'ভাই, কোনও দুষ্টচক্র আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। এখানকার নতুন ইনস্পেক্টরও আমার সহযোগী নন। এই ব্যাপারে আমি তোমার একটু সাহায্য চাই। হয়তো ওরা পরিকল্পনা করে আমাকে অ্যারেস্ট করিয়ে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সাক্ষাতে সব বলব। পারলে তুমি আজই একবার দেখা করো আমার সঙ্গে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আরে দূর মশাই, আপনি কি সত্যি ভাবলেন? আমি রসিকতা করছিলাম আপনার সঙ্গে!"

আমি বললাম, "সত্যি-মিথ্যে জানি না। আমি আমার দিকটা নিরাপদ করে রাখলাম। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, আমাকে চেনেন না, তাই উড়ো-ফোনে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এতেই আপনার বোঝা উচিত, এর পেছনে একটা চক্র আছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "চক্র তো একটা আছেই। তবে কিনা এই প্রাণঘাতী বিষের শিশি আর সূচটা যে আপনার টেবিলে কী করে এল, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না।"

আমি যে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

ইনস্পেক্টর একটু বিদ্রূপ করে বললেন, "দেখুন, এটাও হয়তো খুনীরা আপনাকে

জালে জড়াবার জন্য কোনও ফাঁকে রেখে গেছে!"

আমি বললাম, "না, ওটা খুনীরা রেখে যায়নি। আমিই ওটাকে গতকাল নিয়ে এসেছি দয়াময়ের বাড়ি থেকে। সুজাতার বুক-শেলফের মধ্যে এটা ছিল। সম্ভবত সুজাতাকে জড়াবার জন্য খুনীর এটা চতুর পরিকল্পনা।"

"সেটা আপনি পুলিশকে জানাননি কেন?"

"আমার কাজের সুবিধের জন্য।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "কাজটা ভাল করেননি চ্যাটার্জিবাবু, এটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি।"

চা-পর্ব শেষ করে ইনস্পেক্টর তাঁর লোকজন নিয়ে চলে গেলেন। আমি রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম। একটু পরেই রণেন্দ্র এলে তাকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে রণেন্দ্র বলল, "মনে রাখিস তুই সরকারী গোয়েন্দা নয়, একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। তোকে এরা নানাভাবে ফাঁসাতে পারে। যাই হোক, আমি ওপরমহলে যোগাযোগ করছি তোর ব্যাপারে। তুই শুধু জেনে রাখ, ওই ইনস্পেক্টর তোর কিছু করতে পারবে না।"

রণেন্দ্র চলে গেলে আমি সামান্য একটু জলযোগ সেরে সোজা চলে গেলাম ডাক্তার সামন্তর ওখানে। সেখানে তখন লোকজনের ভিড়, কান্নাকাটি। ওঁর ডিসপেনসারিতে যে লোকটি থাকে, তাকে আড়ালে ডেকে এনে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে বলল, "হ্যাঁ, সামন্তদাকে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে খুন করা হবে, এমন একটা হুমকি ফোন মারফত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি রাজি হননি তাতে। আর তারই পরিণাম এই।"

"কাল কখন থেকে উনি বাড়ি ছিলেন না?"

"রাত ন'টার পর একটি ছেলে এল ওঁকে নিয়ে যাবে বলে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।"

"ছেলেটিকে চেনো?"

"দেখলে চিনতে পারব। বাজারে অনেকবার দেখেছি ওকে। নাম জানি না, তবে এলাকার ছেলে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমার স্কুটারে চাপিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে এলাম। তারপর বাজারের কাছাকাছি আসতেই সে বলল, "ওই তো, সেই ছেলেটা!"

ছেলেটি তখন ওকে দেখেই দৌড়।

আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম। ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। আমি ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলে ছেলেটিকে একান্তে এনে বললাম, "কাল ডাক্তারবাবুকে তুই কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি? কার অসুখ করেছিল?"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কারও না।"

"তাহলে কেন ডেকেছিলি?"

"আমাকে ডালিমদা পাঠিয়েছিল। এর বেশি আমি কিছুই জানি না।"

"তুই জানিস, ডাক্তারবাবুর কী হয়েছে?"

"জানি। আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

"ডালিমদা কোথায় থাকে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "বল কোথায় থাকে?"

"চলুন, বাড়িটা আমি দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বাড়ি দেখে সুজাতাদের ওখানে গেলাম। আমাকে দেখেই সুজাতা বলল, "কাল থেকে পুলিশ আমাকে জ্বালিয়ে মারছে অনবরত। মাঝে-মাঝে আসছে আর এমন ধমকাচ্ছে, যেন বাবাকে খুন আমিই করেছি।"

"আমি সব জানি। তবে কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। তুমি ঠিকঠাক উত্তর দিবে কিন্তু।"

"বলুন।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজন সত্যিই কি কেউ কোথাও নেই?"

"না। এক দূর-সম্পর্কের কাকা আছেন। তিনি শিবপুরে থাকেন। যোগাযোগ রাখেন না।"

"ইদানীং কোনও ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তোমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"যোগাযোগই যেখানে নেই, সেখানে মনোমালিন্যের প্রশ্নই ওঠে না।"

"তুমি ডালিমকে চেনো?"

ডালিমের নাম শোনামাত্রই চমকে উঠল সুজাতা। বলল, "চিনি। এই ব্যাপারে ওর কি কোনও হাত আছে?"

"তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।"

"গত বছর কালীপুজোর সময় ডালিম আমার বাবার কাছে হাজার-এক টাকা চাঁদা চায়। বাবা দিতে রাজি হননি বলে ডালিম বাবাকে শাসিয়েছিল, এরপর এখানে বাজার করতে বা ব্যাঙ্কে এলে মজা দেখাবে বলে। ওখানকার ব্যাঙ্কের লকারে আমাদের অনেক গয়না এবং স্থায়ী আমানতে টাকাও আছে অনেক। ডালিমের এক পরিচিত লোক ওই ব্যাঙ্কে কাজ করে। সম্ভবত তার মারফতই জেনেছে ডালিম।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্কুল থেকে ফিরছি, ডালিম হঠাৎ খুব জোরে স্কুটার চালিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ভাগ্য ভাল যে হাত-পা ভাঙেনি। পড়ে গিয়ে একটু চোট পেয়েছিলাম শুধু। পরদিন বাবা ওদের বাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে অভিযোগ করলে আমার বাবাকে উনি দারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দেন। বলেন, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ না করতে।"

"তোমার বাবা থানায় গেলেন না কেন?"

"বাবা হয়তো বেশি ঝামেলা চাননি। আর থানার কথা বলছেন তো, ডালিমের বাবা

কে জানেন?"

"কে শুনি?"

সুজাতার মুখে নামটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল আমার। বললাম, "বুঝেছি। সেইজন্য ইনস্পেক্টরের এত দেমাক। পেছনে তাহলে ঘুঘর ঘুঘু। ঠিক আছে, ঘুঘুর ফাঁদ আমিও পাতছি।"

এর পর বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম করেই আবার গেলাম গোয়েন্দাগিরি করতে। ডালিমের বাড়ির পাশ দিয়ে দু-একবার যাতায়াত করে একটা দোকানে বসে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। দোকানদার বলল, "অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের ছেলে এই ডালিম। বাপ দুষ্টচক্রের লোক, তার ওপর অন্য ক্ষমতাও রাখেন। কাজেই ছেলের উচ্ছন্নে যাওয়ার পথ একেবারে পরিষ্কার। এখন ওর আর-এক বাজে সঙ্গী নেলোকে নিয়ে একটা গ্রিল তৈরির দোকান করেছে। তাও লোকের কাছ থেকে টাকা অ্যাডভান্স নেয়, জিনিস ডেলিভারি দেয় না ঠিকমতো। এই নিয়ে রোজই ঝামেলা লেগে থাকে। ওই দেখুন, নেলো আসছে। ওর দুটো পায়েরই আঙুল নেই। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। আর..."

আর কিছুই শোনবার দরকার নেই আমার। গ্রিলের দোকান শুনেই শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। দয়াময়ের ঘরগুলোর সব জানলাতেই তো গ্রিল দেওয়া। অথচ একবারও সেগুলো পরীক্ষা করবার কথা মনে হয়নি কারও। আমি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুজাতাদের বাড়িতে এলাম। যা ভেবেছি তাই। শিয়রের জানলার গ্রিলটা নড়বড় করছে। আততায়ী এই পথেই এসেছিল। যাওয়ার সময় চোখে ধোঁয়া দেবে বলে গ্রিল আবার ফিট করে একটা-দুটো স্ক্রু আলগাভাবে এঁটে দিয়ে পালিয়েছে।

সফলতার আনন্দে আমি তখন দারুণ উত্তেজিত হয়েছি। সুজাতাকে একটু সাবধানে থাকতে বলে সোজা চলে এলাম রণেন্দ্র বাড়িতে। ওকে সব কথা খুলে বলতেই ও বলল, "এখন ছলে-বলে-কৌশলে নেলোর জবানবন্দি নিয়েই ডালিমকে ফাঁদে ফেলতে হবে। সরাসরি ডালিমকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। ওস্তাদ হলেও ওর বাবার নামডাকের ব্যাপার আছে তো, খুঁটির জোরও আছে।"

"এ কাজটা তা হলে তোমাকেই করতে হবে ভাই। আমি আড়ালে থাকব।"

"তাই থেকো।"

"ওদিকের কাজ কিছু কি এগোল?"

"ওপরমহলে কথাবার্তা হয়েছে। সদর দফতরের কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ এখন ঘোরাফেরা করছে বাড়িটার আশপাশে।"

"ধন্যবাদ।"

আমি রণেন্দুকে নিয়ে ডালিমের দোকানে এলাম। সুন্দর ছিপছিপে চেহারার ডালিম কিসের যেন হিসেবনিকেশ করছিল দোকানের ভেতর। আর নেলো বাইরের রাস্তায় গ্রিলের পেটি নাড়াচাড়া করছিল।

রণেন্দ্রর গাড়িটা ছিল বড় রাস্তায়। আমার স্কুটার আমার কাছে। পরিকল্পনামতো আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রণেন্দ্র গিয়ে নেলোকে বলল, "এই যে ভাই, একবার আমার বাড়িতে গিয়ে একটা গেট আর কয়েকটা জানলার মাপ নিয়ে আসতে হবে যে।"

নেলো বলল, "এখন হবে না। কাল সকালে আসবেন।"

"কাল আমি থাকব না রে ভাই। আমি এখনই গাড়ি করে নিয়ে যাব, নিয়ে আসব। অ্যাডভান্স দেব দু' হাজার টাকা।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

"বেশিদূরে নয়, ওই যে নতুন কোয়ার্টারগুলো হচ্ছে, ওর পাশেই।"

ডালিম ভেতর থেকে বলল, "যা, নিয়ে আয় চট করে।"

রণেন্দ্র নেলোকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি ইচ্ছে করেই ডালিমকে দেখা দেব বলে ওর দোকানের সামনে স্কুটার থামালাম। তারপর আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে চলে এলাম আবার। ডালিমের মুখ তখন শুকিয়ে এতটুকু।

রণেন্দ্রর গাড়িটা একসময় দয়াময়ের বাড়ির সামনে এসে থামল। ওদের অনুসরণ করে আমিও তখন এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল নেলো। তারপর বিকট একটা চিৎকার করে শুরু করল প্রাণপণে ছোটা। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? সাদা পোশাকের পুলিশরা ধরে ফেলল তাকে। তারপর দু-চার ঘা দিতেই "বাবা রে, মা রে...।"

আমি ওর কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বললাম, "কি রে, আমাকে চিনতে পারিস?"

নেলো আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "খুব চিনি দাদা। কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই। সবের মূলে ডালিম। ও-ই আমাকে দিয়ে এইসব করিয়েছে।"

"আমার বাগানে সামন্তর লাশ ফেলে এসেছিল কে?"

"আমরা দু'জনেই ছিলাম।"

"গ্রিল খুলে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল কে?"

"আজ্ঞে, আমি। ডালিম বলেছিল, পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে পাতার ওপর দিয়ে ভর করে চলতে—যাতে ছাপ না পড়ে। কাজ হয়ে গেলে মেয়েটার ঘরে বিষের শিশি আর সূচটা রেখে আসত। সেইমতোই কাজ করেছিলাম।"

"দয়াময়কে খুন করা হল কেন?"

"ডালিম প্রতিশোধ নেবে বলেছিল, তাই। তাছাড়া বাবাকে মেরে মেয়েটাকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল ওর। কেননা মেয়েটা প্রায়ই ওকে অপমান করত।"

"এবং যেহেতু ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেট দেননি, তাই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হল। তা নেলোবাবু, ডালিমের না হয় শাঁসালো বাবা আছে, কিন্তু তোমার কী হবে?"

নেলো আর কিছু বলার আগেই জোরালো একটা শব্দের সঙ্গে চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন

হয়ে গেল। কী জোরে একটা বোমা ফাটল। নেলো চিৎকার করেই বসে পড়ল, "বাবা রে!" ওর পায়ে একটা টুকরো এসে লেগেছে। ভাগ্যে দূর থেকে ছুঁড়েছিল, নাহলে আমরা সবাই জখম হতাম। ঘটনাটি এমনই আকস্মিক যে পুলিশরাও হতচকিত।

আমি তারই মধ্যে স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করলাম সেই শয়তানকে। আমি ওর অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "যতই চেষ্টা করো, তুমি পালিয়ে বাঁচবে না ডালিম। তুমি যে খুনী, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই ভাল চাও তো এখনও ধরা দাও।"

ডালিম অনেক জোরে স্কুটার চালাচ্ছিল। আমার কথা শুনতে পেল কিনা কে জানে, একবার শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখেই আরও স্পিড নিল। এবার সে নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুর পথ ধরল। আলোকমালায় সজ্জিত সন্ধেরাতের সেতুর ওপর এ এক মারণ অভিযান। আমাদের দুজনের স্কুটারই তখন প্রচণ্ড গতি নিয়েছে। ধরা পড়বার ভয়ে ডালিম এত জোরে স্কুটার চালাচ্ছে যে, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠছি না। আমার কাছে অটোম্যাটিকটাও আছে। কিন্তু এইরকম অবস্থায় সেটাকে ব্যবহার করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। সেতুর দু'পাশের জনতা তখন আমাদের স্কুটার-দৌড় দেখছে। আতঙ্কিত জনতার চোখের সামনে ডালিমের স্কুটার টোলের দিকে না গিয়ে হঠাৎ রং-সাইডে ঘুরে যেতেই অন্যদিক থেকে একটা ভারী ট্রাক এসে ধাক্কা মারল সেটাকে। স্কুটারটা ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। আর ডালিম? তার প্রাণহীন দেহটা ব্রিজের ওপর থেকে গিয়ে পড়ল শালিমার ইয়ার্ডের একটা ধাবমান মালগাড়ির মাথায়।

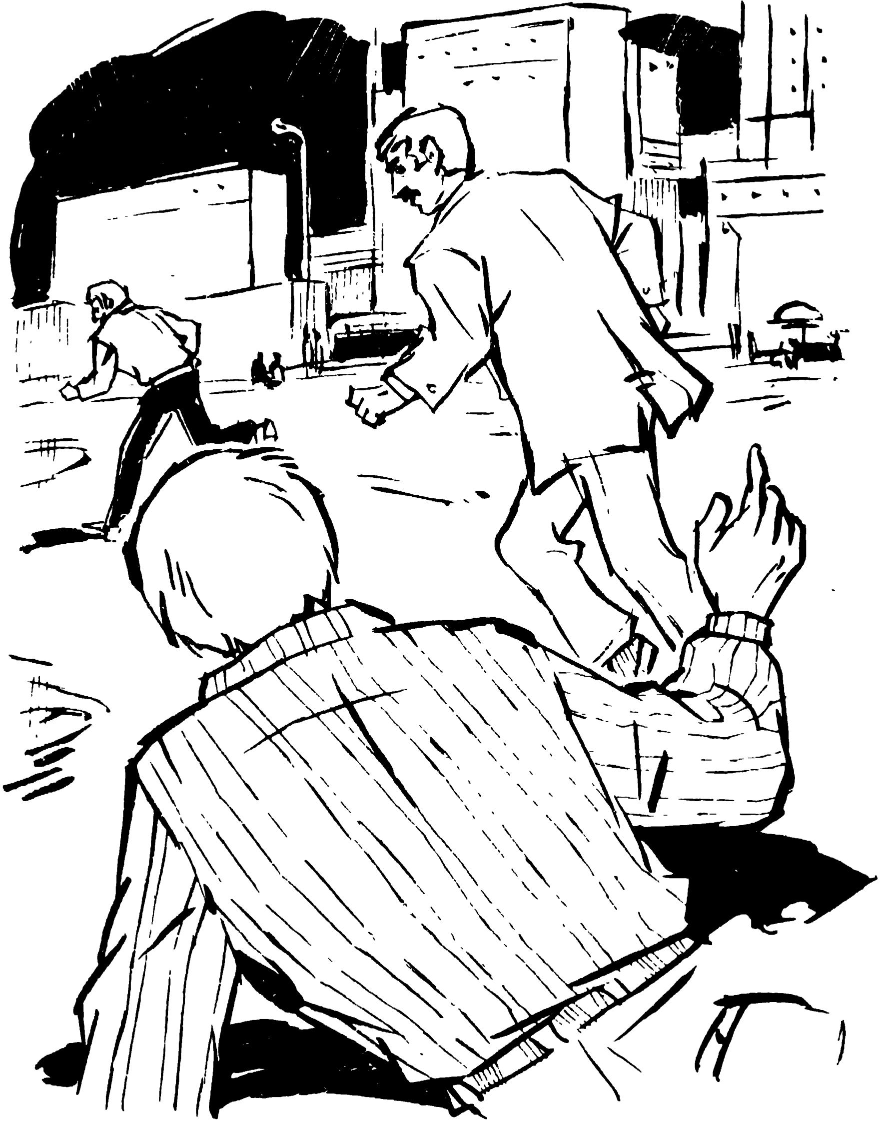
হইহই করে অনেকেই ছুটে এসেছে তখন। পলাতক লবিটিও চোখের পলকে বেপাত্তা। আর ডালিমের দেহটা মালগাড়ির মাথায় শুয়ে কোথায় যে চলে গেল, কে জানে?

অপরাধী তার শাস্তি পেয়েছে। শত্রুর শেষ দেখে আমিও ফিরে এলাম। আম যখন ফিরে এলাম, নেলোর হাতে তখন হাতকড়া। চারদিকে থিকথিক করছে পুলিশ। সেই ইনস্পেক্টরও এসেছেন। আমি ডালিমের ব্যাপারে বিবৃতি লিখে ওঁর হাতে দিতেই তিনি বললেন, "আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আমি হেসে বললাম, "আরে কী আশ্চর্য, ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করতে এসে যা করণীয় ঠিকই করেছেন।"

সে-রাতে দয়াময়ের বাড়ি পুলিশ পাহারায় রেখে সুজাতা ও বাবুয়াকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। পরে ওদের ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কিছু একটা করা যাবে। এখন তো ওরা আশ্রয় পাক।

জুহু বিচে তদন্ত



সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পাযচাবি কবে যখন কেযাবি-কবা বঙ্গন গাছগুলোব পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই বাখহবি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজেব প্রথম পাতায চাঞ্চল্যকর একটা সংবাদেব প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কবে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতাবণাব খবব।

বাখহরি বলল, "আপনাব চা কি এখানে নিযে আসব?"

আমি বাখহবির মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থিবভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "নাঃ, থাক। আমিই ভেতবে যাচ্ছি।" বলে ঘবে এসেই ডায়াল ঘুরিযে ফোন কবলাম। যেখানে ফোন কবলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধবল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টেব ওই ঘবটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিযে বেখে আমি যখন ইজিচেয়াবটায গা এলিযে খববেব বিষযবস্তুব ওপব মন বেখেছি, বাখহবি তখন চা নিযে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেযে চাযে চুমুক দিলাম। যে খববটা আমাকে ভাবিযে তুলেছে তা এইবকম, গতকাল দুপুবে বউবাজাব অঞ্চলে একটি গযনাব দোকানে অভিনব কাযদায প্রতাবণা কবা হযেছে। দুপুব একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকাব গযনা কেনেন। তাবপব সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওযাব জন্য বসিদ না নিযেই চলে যান। দোকনদাবও টাকা গুনে সিন্দুক-ভর্তি কবে খদ্দেবকে বিদায দেন। এইবকম খদ্দেব যে এই প্রথম তা নয, মাঝেমধ্যেই এইবকম দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচাব ব্যাপাবেও এইবকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকাব সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিযে দলিল কবা হয। এতে অনেক টাকাব স্ট্যাম্পপেপাব বেঁচে যায়। সে যাক, বহস্য ঘনাল এব পবেই। ওই দম্পতি গযনা নিযে চলে যাওযাব পবই আবও দু'জন খদ্দেব আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁবাও ওই একই দামেব গযনা কিনে নিযে বসিদ নিযে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদাব বিনীতভাবে বলেন, "আমাব টাকাটা?"

দম্পতি বলেন, "টাকা তো আপনাকে দিযে দিযেছি।"

দোকানদাবেব চোখ কপালে উঠে যায, "সে কি মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন?"

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, "ঠগ, জোচ্চোব, মিথ্যেবাদী।"

সে এক মহা কেলেঙ্কাবি। খদ্দেব ও দোকানদাবেব চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হযে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে দম্পতিকে বলে, "আপনাবা যে টাকা দিযেছেন, তাব কোনও প্রমাণ আছে?"

দম্পতি বলেন, "আছে বইকি, প্রতিটি নোটেব নম্বব আমাদেব কাছে নোট কবা আছে—এই দেখুন।" পুলিশ তখন দোকানদাবেব সিন্দুক খুলিযে টাকা বেব করে নোটেব নম্বব মিলিযে দেখে। প্রতাবকবা সসম্মানে তাঁদেব গযনা নিয়ে চলে যান। আব দোকানদাব? মাথা হেঁট কবে বসে থেকে জনসাধাবণেব ধিক্কাব এবং বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ হজম কবতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকব এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায, প্রতাবণাব ব্যাপাব সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একই চক্রেব হযে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপাব, যে দোকানদাব এই প্রতাবণাব বলি হযেছেন তিনি আমাব বিশেষ পবিচিত।

নাম গুণধব পাইন। ফবসা রং। মাঝারি চেহারা। সব সময মুখে পান আব পবনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এহেন লোক যে খদ্দেবকে সন্তুষ্ট কবতে গিযে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিযে বেখে যখন বিষযটা নিয়ে গভীবভাবে চিন্তাভাবনা করছি, সেই সময রাখহবি এসে বলল, "এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন?"

"বাবো-চোদ্দ বছবেব একটি ছেলেও আছে।"

"ওঁদেব ভেতবে আসতে বলো। আর চা কবো সকলেব জন্য।"

একটু পবেই পাযেব শব্দ শোনা গেল। চেহাবা না দেখেই বললাম, "আসুন গুণধববাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণধরবাবু বিনযেব হাসি হেসে বললেন. "কী কবে জানলেন আমি এসেছি?"

"আজ সকালে আপনাব গুণেব খবব কাগজে ফলাও কবে ছাপা হযেছে দেখেই অনুমান কবেছি, এইবার আমাব কথা আপনাব নিশ্চযই মনে পড়বে।"

গুণধববাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ কবলে বললাম. "এই ছেলেটি কে?"

"আমাব একজন কর্মচাবী।"

রাখহবি চা দিযে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল কবে শুনলাম গুণধববাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, "এখন আমাকে আপনি কী কবতে বলেন?"

গুণধববাবু বললেন, "শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়াব তা হযেইছে, এই ব্যাপাবে আইন আদালত কবতে গেলে কব ফাঁকি দেওযাব অপবাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহুকষ্টে পুলিশি ঝামেলাব হাত থেকেও রেহাই পেযেছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদেব তুমি খুঁজে বাব কবো।"

"তাতে লাভ? আপনাব গয়না কি আপনি ফেবত পাবেন?"

"না, গযনাও পাব না—টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপবাধী ধবা পড়ুক।"

আমি বললাম, "এই ধবনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে বযেছে তারা, কোন সূত্র ধবে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোবেব কোনও কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?"

"তা হলে?"

"চেষ্টা অবশ্যই করব—করছিও।" বলেই আব একবার উঠে গিযে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।

এবাবে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইনস্পেক্টব ভদ্র? আমি অম্বর বলছি—অম্বর চ্যাটার্জি।"

"হ্যাঁ বলুন, কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনাব অ্যাপার্টমেন্টে ফোন কবেছিলাম—"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিযেছিলাম।"

"আপনার ঘবে কেউ নেই? ফোন ধবল না কেন?"

"জানেন তো, আমি ব্যাচিলর মানুষ। আব কাজেব লোকটিব আন্ত্রিক দেখা দেওযায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ কবেছেন। একটা ব্যাপাবে আমি আপনার একটু হেলপ চাইছি। কাল বউবাজাবে একটা গযনাব দোকানে...।" লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনাব গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিযেই এসেছি আমি।"

"তাহলে ড্রাইভাবকে বলুন, একবাব সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে আমাদেব নিযে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলাব স্বর্ণখনিব কাছে নয, এই কলকাতাব মধ্যেই।"

বাখহবিকে আজকেব জন্য একটু মাংস-ভাত কবে রাখতে বলে গুণধববাবুকে নিযে সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে এলাম।

ইনস্পেক্টব ডি. কে. ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকবিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকেব সত্যিই প্রযোজন। খুব শান্ত প্রকৃতিব, কিন্তু বাগলে ভীষণ।

আমবা যেতে সাদব অভ্যর্থনা কবে বসালেন আমাদেব। তাবপর ধীবেসুস্থে গুণধববাবুব মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন, "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেব হয়। তবে কলকাতা শহবেব বুকে দিনদুপুবে এইবকম প্রতাবণা সত্যিই নজিববিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধবেব হযে আমি বললাম, "দেখুন, কেসটা যেবকম তাতে দোকানদাবকে যে ব্ল্যাকমেল কবা হচ্ছে এটা কি আপনি বুঝতে পাবেননি? ওই দম্পতিকে চলে যাওযাব সুযোগ না দিযে আপনি যদি ওদেব জেবা কবতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন, বা ওদেব পেছনে ধাওযা করে ডেবাটা দেখে আসতেন, তা হলে ক্লিন্তু হাতেনাতে ধবা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমাবও মনে হযনি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মাবাত্মক তা আমিও স্বীকার কবছি। কিন্তু মুশকিল হল, গুণধববাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন কবলেন যে, মনে হযেছিল উনিই আসলে খদ্দেবকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই ওঁকেই ভর্ৎসনা করছিলাম, ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত!"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পতি দু'জনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধববাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধববাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমাব নাম নন্দ।"

"তোমাব বাড়ি কোথায?"

নন্দর হয়ে গুণধববাবুই বললেন, "ওর বাড়ি হরিপালেব কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা-মবা ছেলে। আমাব কাছেই মানুষ।"

নন্দকে বললাম, "ওই মুখগুলো আব এ· বার দেখলে তুমি চিনতে পাববে?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ পারব।"

"আচ্ছা, ওঁদেব কাউকে আব কখনও এই দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?"

"মনে হচ্ছে একবাব যেন দেখেছিলাম। দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুববেলা এসে আমাব কাছ থেকে ডিজাইনেব বইটা চেয়ে নিযে অনেকক্ষণ ধবে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।"

"ব্রজদা। ব্রজদা কে?"

"আগে কাজ কবত আমাদেব দোকানে।"

"এখন কবে না?"

"না।"

আমি গুণধববাবুকে বললাম, "সেদিন দুপুরে আপনি কোথায ছিলেন?"

গুণধববাবু বললেন, "আমি বরাববই বিকেলেব দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিযে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওযায সব সমযই আমাকে দোকানে থাকতে হয।"

"আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায়?"

"ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিযে ও এখন বম্বেব জাভেরি মার্কেটে ভাল বোজগার কবছে।"

"ওব বাড়ি কোথায জানেন?"

"ডোমজুড়েব কাছে নিবডে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজাবেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভাল ছেলে, ওক সন্দেহ কবাব কোনও কাবণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"সন্দেহ কবছি না তো। তবে একেবাবে হাল ছেড়ে না দিযে ভাই একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।"

ইনস্পেক্টর ভদ্রব কাছ থেকে বিদায নিযে বউবাজারেব মেসে এসে ব্রজব বম্বেব ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওব দু-একটা চিঠিপত্তব যা বন্ধুদের লিখেছিল তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওব দু-একটা ফোটো সংগ্রহ কবলাম বন্ধুদের কাছ থেকে, যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অর্থহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেবে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান কবছিল। বলল, "আপনি এত দেবি করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা কবে চলে গেলেন।"

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত? সেই প্রেস ফোটোগ্রাফাব ছেলেটি?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবাব আসবেন সন্ধের সময। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দবকাব।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দবকাব যে এইভাবে থাকতে বলল?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ বেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতবে ঢুকে পোশাক পবিবর্তন না কবেই অশোকেব বেখে যাওযা কাগজেব পাতায চোখ বোলালাম। নতুন বেবিযেছে কাগজটা। লোকেব হাতে-হাতে না ঘুবলেও হকাররা বাখে। বিক্রিও হয। সেই কাগজেব প্রথম পাতায বউবাজাবেব প্রতাবণাব বিববণটা ফলাও কবে ছাপা তো হযেইছে, সেই সঙ্গে বযেছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র—যাতে দেখা যাচ্ছে গযনার বাক্স নিযে সেই দম্পতি অপেক্ষমান একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হযেছে।

কাগজটা রেখে মনেব আনন্দে স্নান-খাওযা সেবে বার বার সেই ছবিব মুখগুলো দেখতে লাগলাম আব ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয—অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয। সবাবই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকেব কথামতো আমি সাবাটা দিন ঘবে বইলাম। কিন্তু না, দুপুব গড়িযে বিকেল, বিকেল গড়িযে সন্ধে পাব হযে গেল, তবুও অশোক এল না। বাত্রিবেলা ওব কাগজের অফিসে ফোন কবলাম। সেখানে থেকেও ওব কোনও খোঁজখবব দিতে পাবল না কেউ।

সেবাত্রে অশোকেব জন্য অপেক্ষা কবে কবে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালেব কাগজেই খবর পেলাম, অশোকেব মৃতদেহ মধ্যবাত্রে কে বা কাবা যেন ওদের অফিসেব সামনে বাস্তার ওপব শুইয়ে বেখে গেছে।

শিউবে ওঠাব মতো খবব। চক্রটি যে শুধু প্রতাবণা কবে তাই নয, খুন কবতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিবীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা কবতে পারে, তা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধাবণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিযে প্রথমেই গেলাম গুণধব পাইনেব ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ, এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না, সে ছিল প্রথমজন।"

তাবপর সোজা চলে এলাম সদব দফতবে। সেখানেও পুলিশের সংগ্রহে থাকা

অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে তা নয়, সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তবু...

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদিন অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। কাগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম। বেশি খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়াল পুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, "কী আশ্চর্য, এঁরা তো আমাদেরই অতিথি। প্রায়ই আসেন এখানে।"

"আমি একটু দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, "সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।"

"সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও?"

"না, ঘর খালি আছে।"

"একবার দেখতে পারি ঘরটা?"

"আপনার পরিচয়?"

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না, তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভিটি টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু'জনের। মিঃ পি. কে. সিনহা ও মিসেস মীরার। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস, চাপরাসী কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি।

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি.আই.পি কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি, ইনস্পেক্টর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম, তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল।

যথাসময়ে বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম. কে. নম্বরের দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, "ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা। পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"কোথায় গেছেন উনি?"

"আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা?"

"আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব, তাই.."

"এ কাজের দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি?"

"আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।"

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে এক ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। বেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকানা আমাদের দিয়েছে সেটাও আন্ধেরির।

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয়, ঘরে তালা দেওয়া। আমরা সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম, আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জুহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিনে-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বার বার সিগারেট ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, "একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র?

"হ্যাঁ, ইনিই তো সেই ব্রজগোপাল।"

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জ্বেলে ধরলাম সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, "আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।"

"বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি?"

"মাঝে মাঝে গেছি হয় তো, সোনাদানা কিনতে।"

"বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায়? আপনি গুণধর পাইনকে চেনেন?"

আব চেনা। ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ কবল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশাযী হলাম। তাবপব আমি উঠে দাঁড়াবাব আগেই দৌড শুরু কবল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধবেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাশে হযে কাঁপা-কাপা গলায বলল, "কে, কে, কে আপনাবা? আপনাবা কাবা? আমি আপনাদের চিনি না।"

আমি তখন ওব পেটেব কাছে রিভলবাব ধবে বললাম, "আমাদেব তুমি নিশ্চযই চিনবে ব্রজদুলাল।"

"আমি ব্রজদুলাল নই। আপনাবা ভুল কবছেন--আমি ব্রজগোপাল।"

"এখানে কোথায এসেছিলে? দিদিব বাড়ি?"

"আমাব কোনও দিদি-টিদি নেই।"

আমি খবরেব কাগজেব কাটিংটা ওব দিকে মেলে ধবে বললাম, "এঁদেব তুমি চেনো? এবা কাবা? এখানকাব সাউথপযেন্ট ব্লকে ফিফথ ফ্লোরে কাবা থাকে?"

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, "সব বলব আপনাদেব, আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাবা নিশ্চযই পুলিশেব লোক?"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমবা ওত পেতে আছি তোমাদেব ধববাব জন্য। ওঁদেব ফ্ল্যাটে তালা দেওযা। কোথায গেছেন ওঁবা?"

"আমবা সবাই গিযেছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিবেছি।"

"তা হলে চলো, ওঁদেব সঙ্গে আলাপ-পবিচয একটু কবিযে দাও।"

জুহু বিচ ঘিবে তখন উৎসাহী জনতাব কৌতূহলী দৃষ্টি। আমবা হাতেব ইঙ্গিতে তাদেব সবে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিযে লোকাল থানায একটা ফোন কবলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপাবটা, তাবাই এখানকাব ফোন নম্বব আমাদেব দিযেছিলেন। তাই অসুবিধে হল না।

আমবা ব্রজকে সঙ্গে নিযে মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদেব দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁবা। আমাদের দু'জনেব হাতে বিভলবাব আব ব্রজগোপালেব অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে তা অনুমান কবতে পাবলেন।

একটু পবেই স্থানীয পুলিশও এসে গেল।

জেবাব মুখে অপবাধ স্বীকাব কবল অপবাধীবা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গযনা। ব্রজগোপাল স্বীকাব কবল, এবাই তাব নিজেব দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবুই তাকে বোম্বাইতে নিযে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতাবণাব পরিকল্পনা কবে ওবা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ কবে নিজেবা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্ক স্ট্রীটেব শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতাবণা ছাড়াও আবও অনেক বাজে কাজ তাঁবা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড বড শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার

ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বমাল সমেত ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকেও পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি.টি-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবু এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।